উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮১,৯২৬.৭৫ (+১৩৬.৬৩)
নিফটি : ২৫,১০৮.৩০ (+৩০.৬৫)

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এখনও সংশয়
রাজ্যের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে আদালত অনুমতি দিলেও জট এখনও পুরোপুরি কাটেনি। বিষয়টি ঘিরে সংশয় রয়ে গিয়েছে।
» ৫

বন্যা রোধে বঙ্গকে ১,২৯০ কোটি
কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য মোট ১,২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন

বিহার নির্বাচনে চিরাগ-পিকে জোট নিয়ে জল্পনা
» ৭

২১ আশ্বিন ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 8 October 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 138

ভিআইপিরা এলে উদ্ধারকাজে প্রভাব পড়ে। সেজন্য আমি ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার পর পৌঁছেছি। তবে কলকাতা থেকেই দফায় দফায় বৈঠক করেছি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এই অঞ্চলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাদের সাংসদ এবং বিধায়কদের ওপর যে হামলা হয়েছে তার রিপোর্ট রাজ্যের কাছে চাওয়া হয়েছে।
কিরেন রিজিজু

দুর্যোগ ‘পর্যটন’

মিরিকে শুভেন্দু, দুধিয়ায় মমতা

রণজিৎ ঘোষ ও রাহুল মজুমদার

দুধিয়া, ৭ অক্টোবর : ১১ জনের মৃত্যু হলেও বিধ্বস্ত মিরিকে যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে যাওয়ার রাস্তা ঠিক না থাকায় তিনি ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখতে যেতে পারছেন না। তবে মঙ্গলবারই দিল্লি থেকে বাগডোগরায় এসে ঘুরপথে মিরিকে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাগডোগরায় এসে মিরিকে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ফলে আগামীদিনে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহল তৃণমূলকে কীভাবে গ্রহণ করবে, মিরিক সহ দার্জিলিং পাহাড়ে সেই প্রশ্নও উঁকি দিচ্ছে।

এদিন দুর্গত এলাকায় গিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে টাকা দিয়েছে। রাজ্য সরকার সেটা স্বীকার করছে না। এরাজ্যে নৈরাজ্য চলছে। সব কিছুর হিসেব হবে। ২০২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব বুঝে নেব।’

এদিন দুধিয়ায় এসে পাহাড়ে ধসে চাপা পড়ে মৃতদের মাথাপিছু পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বাড়ি তৈরি করা থেকে শুরু করে পরিবারের একজনকে হোমগার্ডে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করে ১৫ দিনের মধ্যে মিরিকের সঙ্গে পুনরায় সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন। ভেঙে যাওয়া লোহার সেতুর পাশ দিয়ে ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ কংক্রিটের সেতু তৈরির কাজও এক বছরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশও দিয়েছেন মমতা।

বিজেপি নেতারা এদিন ঘুরপথে মিরিক পৌঁছে গেলেও রাস্তা ঠিক না হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিরিক পৌঁছাতে পারেননি। অন্যদিকে, পাহাড়ের দুর্যোগে আরও একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বিজনবাড়ির বাসিন্দা সমীর ছেত্রীর (৪০) মরদেহ মঙ্গলবার দুপুরে উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে পাহাড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৩ হয়েছে। দার্জিলিংয়ের সদর মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচার বক্তব্য, ‘বিজনবাড়ির ওই ব্যক্তি মনোরোগী ছিলেন। তিনি এদিন সকালেই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে কেউ কেউ দাবি করেছেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’ এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল দুধিয়ায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন।

এদিন বেলা দেড়টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী দুধিয়ায় পৌঁছান। সেখানে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত লোহার সেতু এবং নদীবাঁধের পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন। দুধিয়াতেই মিরিক, সুখিয়াপোখরি এবং বিজনবাড়ির ১৬ জন মৃতের পরিবারের সদস্যদের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে দুধিয়ায় ঘরবাড়ি ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রাণসামগ্রী দেন। মমতা বলেন, ‘পাহাড়ে ভুটান, নেপালের দুজনের মৃত্যু হয়েছে। দুই দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃতদেহগুলি যাতে সেখানে পাঠানো যায় সেই ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যসচিবকে বলেছি।’ এদিকে, রোহিণী হয়ে কার্সিয়াং যাওয়ার রাস্তা ১৫ দিনের মধ্যেই পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে বলে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা সহ রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরের সমস্ত আমলা দুধিয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, পরিস্থিতি দেখতে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সকালেই বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন। সেখান থেকে তিনি মাটিগাড়ার হাসপাতালে ভর্তি সাংসদ এবং বিধায়কের সঙ্গে দেখা করেন।

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে খগেন মুর্মুর খোঁজ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (নীচে) মিরিকের কমিউনিটি হলে দুর্গতদের কথা শুনছেন বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার। -পিটিআই

রক্ষণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ অক্টোবর : পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুঝতে ভুল হয়নি যে, উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি বেগতিক। ডুয়ার্সের দুর্গত এলাকায় সোমবার বুড়িছোঁয়া করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার দুধিয়া পর্যন্ত গিয়েই তাঁর যাত্রা শেষ হল। ৭২ ঘণ্টা আগের দুর্যোগে সবচেয়ে বিপর্যস্ত পাহাড়ে গেলেনই না। বদলে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন ড্যামেজ কন্ট্রোলের উদ্দেশ্যে। তারপরই উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠকে একের পর এক সাফাই দিতে মরিয়া হলেন।

গত শনিবার রাতে পাহাড়-সমতলে ওই দুর্যোগ সত্ত্বেও রবিবার কলকাতায় কার্নিভালের জাঁকজমক উত্তরবঙ্গে তৃণমূলকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় কার্যত ছ্যা ছ্যা পর্যায়ে চলে গিয়েছে। বিদেশ সফর বাতিল করিয়ে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের লাগাতার পরিস্থিতি ঘোরানোর চেষ্টা তেমন কাজে আসেনি। একে ৩৬ জনের মৃত্যুর পরেও কার্নিভালে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নাচ ও একদিন পর উত্তরবঙ্গে পৌঁছানোয় কার্যত ফুঁসছে উত্তরবঙ্গ।

তৃণমূলের মাটি উত্তরবঙ্গে এমনিতেই ঝুরঝুরে। এই ধাক্কা সেই মাটিকে আরও আলগা করে দিয়েছে। পাহাড়ের ধসের মতো জনমানসে তৃণমূল সম্পর্কে প্রবল বিরূপ মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার আসার পরের ২৪ ঘণ্টায় সেই সত্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি মমতার। বিজেপি সাংসদ খগেনের ওপর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের হামলাকে প্রাথমিকভাবে জনরোষ বলে চালানোর চেষ্টা কাজে আসেনি। বরং বিজেপি বিরোধী বাম-কংগ্রেস, এমনকি সাধারণ মানুষ ওই ঘটনার নিন্দায় সোচ্চার।

এরপর দশের পাতায়

এমজেএনে বিকল সিটি স্ক্যান মেশিন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ অক্টোবর : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সিটি স্ক্যান মেশিন বিকল হয়েছে। ফলে রোগীদের মোটা টাকা খরচ করে বেসরকারি ক্লিনিকের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। হাসপাতালে সংকটজনক রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সিটি স্ক্যান মেশিন একটিই থাকায় সেটি বিকল হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। নামে মেডিকেল কলেজ হলেও বিকল্প সিটি স্ক্যান মেশিন কেন নেই, সেই প্রশ্ন তুলে রোগীর পরিজনরা সরব হয়েছেন। এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের অবশ্য বক্তব্য, ‘ইঞ্জিনিয়াররা মেশিনটি দ্রুত চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিছু ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যানের বিকল্প হিসেবে এমআরআই করলেও কাজ হয়। সেগুলির এমআরআই পরীক্ষা করা হচ্ছে।’

মেডিকেল কলেজ হলেও পরিষেবা সংক্রান্ত নানা কাজের জন্য মাঝেমধ্যেই রোগীদের ভোগান্তির শিকার হতে হয় বলে রোগীদের অভিযোগ। হাসপাতালের বহির্বিভাগ বা জরুরি বিভাগে আসা রোগীরা যে সিটি স্ক্যান মেশিনটি ব্যবহার করতেন সেটি সোমবার বিকেল থেকে হঠাৎ করেই বিকল হয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এখানে প্রতিদিন কমবেশি ৫০-৬০ জনের সিটি স্ক্যান করা হয়। হাসপাতালে ভর্তি থাকা এক রোগীর কাকা অমল দাসের অভিযোগ, ‘আমার ভাইঝি পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিল। এখানে ভর্তি করার পর চিকিৎসক সিটি স্ক্যান করার কথা লিখে দিলেন। সেখানে যাওয়ার পর কর্মীরা জানান যে মেশিন খারাপ তাই স্ক্যান হবে না। কয়েকদিন সময় লাগবে।’ তাঁর আরও সংযোজন, ‘বেসরকারি জায়গায় স্ক্যান করানোর মতো আর্থিক পরিস্থিতি নেই। তাই স্ক্যান ছাড়াই চিকিৎসা হচ্ছে।’ অনেকে আবার টাকাপয়সা জোগাড় করে বেসরকারি ক্লিনিকে ছুটছেন।

এরপর দশের পাতায়

প্রকৃতির কাছে সকলেই যে অসহায় তা ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে মিরিকে। দুর্যোগের সবথেকে বেশি ক্ষত বইছে পাহাড়ি শহরটি। গ্রাউন্ড জিরো থেকে সেই দুর্দশার কথা।

প্রলয়ের সাক্ষী দেবতা আর তাজা ফুল

দীপ সাহা ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মিরিক, ৭ অক্টোবর : পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশ ছুঁতে চায় চোখ। যতই ওপরে তাকাই, গড়িয়ে আসা অসংখ্য ছোট-বড় পাথর আর পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি ছাড়া কিছুই নজরে আসে না। চোখ দু’খানা মাটিতে ফেলতেই বিস্ময় জাগে। এ তো রীতিমতো ধ্বংসস্তূপ!

মিরিক শহরের ঠিক গা ঘেঁষেই ফুগুরি চা বাগানের মেচি ডিভিশন। জায়গাটার নাম ডারাগাঁও। পথের ঢাল বেয়ে মূল রাস্তা থেকে কয়েকশো মিটার এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পাশাপাশি গোটা ছয়েক বাড়ি। ইতিউতি আরও বেশ কয়েকটা। প্রতিটিই এখন জনমানবহীন। খাড়া পথ বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেতে হয় কাদামাখা লেপতোশক কিংবা পড়ে থাকা খেলনায়। যেন বেড়ি হয়ে বলতে চায়, ‘আমায় আর মাড়িয়ে যেও না প্লিজ...।’

ঠিক মাঝখানে ধ্বংসের দগদগে ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে টিনের চাল দেওয়া একটা ঘরের অর্ধেক অংশ। ধসে যাওয়া পাশের ঘরেই ‘মৃত্তিকাসমাধি’ হয়েছে একই পরিবারের চারজনের। কেউই অবশ্য বাড়ির সদস্য নন। স্বজন। বেড়াতে এসেছিলেন দশেরায়। কিন্তু প্রলয় প্রাণ কেড়েছে তাঁদের। কেউ বাঁচাতে পারেননি।

যে ঘরটা এখনও মাটি আঁকড়ে কোনওমতে দাঁড়িয়ে, সেই ঘরের দরজার বাইরে টাঙানো আরাধ্য দেবতার ছবি। সামনে ছোট্ট কাঠের পাটাতনে পোড়া সলতে বুকে নিয়ে প্রলয়ের সাক্ষী মাটির প্রদীপ।

এরপর দশের পাতায়

ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে মিরিক। মঙ্গলবার। ছবি : দীপ সাহা

স্মৃতিচিহ্ন আগলে শপথ রাই হাউসে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও দীপ সাহা

মিরিক, ৭ অক্টোবর : আটপৌরে তক্তপোশের উপর জমেছে কয়েকশো সাদা খাদা। একঝলক দেখলে মনে হচ্ছে সুন্দর করে যেন কেউ সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন। তার পাশেই রাখা তুলসী গাছের তলায় টিমটিম করে জ্বলছে একটি তেলের প্রদীপ। যেন ঠাকুরঘর। অবশ্য, ঈশ্বরের দেশে যাঁরা পাড়ি দিয়েছেন তাঁদের ঠাকুরঘরেই থাকার কথা। তক্তপোশটা বিজেন্দ্র রাই ও ঊষা রাইয়ের বিয়ের স্মৃতি। টিনের চালাঘর ভেঙে পাকা দোতলা বাড়ি তৈরির সময় অনেককিছুই বদলেছে মিরিকের রাই পরিবারে, কিন্তু বদল হয়নি তক্তপোশটির। বড় মেয়ে নিশার আবদারে শনিবার রাতে নিজের ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিলেন বিজেন্দ্র ও ঊষা। তখনও জানতেন না প্রিয় তক্তপোশে আর ঘুমোনোর সুযোগ মিলবে না। ধসে চাপা পড়ে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের সঙ্গেই ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন ছোট মেয়ে সতমা। বাবা-মাকে আর ফিরে পাবেন না নিশা। প্রিয় তক্তপোশই এখন তাঁর কাছে স্মৃতিচিহ্ন।

মঙ্গলবারও মিরিক লেকের ধারে থানা লাইনের রাই হাউসে দগদগে ছিল ধসের ক্ষত। কাদামাটি সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছিলেন এনডিআরএফ-এর কর্মীরা। শোকের আবহে সান্ত্বনা দিতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ আর একবার করে মাথা ঠেকাচ্ছিলেন তক্তপোশে। সেই তক্তপোশই যেন রাই দম্পতির জীবাশ্ম।

এরপর দশের পাতায়

স্ত্রীর স্মৃতিতে শ্মশানে বাগান

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : এ যেন এক অন্য দশরথ মাঝির গল্প। বালুরঘাটের ৬০ বছরের গণেশ বর্মন। না, তিনি স্ত্রীর স্মৃতিতে দশরথের মতো পাহাড় কাটেননি। তবে শ্মশানের ভেতরে তৈরি করে চলেছেন বিশাল ফুল ও ফলের বাগান। এই পর্যন্ত সব মিলিয়ে গণেশ অন্তত ৮০০টি গাছের চারা রোপণ করেছেন বালুরঘাট ব্লকের কাশিয়াডাঙ্গা শ্মশানে। এই বাগানই যেন হয়ে উঠেছে এক জীবন্ত স্মৃতিসৌধ। এখানেই শেষ নয়, একসময় এই শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সেই জঙ্গল নিজের হাতে পরিষ্কার করে রাস্তা নির্মাণ করেছেন গণেশ।

গল্পের শুরু ৩ মাস আগে। যখন বালুরঘাটের বাওধারা গ্রামের বাসিন্দা গণেশের স্ত্রী সীতা বর্মন মারা যান। পরিজন ও প্রতিবেশীরা শেষকৃত্য করতে শ্মশানে দেহ নিয়ে যান বটে। কিন্তু দাহকার্যের জায়গায় পৌঁছাতে বেগ পেতে হয়েছিল সকলকে। কারণ তখন ভরা বর্ষা। বেড়ে উঠেছে ঝোপঝাড়। এর মধ্যে দিয়ে রাস্তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে দুজনের কাঁধে করে তাঁর স্ত্রীর শব নিয়ে যাওয়া হয়। বাকিরা সাপ ও পোকামাকড়ের ভয়ে আর যেতে চাননি। বিষয়টি গণেশের মনে গভীর দাগ কাটে। স্ত্রী যখন চিতায় জ্বলছে, ঠিক তখনই সংগোপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন- স্ত্রীর স্মৃতিতে এই শ্মশানে এক মনোরম পরিবেশ গড়ে তুলবেন তিনি। দূর করবেন শ্মশানে যাতায়াতের সমস্যা।

দেরি করেননি তিনি। কয়েকদিন পরই গণেশকে দা, কোদাল হাতে শ্মশানে যেতে দেখে অবাক হয়েছিলেন অনেকেই। যখন কয়েকদিনের মধ্যেই শ্মশানের জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গেল, কারণটি আন্দাজ করতে পারলেন স্থানীয়রা। সকলের চোখের সামনেই শ্মশানের মধ্যে দিয়ে এক রাস্তা তৈরি করে ফেললেন তিনি। এখানেই থেমে থাকেননি গণেশ। তার পরে শুরু হয় শ্মশানের সৌন্দর্যায়ন। একে একে বিভিন্ন ফুল ও ফলের চারাগাছ নিয়ে শ্মশানে হাজির হতে থাকেন গণেশ। এমন উদ্যোগ দেখে তাঁর দু'-তিনজন বন্ধুও সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ইতিমধ্যেই তিনি বকুল, শেফালি, গাঁদা সহ নানান ফুলের গাছ লাগিয়েছেন। সঙ্গে আম, রাজকুল সহ বিভিন্ন ফলের গাছ। নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করেই তাঁর এই উদ্যোগ।

আজ থেকে ২৮ বছর আগে গণেশের বিয়ে হয়েছিল। দম্পতির ৩ ছেলে। কেউ রাজমিস্ত্রি, তো কেউ কৃষিজীবী। এক মেয়ে ছিল, মারা গিয়েছেন। অভাবের সংসারে নামসংকীর্তন, গানবাজনা করেই দিন কাটত তাঁদের। ঈশ্বরে মগ্ন দুই প্রাণে ভালোবাসা ছিল অটুট। কিন্তু বিধি বাম। চলতি বছরেই সীতাদেবীর ক্যানসার ধরা পড়ে। তারপর আর বেশি সময় পাওয়া যায়নি।

শ্মশানে বাগান তৈরিতে ব্যস্ত গণেশ বর্মন।

> কোনও ফুলের চারা ১০০ টাকায় তো কোনও ফলের গাছ ২০০ টাকায় কিনে লাগিয়েছি। অর্থ শেষ হয়ে এলে ভিক্ষা করে হলেও স্ত্রীর স্মৃতিতে বাগান তৈরি করে যাব।
>
> **গণেশ বর্মন**

সাফারি খুলতেই পর্যটকদের ভিড়

ডলোমাইটে ক্ষতিগ্রস্ত ঘাসজঙ্গল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : দু'দিন বন্ধ থাকার পর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ফের জঙ্গল সাফারি শুরু হল। মঙ্গলবার রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তী দুই কাউন্টার থেকে সাফারি হয়। সকাল ও বিকেলে সাফারির প্রায় সবগুলি গাড়ি পর্যটকে ভর্তি ছিল। তবে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের হাতি ও জিপসি সাফারি নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কবে সাফারি খুলবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জঙ্গল পর্যবেক্ষণের পর সাফারি চালু নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। কারণ জলদাপাড়ায় যেমন সাফারির রাস্তা বৃষ্টিতে বেহাল হয়েছে, তেমনি কয়েকটি গাছ ভেঙেছে। এছাড়া হলং নদীর উপর সেতু ভেঙে গিয়েছে।

জলদাপাড়ার জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন জায়গায় ঘাসজঙ্গল নষ্ট হয়েছে। শিলতোর্ষা, শিসামারা, হলং ও কালজানি নদীতে ভুটান থেকে আসা ডলোমাইটমিশ্রিত জলে ঘাসজঙ্গল ক্ষতিগ্রস্ত। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'ঘাসজঙ্গলের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ কতটা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সবকিছু দেখার পর বিস্তারিত বলা যাবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলার যেসব বন্যপ্রাণী জঙ্গল থেকে বেরিয়েছিল সেগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কোচবিহার জেলায় এখনও কয়েকটি বুনো থাকতে পারে বলে অনুমান। সোমবার সারারাত অভিযান চালিয়ে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে ঢোকা তিনটি গন্ডার বনকর্মীরা জঙ্গলে ফিরিয়েছেন।

বক্সায় ২৭ মাইল, ২৬ মাইল ও শিকারি রোডের রাস্তায় সাফারির আরও বেশি বেহাল হয়েছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফও (পূর্ব) দেবাশিস শর্মার কথায়, 'কোন জায়গায় কী ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখা হচ্ছে।'

বক্সায় ফের জঙ্গল সাফারি।

বক্সার পর্যটন ব্যবসায়ীরা রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। বক্সার ট্যুরিস্ট গাইড শেখর ভট্টাচার্য জানান, রাস্তা খারাপের বিষয়টি বন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। তারা বিষয়টি দেখবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে এদিন বক্সায় সাফারি খুলতেই পর্যটকরা তা উপভোগ করেন। বেশ কয়েকজন পর্যটক সাফারি চালুর অপেক্ষা করছিলেন। এদিন সকালে সাফারি চালুর খবর আসতেই সাফারি কাউন্টারগুলিতে পর্যটকদের ভিড় দেখা যায়। এদিকে, জলদাপাড়ার বিভিন্ন কাউন্টারে দ্রুত সাফারি চালুর দাবি উঠছে।

অন্য রুটে ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : ভারী বৃষ্টি ও রেইনকাটজনিত সমস্যার জন্য বুধবার তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস, সরাইঘাট এক্সপ্রেস, অমরনাথ এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র মেল, ডিব্রুগড় লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, বন্দে ভারত সহ ১১টি ট্রেন রুট বদল করে চালানো হবে। ট্রেনগুলিকে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে মেইন লাইনের বদলে মাথাভাঙ্গা-চ্যাংরাবান্ধা রুট দিয়ে চালানো হবে বলে খবর। অন্যদিকে, আলতাগ্রাম ও বেতগাড়ায় রেইনকাটে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বুধবার পরিদর্শন করবেন রেল আধিকারিকরা।

ইঞ্জিন বিকল

ইসলামপুর, ৭ অক্টোবর : ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় গুঞ্জরিয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার প্রায় দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে আপ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেনযাত্রীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বিষয়টি জানতে পেরে রেল কর্তৃপক্ষ অন্য একটি ইঞ্জিন পাঠিয়ে দেয়। সেই ইঞ্জিন লাগানো হলে ট্রেন গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়। আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনের ম্যানেজার বিকে সিং বলেন, 'ইঞ্জিনের পাওয়ারে সমস্যা হয়েছিল। ফলে ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপে অন্য ইঞ্জিন পাঠিয়ে ট্রেনটি আবার রওনা করানো হয়।'

রবিনা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর

নিউজ ব্যুরো, ৭ অক্টোবর : বলিউড আইকন রবিনা ট্যান্ডন ও তাঁর মেয়ে রাশা থাদানিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করল দেশের অন্যতম গয়না ব্র্যান্ড, রিলায়েন্স জুয়েলস। দীপাবলির আগে এই ঘোষণার মাধ্যমে রিলায়েন্স জুয়েলস বাজারে তাদের উৎসব সংগ্রহের সূচনা করতে চলেছে।

এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে গয়নার ব্যবহারকে তুলে ধরতে মা ও মেয়ের এই জুটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৯৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫০২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

BOOTH NO.	ENIT NO. & ID	BOOTH NO.	ENIT NO. & ID
171	WBMAD/DHUPGURI/05/2025-26	176	WBMAD/DHUPGURI/20/2025-26
	2025_MAD_910463_1		2025_MAD_916231_1
	2025_MAD_910463_2		2025_MAD_916231_2
208	WBMAD/DHUPGURI/06/2025-26		2025_MAD_916231_3
	2025_MAD_912434_1		2025_MAD_916231_4
	2025_MAD_912434_2	183	WBMAD/DHUPGURI/21/2025-26
209	WBMAD/DHUPGURI/07/2025-26		2025_MAD_916425_1
	2025_MAD_912550_1		2025_MAD_916425_2
	2025_MAD_912550_2		2025_MAD_916425_3
210	WBMAD/DHUPGURI/08/2025-26	184	WBMAD/DHUPGURI/22/2025-26
	2025_MAD_914628_1		2025_MAD_916465_1
	2025_MAD_914628_2		2025_MAD_916465_2
205	WBMAD/DHUPGURI/09/2025-26		2025_MAD_916465_3
	2025_MAD_914727_1		2025_MAD_916465_4
	2025_MAD_914727_2	173	WBMAD/DHUPGURI/23/2025-26
206	WBMAD/DHUPGURI/10/2025-26		2025_MAD_916550_1
	2025_MAD_914795_1		2025_MAD_916550_2
207	WBMAD/DHUPGURI/11/2025-26		2025_MAD_916550_7
	2025_MAD_915070_1		2025_MAD_916550_8
	2025_MAD_915070_2		2025_MAD_916550_9
178	WBMAD/DHUPGURI/12/2025-26		2025_MAD_916550_10
	2025_MAD_915339_1	174	WBMAD/DHUPGURI/24/2025-26
	2025_MAD_915339_2		2025_MAD_916859_1
179	WBMAD/DHUPGURI/13/2025-26		2025_MAD_916859_2
	2025_MAD_915365_1		2025_MAD_916859_3
	2025_MAD_915365_2		2025_MAD_916859_4
188	WBMAD/DHUPGURI/14/2025-26		2025_MAD_916859_5
	2025_MAD_915420_1		2025_MAD_916859_6
	2025_MAD_915420_3		2025_MAD_916859_7
189	WBMAD/DHUPGURI/15/2025-26	167	WBMAD/DHUPGURI/25/2025-26
	2025_MAD_915481_1		2025_MAD_916945_1
	2025_MAD_915481_2		2025_MAD_916945_2
177	WBMAD/DHUPGURI/16/2025-26		2025_MAD_916945_3
	2025_MAD_915656_1		2025_MAD_916945_4
	2025_MAD_915656_2		2025_MAD_916945_5
	2025_MAD_915656_3		2025_MAD_916945_6
193	WBMAD/DHUPGURI/17/2025-26		2025_MAD_916945_7
	2025_MAD_916111_1		2025_MAD_916945_8
	2025_MAD_916111_2	172	WBMAD/DHUPGURI/26/2025-26
194	WBMAD/DHUPGURI/18/2025-26		2025_MAD_916996_1
	2025_MAD_916122_1		2025_MAD_916996_2
	2025_MAD_916122_2		2025_MAD_916996_3
	2025_MAD_916122_3		2025_MAD_916996_4
195	WBMAD/DHUPGURI/19/2025-26		2025_MAD_916996_5
	2025_MAD_916127_1		2025_MAD_916996_6
	2025_MAD_916127_2		2025_MAD_916996_7
			2025_MAD_916996_8

Sd/ -Chairperson.
BOA, Dhupguri Municipality

पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय
(नवोदय विद्यालय समिति की एक इकाई)
शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार
PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
(A Unit of Navodaya Vidyalaya Samiti)
Ministry of Education, Department of School Education & Literacy, Govt. of India
बारोबिशा, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल-736207 Barobisha, Alipurdua, West Bengal-736207
Email: jnvalipurduar@gmail.com UDISE: 19220707304

F.No.F.1-3/JNVA/2025-26/ **Dated: - 07.10.2025**

PM SHRI SCHOOL
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYABAROBISHA, ALIPURDUAR (W.B)
WALK-IN-INTERVIEW

PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar, West Bengal is going to appoint suitable candidate against the following post on contract basis against purely temporary vacancy for the session 2025-26, for which interview will be conducted in the Vidyalaya on 14.10.2025 at 10:30 am. Interested candidates can attend the Walk-In-Interview in the Vidyalaya with all original certificates of educational qualification and experience alongwith one set of Xerox copy of educational qualification & 02 sets of colour passport size photograph.

Sl.No.	Post	Eligibility Criteria	Remuneration	Duration
01.	PGT (Mathematics)	Integrated Post Graduate Course from NCTE recognized institution, in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed. component OR Master degree from a recognized institution with at least 50% marks in aggregate in the relevant subject concerned. AND B.E/d degree from NCTE recognized institution with at least 50% marks. OR Three year integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized institution with at least 50 % Marks. OR Four years integrated degree with at least 50% marks form NCTE recognized institution including B.Ed. component. **Desirable:-** 1. Experience as PGT in the recognized institution in concerned subject. 2. Experience of working in a residential school. 3. Knowledge of Computer application.	35,750/-PM	The contract will be for a period up to 31.03. 2026 or till the regular incumbent joins whichever is earlier

PRINCIPAL

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৫৫ অব ২০২৫, তারিখ: ২৯-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া ডিভিশনে:- চালখোয়া-ধামালগাঁও-মোরানহাট(এসএল)-টিএসআর(পি)-৪২,০০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ১১,৯২,৯৭,৪৫৯ টাকা; বায়নার ধন: ৭,৪৬,৫০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http//www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৫৬ অব ২০২৫, তারিখ: ২৯-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া ডিভিশনে:- ডিব্রুগড়-ধামালগাঁও-মোরানহাট-টিটিআর (টিডব্লিউএস + ডব্লিউসিএমএসসি)-১১ সেট এবং ডিব্রুগড় টাউন-তিনসুকিয়া টিটিআর (এফএসএনটিডব্লিউএস+ ডব্লিউসিএমএসসি)-৭৪ সেট। টেন্ডার মূল্য: ১২,২০,০০,৯৮৬ টাকা; বায়নার ধন: ৭,৬০,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ০৫-ডিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ০৪.১০.২০২৫। চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/ডিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং : ৫-ডিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের অধীনে কুমারহাট, গাজওয়ারা, গণপুধাম ও পাকুড়ওয়ারা রোড স্টেশনে হল্ট স্টেশনকে ক্রসিং স্টেশনে পরিবর্তনের জন্য আর্থওয়ার্ক ইন এমব্যাঙ্কমেন্ট, ব্ল্যাঙ্কেটিং, মাইনর ব্রীজের, ফুট ওভার ব্রীজের সম্প্রসারণ এবং পি.ওয়ে কাজের ব্যবস্থার জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৪৩,৫১,৬৬,৭৪০.৯৪ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ২৮.১০.২০২৫। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in (MLD-190/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৫-২৬। কাজের নামঃ নিউ চ্যাংরাবান্ধা-নিউ কোচবিহার (এসএল)-টিএসআর (পি) র সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের বণ্ডের ব্যবস্থা করা- আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ৩৬.০০০ টিকেএম। টেন্ডার রাশিঃ ১৯,১৬,৩২৬.০৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩৮,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জোন্ট ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড ডিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
'প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়'

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:
১) ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ডিবি২৫৫৬৬২, তারিখ ঃ ২৬-০৯-২০২৫; আইটেমের বর্ণনা ঃ প্রেরকের স্থানে কোচগুলিতে অ্যান্টি-থেফ্ট মেকানিজম সহ (স্থানের তালিকা এবং তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সংযুক্তিতে সংযুক্ত করা হয়েছে) ০৬ কেজি পোর্টেবল স্টোরেজ প্রেসার ডিসিপি টাইপ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সরবরাহ এবং ফিটমেন্ট, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য সহ অ্যান্টি-থেফ্ট মেকানিজম সম্পূর্ণভাবে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং এমডিটিএস-৪৫২৭০ 'রেভ-০৩' অনুসারে যেটি নথি হিসেবে সংযুক্ত। দ্রষ্টব্য: দরদাতাদের আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং এমডিটিএস ৪৫২৭০ রেভ-০৩ -এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে চাওয়া অফার ডকুমেন্ট সহ জমা দিতে হবে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ১৮ মাস]। পিএল কোড (গ্রুপ) ঃ ৮৩০১০৮৫০০১৩; মোট পরিমাণ ঃ ২০০০ টি। বায়না মূল্য ঃ ২,৪২,১৫০/- টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ২২-১০-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়।
বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in দেখুন।
ডেপুটি সিএমএম/ডি/ডিব্রুগড় টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমার জন্মের সার্টিফিকেটে মায়ের নাম লুৎফা বিবি থাকায় দিনহাটা JM (1st cl.) কোর্টে 26/09/25, 1189 নং অ্যাফিডেভিট বলে গালো বেওয়া হল। রমজান আলী, বড় ফলিমারী, দিনহাটা। (S/M)

আমি সাব্বির হোসেন মোল্লা, পিতা মাহাবুর মোল্লা, গ্রাম দাউদপুর, পোঃ আঙ্গিনা, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার আধার কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে নাম সঠিক আছে। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশীট, সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার বাবার নাম মাহাবুর রহমান মোল্লা লেখা রয়েছে। এই অবস্থায় গত 18.08.2025 বালুরঘাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, দক্ষিণ দিনাজপুরের অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা মাহাবুর মোল্লা ও মাহাবুর রহমান মোল্লা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগনিত হয়েছেন। (C/118482)

I, Sikha Das (good name), W/o Suvash Chandra Das, am a resident of Shyam Sree Maa Sarani Road, near St Joseph School, Nabagram Road, Nabagram, Ward No. 33 of S.M.C., P.O. Bhaktinagar, P.S. Bhaktinagar, Dist Jalpaiguri, Pin 734007. I am also known as Rama Das (nick name). I declare before the court of Ld. Executive Magistrate Public at Siliguri vide affidavit no. 13AB 036456 dated 10.11.2017 that Sikha Das (good name) & Rama Das (nick name) both are same & one identical person. (C/118483)

NOTICE
E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No. 20/DEV/PHD/APAS/JNGP/2025-26 dated 05.10.2025 Last date for Submission of Bids- 21/10/2025 at 03.00 P.M. And NIT No 21/DEV/PHD/APAS/JNGP/2025-26 NIT No- 22/DEV/PHD/APAS/PBGP/2025-26, Date- 06/10/2025. Last date for Submission of Bids- 24/10/2025 at 03-00 P.M. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
Sd/- Block Development Officer, Phansidewa Development Block

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৭৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসএসই/পি-ওয়ে/নর্থ লখিমপুর/ওয়েস্ট-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে ১৫.২ কিমি কাজের লেস মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ৩,৯১,৫৭,২৫৬.৯৯ টাকা; বায়নার ধন: ৩,৪৫,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য M/F লোক চাই, লোকেসান শিবমন্দির -শিলিগুড়ি-বিধাননগর। M- 9679368850. (M/M)

শিলিগুড়ি লোকালে ও রায়-গঞ্জের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রি + খাওয়ার ব্য-বস্থা)। M -8797633557, 9832489908 (C/118327)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Priyanka Biswas র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra(Biswas এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

আমার পুত্র Sangram Biswas র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra(Biswas) এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

ভুলবশতঃ রেশন কার্ডে আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে Jahanaf Khatun. গত 25.9.25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Kasim Ali নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য Kasim Ali ও Jahanaf Khatun একই ব্যক্তির নাম। -Kasim Ali.(S/N)

আমি রফিকুল ইসলাম। পিতা স্বর্গীয়, বিঃ মহম্মদ, গত 26.09.2025 শিলিগুড়ি নোটারি কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভিট করে রফিকুল রহমান এবং পিতা স্বর্গীয় বিসারত মহম্মদ হলাম। Licence No- WB 7319900241847. (C/118481)

আমার পুত্র Anal Kumar Biswas-র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra (Biswas) এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

ভোটার কার্ড নং WB/01/004/327083 আমার নাম ভুল ছাপায় গত 26.9.25, J.M, 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nani Gopal Bir এবং Gopal Chandra Bir এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Nani Gopal Bir উল্লেখিত ভোটার কার্ডে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই হলফনামা পেশ করলাম। বনচুকামারী, পোঃ খারিজা, কাকড়িবাড়ী, থানা- পুণ্ডিবাড়ী, জেলা- কোচবিহার। (C/118130)

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ১২.০০ গুরুদক্ষিণা, ২.৩০ তোমায় পাব বলে, বিকেল ৫.০০ শিমুল পারুল, রাত ১১.০০ শিবপুর

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ পরিবার, দুপুর ১২.৩০ মহাগুরু, বিকেল ৫.০০ বন্ধন, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ৯.৪৫ রণক্ষেত্র

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বন্দিনী কমলা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪৫ ক্র্যাক, দুপুর ২.২২ স্যামি-টু, বিকেল ৪.৫৮ হিন্দুস্তানি জানবাজ, সন্ধে ৭.৩০ মুম্বই কি কিরণ বেদি, রাত ১০.২২ ভূতমামা

জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.০৮ সঙ্গম, বিকেল ৪.০৭ অন্ধেরি রাত মেঁ দিয়া তেরে হাত মেঁ, সন্ধে ৭.০০ পেয়ার ঝুকতা নেহিঁ, রাত ৯.৫৯ চলতি কা নাম গাড়ি

এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৮ ট্রেসার্স, ২.৩৩ এজ অফ টুমরো, বিকেল ৫.৪১ স্ট্রিট ডান্স-টু, সন্ধে ৭.০৬ ওয়েডিং ক্র্যাশার্স, রাত ৯.০০ স্পেকচার, ১১.২৩ গিয়ালো

পেয়ার ঝুকতা নেহিঁ সন্ধে ৭.০০ জি ক্লাসিক

প্ল্যানেট আর্থ-থ্রি রাত ৮.২৯ সোনি বিবিসি আর্থ

মহাগুরু দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বৃষ : লটারিতে অর্থ নষ্ট। কোনও কারণে কাছের লোকের দ্বারা হেনস্তা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। মিথুন : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ থেকে সাবধান। ব্যবসায় অর্থলগ্নি না করাই ভালো। কর্কট : জীবিকার ক্ষেত্রে মানসিক চাপ বাড়বে। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির উসকানিতে সমস্যা হতে পারে। সিংহ : রাজনৈতিক নেতাদের সম্মান বাড়লেও খুব মেপে কথা বলুন। নিজের অধিকার লাভের জন্য সংসারে অশান্তি হবে। কন্যা : কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলুন। তুলা : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির প্ররোচনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও, সুখবর পাবেন। বৃশ্চিক : বেহিসেবি খরচে রাশ টানার চেষ্টা করুন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রায় বাধা কাটবে। ধনু : যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মকর : মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হবেন। অর্থভাগ্য ভালো। কুম্ভ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। পরিবারের সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। মীন : কোনও সম্পর্ক নিয়ে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। সম্পদ নিয়ে কেনাবেচায় লাভবান হতে পারেন। সর্দিজ্বরে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১ আহিন, সংবৎ ১/২ কার্তিক বদি, ১৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।১৬। বুধবার, প্রতিপদ দিবা ৭।২৬ পরে দ্বিতীয়া শেষরাত্রি ৫।১০। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ২।১০। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৮।৫১। কৈলবকরণ দিবা ৭।২৬ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৬।১৮ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৫।১০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ২।১০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৭।২৬ গতে শেষরাত্রি ৫।১০ মধ্যে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ৭।২৬ গতে উত্তরে, শেষরাত্রি ৫।১০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৪।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বীতিয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ত্র্যহস্পর্শ, স্নানদানে সহস্রগুণ ফল। ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৭।১৫ গতে ৭।৫৯ মধ্যে ও ৭।১৩ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৭ গতে ৬।৪৮ মধ্যে ও ৮।২১ গতে ৩।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩০ গতে ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ৩।২৬ মধ্যে।

আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন একটি চা বাগানে মুনলাইট প্লাকিং। মঙ্গলবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ভালো নেই, জানালেন খগেন

সামান্য আঘাত বলে বিতর্কে মমতা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : নাগরাকাটায় হামলায় জখম মালদা (উত্তর)-এর সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে মঙ্গলবার হাসপাতালে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই হাসপাতালে থাকলেও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে তিনি দেখতে যাননি। তবে, সাংসদের ছেলে হাসপাতালে থাকলেও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলেননি। মুখ্যমন্ত্রী সাংসদের কাছেই জানতে চান, 'কেমন আছেন।' মাথা নাড়িয়ে সাংসদ উত্তর দেন, 'ভালো নেই।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান ব্লাড সুগারের চিকিৎসা কোথায় করাচ্ছেন।' খগেন জবাব দেন, 'দিল্লি এইমসে।' মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, 'মালদায় এত বড় হাসপাতাল বানিয়ে দিয়েছি, সেখানে কেন চিকিৎসা করাচ্ছেন না?' ওই প্রশ্নের জবাব দেননি সাংসদ। এরপরই শুভকামনা জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, 'খুব সামান্য আঘাত লেগেছে। কানের পাশে হালকা লেগেছে। আসলে উনি ডায়াবিটিসের রোগী। তাই চিকিৎসকরা অবজার্ভেশনে রেখেছেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষ কোনও অসুস্থকে দেখতে এলে মনুষ্যত্বের খাতিরেও এসব কথা বলেন না। চিকিৎসকরা বলছেন আঘাত গুরুতর আর উনি বলছেন কিছু হয়নি।' সোমবার নাগরাকাটায় বন্যায় বিপর্যস্ত এলাকা দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হন খগেন এবং শংকর। পাথরের ঘায়ে চোখের নীচে চোট লাগে খগেনের। তাঁর চোখের নীচে হাড় ভেঙেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ছয় সপ্তাহ তাঁকে কথা না বলে থাকতে হবে। নয়তো অস্ত্রোপচার করতে হবে।

দলের সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি। বামনডাঙ্গার যে এলাকায় সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলা হয়েছে সেই এলাকা দলের নাগরাকাটা-১ মণ্ডলের অধীনে। সেখানকার মণ্ডল সভাপতিকে মামলা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিজেপির যুগ্ম অবজার্ভার তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে শিলিগুড়িতে পাঠিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সব হিসেব বুঝে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিজেপির দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলায় জড়িত। সরাসরি বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা এই ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথাকে সমর্থন করে এনআইএ কিংবা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি দিল্লি যাওয়ার জন্য ব্যাগ গুছিয়ে রাখুন। স্পিকার ডাকবেন আপনাদের।' শুভেন্দুর ধারণা, 'এই হামলার পেছনে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা জড়িত থাকতে পারে। ২০২৬-এ এই ঘটনার বদলা নেওয়া হবে। আমাদের সরকার আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ করা হবে।' এদিন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবও মাটিগাড়ার বেসরকারি হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, '২০২৬-এ মানুষ এর জবাব দেবে। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দিয়ে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠা করেছি। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আমরা বদল আনব।'

জল নামতেই বালির স্তর, ফসল নিয়ে চিন্তা

দরিবস-১ গ্রামে জলের স্রোতে ভেঙেছে চাষের জমি।

দিনহাটা, ৭ অক্টোবর : শনিবার রাত থেকে রবিবার পর্যন্ত টানা বৃষ্টির জেরে কোচবিহারের একাধিক নদীর জল বেড়েছে। প্লাবিত হয়েছে নদীতীরবর্তী একাধিক এলাকা। দিনহাটার গিতালদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিবস-১ ও জমাদারবসের মতো গ্রামগুলিও জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সোমবার থেকে গ্রামগুলিতে জল নামলেও বিঘা বিঘা ধানের জমিতে বালি দেখে মাথায় হাত কৃষকদের। পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হলেও স্বস্তি নেই রেজ্জাক হোসেনের, আবদুল হাকিম কাদের, জহরুল মিয়াঁদের।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আবুল কালাম আজাদের কথায়, '৫০০ বিঘারও বেশি ধানের জমিতে বালির আস্তরণ পড়ে রয়েছে। ধান গাছগুলি মরে যেতে বসেছে। আবার কোথাও বিঘার পর বিঘা জমি ফসল সহ নদীর জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে। দরিবসের কৃষকদের অবস্থা খুবই সংকটজনক।' কৃষকদের দাবি, বিষয়টি প্রধান ও বিডিওকে জানানো হলে সকলেই 'দেখছি', 'দেখব' বলছেন। এবিষয়ে দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও গঙ্গা ছেত্রীকে ফোন করা হলে কোনও সাড়া মেলেনি।

গিতালদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিবস-১ গ্রামটির চারিধার সিঙ্গিমারি নদী দিয়ে ঘেরা। প্রতিবছরই বেশি বৃষ্টি হলে নদীর জলে প্লাবিত হয় গোটা গ্রাম। তার সঙ্গে ডুবে যায় জমিজমা। স্থানীয় বাসিন্দাদের একমাত্র জীবিকা ওই কৃষিকাজ।

স্থানীয় কৃষক রেজ্জাক হোসেন বলেন, 'রবিবার যেভাবে গ্রামে জল ঢুকছিল তাতে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। সোমবার জল কমতেই দেখি আরেক দৃশ্য। বিস্তীর্ণ ধানের জমিতে ফসলের ওপর বালি জমে রয়েছে। আর ফসল না হলে সারাবছর কীভাবে চলবে জানি না!'

আরেক কৃষক জহরুল মিয়াঁ জানান, প্রতিবছরই অতিভারী বৃষ্টিতে চাষের জমি এভাবে নদীর জলে যাচ্ছে অথচ বাঁধ নির্মাণ করে স্থায়ী সমাধান করছে না প্রশাসন। তার ফল ভুগতে হচ্ছে তাঁদের।

> ৫০০ বিঘারও বেশি ধানের জমিতে বালির আস্তরণ পড়ে রয়েছে। ধান গাছগুলি মরে যেতে বসেছে। আবার কোথাও বিঘার পর বিঘা জমি ফসল সহ নদীর জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে। দরিবসের কৃষকদের অবস্থা খুবই সংকটজনক।
>
> **আবুল কালাম আজাদ**
> *সদস্য, গিতালদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত*

কৃষক কাদের আলি বলেন, 'ভৌগোলিক দিক থেকে এমনিতেই বিচ্ছিন্ন আমরা। জলের সঙ্গে প্রচুর বালি ধুয়ে এসে ফসলের ওপর জমেছে। বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে জানানো হয়েছে। তিনি উপরমহলে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন। এখন দেখা যাক প্রশাসন কতটা তৎপর হয়।'

ভাণ্ডানিপুজোয় উৎসবের আমেজ

মাথাভাঙ্গা, ৭ অক্টোবর : ভাণ্ডানি দেবীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উৎসবে রঙিন হয়ে ওঠে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোলকগঞ্জ চৌপথি। গোলকগঞ্জ আঈ ভাণ্ডানিপুজো ও উৎসব কমিটির উদ্যোগে এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজবংশী সমাজের ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি ও হারিয়ে যাওয়া জীবনযাপনের রীতি ফুটে ওঠে।

পুজো উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে ভিড় উপচে পড়েছিল। চারপাশ সাজিয়ে তোলা হয়েছিল স্থানীয় শিল্পীদের হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিস দিয়ে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বসা খাবারের দোকানে রাজবংশীদের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খাবার যেমন শামুকের হোরপা, শিদলের আওটা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। এসবের স্বাদ নিতে ওই দোকানগুলিতে দর্শনার্থীরা ভিড় জমিয়েছিলেন।

সন্ধ্যার পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। লোকগান ও লোকনৃত্যে মেতে ওঠে মঞ্চ। উৎসব কমিটির তরফ থেকে কামিনী বর্মন জানান, রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতি ও অনেক খাবার হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে তারা নতুন প্রজন্মকে তাদের শিকড়ের সঙ্গে পরিচয় করাতে চায়।

আতঙ্ক কাটেনি পূর্ব ভোগডাবরি ও কুর্শামারিতে

নিশিগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : আতঙ্ক এখনও ওঁদের চোখেমুখে স্পষ্ট। চোখের সামনে যেন ভয়াবহতার সেই ছবি বারবার ফিরে আসছে। রবিবার মানসাই নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে গ্রামবাসীরা তটস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যদিও সেদিন আতঙ্কের মধ্যেও নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ফাটল ধরা নদীবাঁধ রক্ষার কাজে হাত লাগিয়ে সাময়িকভাবে বিপদ কাটাতে একজোট হয়ে লড়াই করেছিলেন পূর্ব ভোগডাবরি ও কুর্শামারি গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরাই। গাছের ডাল, বাঁশ, দড়ি বেঁধে তৈরি করা হয় সাময়িক একটা প্রতিরোধ। মানসাই নদীর তীরে সেই ফাটল ধরা বাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার দুপুরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বললেন তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পরে গ্রামবাসীদের তৃণমূল নেতার কাছে দাবি, বন্যার পর বাঁধটি আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই এবার তা সংস্কার করতে উদ্যোগ গ্রহণ করুক সরকার।

গ্রামে ভয়ের রেশ যে এখনও কাটেনি তা পরিষ্কার হল গ্রামেরই এক তরুণ বিজয় বাড়ইয়ের কথা শুনে। সঙ্গে তাঁর গলায় স্পষ্ট ছিল ক্ষোভ। তিনি বললেন, 'প্রতিবারই কেবল আশ্বাস মেলে। কিন্তু এবার যে জলোচ্ছ্বাস দেখলাম তাতে বুঝলাম শীতলকুচি ব্লকের বাঁধ সংলগ্ন পূর্ব ভোগডাবরি, ২ নম্বর মাঘপালা ও কুর্শামারি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ ভয়ংকর বিপদের মুখে রয়েছেন।' অপর গ্রামবাসী অমর সন্ন্যাসী জানান, বাঁধে দীর্ঘদিন ধরে ফাটল ধরে রয়েছে। আবার যদি বড় বন্যা আসে, তাহলে এলাকাটিকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না।

এদিকে পরিদর্শনের পর এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম বললেন, 'রবিবার রাতে গ্রামবাসীরা যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন, তা এককথায় প্রশংসনীয়। মানসাই নদীর বাঁধটির বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। আমি দ্রুত বাঁধ সংস্কারের বিষয়টি জেলা প্রশাসন, সেচ দপ্তর ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের নজরে আনব।' ২০১৬ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থে ২৮০০ মিটারের পাথরের বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এক বছরের মধ্যেই তাতে ফাটল দেখা দেয়। এরপর নয় বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু সেই বাঁধের সংস্কারের কাজ আর করা হয়নি।

ভুটানে অতিবৃষ্টি হলে প্রতি বছর মানসাই নদী সংলগ্ন অসংরক্ষিত বিভিন্ন গ্রাম ভেসে যায়। তার মধ্যে গোদের ওপর বিষফোড়া বাঁধের ফাটল। অন্যদিকে বাঁধের ফাটল নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য বাঁধ তৈরির সময় নিম্নমানের কাজকেই দায়ী করেছে। তবে আতঙ্কের মধ্যেও রাজনীতির চাপানউতোরে না গিয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন একটাই, ফাটল ধরা বাঁধের সংস্কার কবে হবে?

মৃতের পরিবারকে চেক

গোপালপুর, ৭ অক্টোবর : রবিবার জলঢাকার জলে প্লাবিত হয়েছিল মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়শিমুলি এবং হাজরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দইভাঙ্গি ও বালাসি। জোড়শিমুলির এক শিশু ও এক বৃদ্ধ নিখোঁজ ছিলেন। সোমবার জল কমার পর ওই এলাকা থেকে দুজনের দেহ উদ্ধার হয়। মঙ্গলবার দুই মৃতের পরিবারের সদস্যদের হাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। রাতে কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য এবং কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের উপস্থিতিতে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়।

জলাধার তৈরি, তবুও 'নির্জলা' কয়েক হাজার

কবে মিলবে পানীয় জল?

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৭ অক্টোবর : নয়ারহাট সহ মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এখনও নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জলজীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পানিগ্রামের দুটি মৌজায় বড় মাপের দুটি জলাধার তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। জলাধার তৈরির কাজ শেষ। তবু পরিষেবা চালু হয়নি। এর ফলে স্থানীয় মানুষকে বাধ্য হয়েই এখনও নলকূপের আয়রনযুক্ত জল পান করতে হচ্ছে। বাড়ছে ক্ষোভ। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই বিষয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মাথাভাঙ্গা শাখার সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ঋষিন ঘোষ কিছুদিন আগে বলেছিলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।' এই বক্তব্যের পরও কেন পরিষেবা চালু করা হল না এই বিষয়ে জানতে চেয়ে মঙ্গলবার ঋষিনকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

ঘরে ঘরে নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারি তরফে অনেকদিন ধরেই তৎপরতা দেখানো হচ্ছে। এই লক্ষ্যে ব্লকের অনেক জায়গায় জলাধার, পাম্পহাউস তৈরি, পাইপ পাতার মতো কাজও করা হয়েছে। কিন্তু এখনও ব্লকের অনেক বুথে এই পরিষেবা চালু হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মজিরুল হোসেন বলেন, 'জলাধার তৈরির কাজ শেষ, কিন্তু এখনও পরিষেবা চালু হয়নি।' মহেশচন্দ্র বর্মন পানিগ্রামের একজন বাসিন্দা। তাঁর জমিতেই জলাধারটি তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'পরীক্ষামূলকভাবে জল সরবরাহ শুরু করা হলেও কোথাও কোথাও পাইপ ফুটো থাকায় পুরোদমে পরিষেবা চালু করা যাচ্ছে না।' পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবা না চালু হওয়ার অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি বর্মন বলেন, 'আশা করছি খুব দ্রুত পরিষেবা চালু হবে।' মাম্পির গলায় আশার ছোঁয়া থাকলেও সঞ্জয়কুমার বর্মনের গলায় কিন্তু ক্ষোভের আঁচ স্পষ্ট টের পাওয়া গেল। সঞ্জয় পুঁটিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। তিনি বলেন, 'আমার বুথের অনেক বাড়িতে এখনও জলের সংযোগ দেওয়াই হয়নি। সংযোগ দেওয়া বাড়িগুলিতেও পরিষেবা মিলছে না।'

শুধু নয়ারহাট বা পুঁটিমারি নয়, একই অবস্থা বৈরাগীরহাটের দুয়াইসুয়াইতেও। বঞ্চনার তালিকায় রয়েছে হাজরাহাট-১, হাজরাহাট-২, শিকারপুর, কেদারহাট, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নামও। স্থানীয় মানুষের এই দুর্ভোগ কবে শেষ হবে এই প্রশ্নের উত্তরে মাথাভাঙ্গা-১'এর বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হবে।'

অবস্থা যেমন

- জলাধার তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেলেও এখনও অনেক বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবা যায়নি
- অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জলের সংযোগটুকু দেওয়া হয়নি
- অনেক বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া সত্ত্বেও পরিষেবা চালু হয়নি

থমকে জলাধার তৈরির কাজ।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পাচারের পথে বিএসএফের হাতে আটক পাচারকারী, উদ্ধার গোরু।

তৎপরতা বেড়েছে গোরু পাচারকারীদের

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : এক রাতের বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘরবাড়িতে ঢুকে পড়েছে জল। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। একইভাবে জল বেড়েছে কালজানি নদীতে। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তুফানগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা কালজানি নদী লাগোয়া ঝাউকুঠি ও ঝলঝলি দিয়ে গোরু পাচারের তৎপরতা বাড়িয়েছে পাচারকারীরা। সোমবার রাতে এই দুই এলাকা হয়ে গোরু পাচারের চেষ্টা করা হয়। যদিও বিএসএফের তৎপরতায় দুই জায়গা থেকে আটক করা হয় দুজন পাচারকারীকে। উদ্ধার করা হয় ছ'টি গোরু। বাজেয়াপ্ত হয় নগদ টাকা। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর মঙ্গলবার সকালে ওই দুজনকে তুফানগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার জানান, মঙ্গলবার সকালে বিএসএফের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিনই ধৃতদের তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

তুফানগঞ্জের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝবরাবর কালজানি নদী প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীর পাশে নির্দিষ্ট স্থান বেছে গোরু পাচার করা হয় বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নদীতে জল বাড়লেই পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। শনিবার রাতে প্রবল বৃষ্টির পর পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। এলাকাবাসীর কথায়, তুফানগঞ্জ, বক্সিরহাট সহ একাধিক হাট থেকে গোরু এনে নদী সংলগ্ন ডেরায় রাখা থাকে। সন্ধ্যা হতেই বিএসএফের 'ঢিলেঢালা' নজরদারিকে কাজে লাগিয়ে গোরুগুলিকে নদীর ধারে আনা হয়। এরপর বাইকের টিউব ফুলিয়ে তার সঙ্গে গোরু বেঁধে দেওয়া হয়। নদীর স্রোত বুঝে গোরুগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়। গোরুগুলি বাংলাদেশ সীমান্তে চলে গেলেই ওপারের পাচারকারীরা নদী থেকে সেগুলি তুলে নেয়। যদিও সোমবার রাতে বিএসএফের তৎপরতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বিএসএফ সূত্রে খবর, সোমবার মধ্যরাতে ঝলঝলি বিওপি ক্যাম্পের অন্তর্গত দাসপাড়া থেকে কালজানি নদী দিয়ে গোরু পাচারের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল কয়েকজন। টহলরত অবস্থায় পাচারকারীদের গতিবিধি জওয়ানদের নজরে আসে। পাচারকারীদের পাকড়াও করতে গেলে বিএসএফের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে তারা। এরপরই চারটি গোরু সহ আমির শেখ নামে সাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত শালমারার বাসিন্দা এক পাচারকারীকে আটক করেন জওয়ানরা। তবে আমিরের সঙ্গে থাকা আরও চারজন পাচারকারী পালিয়ে যায়। ওই চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঠিক একইভাবে সোমবার রাতে বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ঝাউকুঠি এলাকা হয়ে গোরু পাচারের চেষ্টা চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিএসএফ জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে রিয়াজুল হক নামে এক পাচারকারীকে পাকড়াও করেন। তাঁর কাছ থেকে দুটি গোরু, কিছু ইয়াবা ট্যাবলেট এবং দশ হাজার পাঁচশো টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা নদীপথে নজরদারি আরও বাড়িয়েছি। জলস্ফীতি যতই হোক, পাচার রুখতে আমরা তৎপর।'

ছক বানচাল

- কালজানি নদীতে জল বাড়তেই সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় তৎপরতা বাড়িয়েছে পাচারকারীরা
- সোমবার রাতে ঝাউকুঠি ও ঝলঝলি এলাকা হয়ে গোরু পাচারের চেষ্টা করা হয়
- যদিও বিএসএফের তৎপরতায় দুই জায়গা থেকে আটক করা হয় দুজন পাচারকারীকে
- উদ্ধার করা হয় ছ'টি গোরু। বাজেয়াপ্ত হয় নগদ টাকা

আলোহীন ঘেঘিরঘাট সেতু, দুর্ঘটনার শঙ্কা

দেওয়ানহাট, ৭ অক্টোবর : কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়কে গারোপাড়ার কাছে ঘেঘিরঘাট সেতুতে আলো জ্বলে না। ফলে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ডুবে যায় এই সেতু। যার জেরে রাতে এখানে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে চলাচল করছেন নিত্যযাত্রীরা। অবিলম্বে সেতুতে পথবাতি বসানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বানিয়াদহ (মরা মানসাই) নদীর ওপর একটি লোহার সেতু ছিল। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের (ষষ্ঠ) অর্থানুকূল্যে বর্তমান সেতুটি তৈরি হয়। রোজ এই সেতু পেরিয়ে লক্ষাধিক মানুষ, অসংখ্য যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করে। যাওয়া যায় কোচবিহার সদর, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ মহকুমায়। অথচ এত গুরুত্বপূর্ণ সেতুটিতে নেই একটিও পথবাতি।

এই সেতুর সংযোগকারী রাস্তায় বড় বাঁক রয়েছে। যেখানে এর আগে একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। ২০২৩ সালে সেতু সংলগ্ন এলাকায় বাস এবং অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা যান এক পরিযায়ী শ্রমিক। তার আগে ২০১৯ সালে একইদিনে পরপর তিনটি দুর্ঘটনা ঘটে। তারপরও সেতু এবং সংযোগকারী রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

নিত্যযাত্রী তথা ভেটাগুড়ি এলাকার বাসিন্দা বিভাষ কার্জির কথায়, 'এই সেতু পেরিয়ে রাতবিরেতে চলাচল করি। কিন্তু সেতুতে আলো নেই। খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়।' আগে একটি পথবাতি ছিল বটে সেতু সংযোগকারী রাস্তায়। কয়েকবছর ধরে সেই পথবাতিটিও বিকল হয়ে রয়েছে।

সামনেই শীতের মরশুম। তখন ঘন কুয়াশায় সমস্যা আরও বাড়বে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জিত দে বলেন, 'প্রশাসনিক উদ্যোগে চারদিকে অনেক কাজ হচ্ছে। অথচ এই সেতুতে আলোর দাবি বরাবর উপেক্ষিত। প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করুক। তাতে সকলেই নিরাপদে চলাচল করতে পারবেন।' বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় দেওয়ানহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাকলি রায় বর্মনকে। তিনি বললেন, 'বিভিন্ন জায়গায় সৌরবাতিস্তম্ভ লাগানো হয়েছে। এই সেতুতে সেরকম বাতিস্তম্ভ লাগালে ভীষণ ভালো হবে। সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

বাঁশঝাড়ে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শীতলকুচি, ৭ অক্টোবর : বাঁশঝাড় থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মঙ্গলবার শীতলকুচি ব্লকের পশ্চিম শীতলকুচি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম অমল সাহা (৪৫)। এদিন সকালে স্থানীয় এক ব্যক্তি বাঁশঝাড়ে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় থানায়। পরে শীতলকুচি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠায়।

পরিবারের অভিযোগ, অমলকে খুন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মৃতের স্ত্রী সান্ত্বনা সাহা বললেন, 'সন্ধ্যায় ফুলবাড়ি চৌপথিতে গিয়েছিলেন উনি। রাতভর আর বাড়ি ফেরেননি। সকালে শুনলাম বাঁশঝাড়ে ওঁর দেহ ঝুলছে। কেউ ওঁকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে।' ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানিয়েছেন, দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

সপ্তাহে মাত্র দু'দিন মেলে চিকিৎসা

রাজেশ দাস

গোপালপুর, ৭ অক্টোবর : রোগী রয়েছে তবে চিকিৎসকের অভাব। তাই মাথাভাঙ্গা-১ এর গোপালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (বিপিএসসি) কার্যত ধুঁকছে। ২০২১ সালে এই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু হলেও সেখানে কোনও স্থায়ী চিকিৎসক মেলেনি বলে অভিযোগ। সপ্তাহে দু'দিন দুজন চিকিৎসক থাকলেও বাকি দিনগুলোতে চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে রোগীরা ফিরে যেতে বাধ্য হন। ওই দু'দিনই কেবল একবেলা করে আউটডোর পরিষেবা চালু থাকে। তবে ইন্ডোর পরিষেবা এখনও চালু হয়নি। আর এইসব নিয়েই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, দিনের পর দিন এমন অবস্থা চলতে থাকায় তাঁরা চিকিৎসকের অভাবে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য একাধিকবার আবেদন জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। যদিও এবিষয়ে সিএমওএইচ হিমাদ্রিকুমার আড়ি বলেন, 'চিকিৎসকের অভাবের জন্যই এমন সমস্যা হচ্ছে। তবে তা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করছি অতি দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

জরুরি চিকিৎসার জন্য গ্রামবাসীদের প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ছুটতে হয় বলে দাবি। এদিকে, আবার এলাকাবাসীর একাংশ জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারপাশে কোনও সীমানা প্রাচীর না থাকায় সেখানকার মাঠে সন্ধ্যার পর দুষ্কৃতীরা নেশার আসর বসায়। এক গ্রামবাসী ধনেশ বর্মন বলেন, 'সপ্তাহে দু'দিন আউটডোর পরিষেবা খোলা থাকে। তবে দীর্ঘদিন কেটে গেলেও এখনও ইন্ডোর পরিষেবা চালু হয়নি। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তা-ও পরিষেবা মেলে। কিন্তু বিকেলের পর কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়।' আরেক গ্রামবাসী সুমন্ত বর্মন জানান, ওই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ কেদারহাট, নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ নির্ভর করেন। তাই সপ্তাহে সাতদিন ও ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা চালু করার পাশাপাশি ইন্ডোর পরিষেবাও চালু করার দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

চিকিৎসকের অভাবে ধুঁকছে গোপালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

এদিকে, এনিয়ে কোচবিহার জেলা বিজেপির কিষান মোর্চার সম্পাদক রঞ্জন বর্মন শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তিনি বললেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরেই স্থায়ী চিকিৎসকের দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু বর্তমান সরকারের তা নিয়ে কোনও হেলদোল নেই।' তবে দ্রুত চিকিৎসক নিয়োগ করা না হলে আগামীদিনে এনিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

বুনো শুয়োরের হানায় মৃত্যু

তোর্ষার জলে ভেসে লোকালয়ে ঢুকছে গন্ডার-হরিণ

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৭ অক্টোবর : গোরুর ঘাস কাটতে গিয়ে বন্য শুয়োরের হামলায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার ঘোকসাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের খোপাডুলির তেঁতুলেরছড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম ধীরেন বর্মন (৪৯)। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গার বড় শিমুলগুড়ির বাসিন্দা ধীরেন। এদিন বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তেঁতুলেরছড়া এলাকায় ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন তিনি। জমির আলে বসে ঘাস কাটছিলেন তিনি। সেইসময় আচমকা একটি বন্য শুয়োর এসে পেছন থেকে তাঁকে আক্রমণ করে। পাশেই কাজ করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা দুধেশ্বর বর্মন। বিষয়টি লক্ষ করে তিনি এগিয়ে আসেন। তিনি দৌড়ে এলে বুনোটি পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের সহায়তায় দ্রুত ধীরেনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতের স্ত্রী।

স্থানীয় বাসিন্দা রেবতী বর্মনের কথায়, 'কয়েকদিন আগে হাতি লোকালয়ে এসে ঘরবাড়ি ও কলাখেত নষ্ট করেছে। এদিন বন্য শুয়োরের আক্রমণে মৃত্যু হল একজনের। আমরা চিন্তায় রয়েছি।' অপর বাসিন্দা কমল বর্মনের কথায়, 'লোকালয়ের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে তোর্ষা। আর তোর্ষা নদী পেরিয়ে মাঝেমধ্যেই লোকালয়ে চলে আসছে বন্যপ্রাণী। অথচ বন দপ্তরের তেমন নজরদারি নেই। ফলে আতঙ্ক নিয়েই বাস করি আমরা। এদিনের পর উদ্বেগ আরও বেড়েছে।' এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ধীরেন বর্মনের বাড়িতে আসেন মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদার, ওসি, বনকর্তা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন সহ তৃণমূল নেতারা। সাবলুর কথায়, 'আমরা ওই পরিবারের পাশে আছি। সরকারি সাহায্যের জন্য চেষ্টা করছি।'

মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাস বলেছেন, 'মৃত ব্যক্তির পরিবার নিয়ম মেনে আবেদন করলে সরকারিভাবে সাহায্য করা হবে।' এদিকে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ধীরেনের ছেলে ভিনরাজ্য কর্মরত। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।

অন্যদিকে, তোর্ষা নদীতে গত কয়েকদিনে ব্যাপক জলস্ফীতি লক্ষ করা গিয়েছে। নদীর জলে ভেসে বহু বন্যপ্রাণী লোকালয়ে চলে এসেছে। মঙ্গলবার খোপাডুলিতে তোর্ষার চর থেকে একটি সম্বর প্রজাতির পূর্ণবয়স্ক হরিণ উদ্ধার করে বন দপ্তর। আবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ভেলাকোপায় একটি কচ্ছপ উদ্ধার হয়েছে। নানা প্রাণীর লোকালয়ে আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ ও বন দপ্তরের তরফে মাইকিং করে বাসিন্দাদের সচেতন করা হচ্ছে। তারই মধ্যে এদিন বুনোর হামলায় একজনের মৃত্যু হল। কোথাও বন্যপ্রাণী দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ, প্রশাসন বা বন দপ্তরে খবর দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাসের কথায়, 'আমরা নিয়মিত টহল ও সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছি।'

যা ঘটেছে

- ঘোকসাডাঙ্গার বড় শিমুলগুড়ির বাসিন্দা ধীরেন
- এদিন বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তেঁতুলেরছড়ায় ঘাস কাটছিলেন তিনি
- সেই সময় আচমকা একটি বন্য শুয়োর এসে পেছন থেকে তাঁকে আক্রমণ করে
- দ্রুত ধীরেনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়
- সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন

গন্ডার ধরতে দাঁতালের সাহায্যে অভিযান। প্রেমেরডাঙ্গায়। - সংবাদচিত্র

কুনকির সাহায্যেও অধরা গন্ডার

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ৭ অক্টোবর : টানা দু'দিনের চেষ্টাতেও গন্ডার উদ্ধার বা বন্যপ্রাণীটিকে বনাঞ্চলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারল না বন দপ্তর। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে গন্ডারটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মঙ্গলবার দুটি কুনকি হাতির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। বুধবার নতুন করে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গার শালমারা তোর্ষা চরে গন্ডার উদ্ধারে অভিযান চলবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'হাতি দিয়ে গন্ডার সরানোর চেষ্টা চলছে। সন্ধ্যা নামায় উদ্ধার করা যায়নি। তবে গন্ডারের গতিবিধির উপর নজর রাখছেন বনকর্মীরা। গন্ডারটিকে জলদাপাড়ায় ফিরিয়ে দিতে ফের অভিযান চালানো হবে।' প্রবল বর্ষণের জেরে একাধিক বন্যপ্রাণীর নদীতে ভেসে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শালমারা তোর্ষা চরে দেখতে পাওয়া গন্ডারটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার বলে বনকর্মীরা নিশ্চিত।

তোর্ষার জল নামতেই সোমবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গার শালমারা তোর্ষা চরে একটি গন্ডার দেখতে পান স্থানীয়রা। যা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাটি জানতে পেরে এলাকায় পৌঁছায় বনকর্মীদের পাশাপাশি পুলিশ। শুরু হয় গন্ডারকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ। কিন্তু কিছুতেই বাগে আনা যায়নি গন্ডারটিকে। মঙ্গলবার কুনকি হাতির সাহায্য নেওয়া হলেও, তা কাজে দেয়নি। এদিন তোর্ষা চর ধলোগুড়িতে কলাখেতের মধ্যে কুনকি দিয়ে অভিযান চালানো হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ডিএফও

> হাতি দিয়ে গন্ডার সরানোর চেষ্টা চলছে। সন্ধ্যা নামায় উদ্ধার করা যায়নি। তবে গন্ডারের গতিবিধির উপর নজর রাখছেন বনকর্মীরা। গন্ডারটিকে জলদাপাড়ায় ফিরিয়ে দিতে ফের অভিযান চালানো হবে।
>
> **বিজনকুমার নাথ**
> *এডিএফও, কোচবিহার*

অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়, এডিএফও বিজনকুমার নাথ, মাথাভাঙ্গা ও পুণ্ডিবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীদের পাশাপাশি ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। হাতি ও গন্ডার দেখতে উৎসুক জনতা ভিড় জমায় সকাল থেকেই। কিন্তু হাতি দর্শন হলেও গন্ডারকে আর এদিন দেখতে পাননি তাঁরা। নিরাশ হতে হয়েছে বনকর্তা ও কর্মীদেরও। বুধবার ফের অভিযান চালাবে বন দপ্তর। যে কারণে এদিন রাতে ধলোগুড়ি জুনিয়ার বিদ্যালয় মাঠে কুনকি দুটিকে রেখে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাক-মালিক সংগঠনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

চ্যাংরাবান্ধা, ৭ অক্টোবর : চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কয়েক মাস যাবৎ বিবাদ চলছে। সংগঠনের বর্তমান পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি করে ক্ষমতা দখল এবং তছরুপের অভিযোগ তুলেছেন ট্রাক মালিকদের একাংশ। ইতিমধ্যে ১০ অক্টোবর সাধারণ সভার ডাক দিয়েছেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে সভার প্রচারে মাইকিং করার সময় অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সম্পাদক আবদুল সামাদ বাধা দেন। আর তাতেই ঝামেলার সূত্রপাত।

বিক্ষুব্ধ ট্রাক মালিকদের অভিযোগ, বর্তমান সম্পাদক আবদুল তাঁদের প্রচার আটকে রেখে জনৈক ট্রাকচালককে মারধর করেন। এই নিয়ে তাঁরা মেখলিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সোমবার রাতে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, আবদুলকে সোমবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডাকে মেখলিগঞ্জ পুলিশ।

এ বিষয়ে বিক্ষুব্ধ ট্রাক মালিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ইয়াজুল হক বলেন, 'অবৈধভাবে ক্ষমতায় রয়েছেন আবদুল। সোমবার রাতে ট্রাকচালক আইফুল হককে প্রচণ্ড মারধর করেন আবদুল। এমনকি তাঁর কিছু গয়নাগাটি এবং নগদ অর্থ ছিনতাই করেন। কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচেন আইফুল। আগামী ১০ তারিখে আমরা সাধারণ সভার মাধ্যমে একটি সংবিধান তৈরি করব ট্রাক মালিকদের জন্য। এর পাশাপাশি একটি নির্বাচন কমিটি তৈরি হবে।'

আক্রান্ত ট্রাকচালক আইফুলের মন্তব্য, 'মাইক নিয়ে প্রচার করার সময় যেভাবে আমার ওপর আক্রমণ হয়েছে, আমি আতঙ্কে রয়েছি। থানায় অভিযোগ করেছি।'

এ বিষয়ে আবদুল বলেন, 'বিষয়টি সম্পূর্ণ সাজানো এবং মিথ্যে। সাধারণ সভার প্রচারের নাম করে ব্যক্তিগত কুৎসা রটানোর চেষ্টা হচ্ছিল। আমার এবং আমার কিছু পরিচিতর নামে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে মেখলিগঞ্জ থানায়। রাতে আমাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে ডেকেছিল। আমি ওঁদের সমস্তটা জানিয়ে সহযোগিতা করেছি।'

মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'দুই পক্ষের ঝামেলা নিয়ে এক পক্ষের তরফে সোমবার অভিযোগ করা হয়। বিষয়টি জামিনযোগ্য। তাই বর্তমান সম্পাদককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল থানায়। পরে ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

বাসিন্দাদের দাবিতে একমত পঞ্চায়েত প্রধান

সেতু ভাঙার শঙ্কায় অবরোধ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৭ অক্টোবর : সিঙ্গিমারি নদীর সেতুর পিলারের নীচে জমেছে প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা। ফলে যে কোনও সময় সেই সেতু ভেঙে বন্ধ হয়ে যেতে পারে যাতায়াত। তাই কচুরিপানা পরিষ্কারের দাবিতে মঙ্গলবার দিনহাটা-১ ব্লকের ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাওরাই এলাকার বাসিন্দারা কড়িরঘাট এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হন। বাসিন্দাদের আশঙ্কাকে মেনে নিয়েছেন ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ধর্মনারায়ণ রায়। তিনি বলেন, 'দু'দিন আগে বন্যার জলের সঙ্গে প্রচুর কচুরিপানা এসে সেতুর নীচে জমেছে। তার জন্য সেতুর ক্ষতি হতেই পারে। আমি ইতিমধ্যে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে বলে দিয়েছি। শীঘ্রই কচুরিপানা পরিষ্কারের কাজ শুরু করা হবে।'

কাওরাইতে পুলিশ কথা বলছে অবরোধকারীদের সঙ্গে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, গত কয়েকদিনে বৃষ্টির কারণে জলের স্রোতে প্রচুর কচুরিপানা কড়িরঘাট সেতুর নীচে এসে জমেছে। ফলে সেতুর নীচ দিয়ে জলের স্বাভাবিক চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। চাপ বাড়ছে সেতুর পিলারে। যে কোনও মুহূর্তে সেতু ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, জমে থাকা জলের কারণে আশপাশের কৃষিজমিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে ফসল।

স্থানীয় বাসিন্দা বজলে হক পাটোয়ারি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো হলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর আগে আমরা স্থানীয়রাই পানা পরিষ্কার করেছিলাম। কিন্তু তার পারিশ্রমিক চাইলে প্রধান কোনও ব্যবস্থা করেননি। তাই এবার আমরা চাই গ্রাম পঞ্চায়েতই পরিষ্কার করুক। সেই দাবিতেই আজকের পথ অবরোধ।'

অবরোধের খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের আশ্বাসে প্রায় তিন ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

জল কমলেও আতঙ্ক কাটেনি এখনও

কোচবিহার ব্যুরো

৭ অক্টোবর : নদীর জল কমার পর এবার ক্ষতির হিসেবনিকেশ করছেন দুর্গতরা। বহু জায়গায় ত্রাণ নিয়ে হাজির হচ্ছে সরকারি, বেসরকারি সংস্থাগুলি। প্রশাসনের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরাও ত্রাণ নিয়ে পৌঁছেছেন। তবে নদীর জল কমলেও আতঙ্ক এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের আসামটারি এলাকার ৩৩০/৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বন্যার জল ঢুকে শিশুখাদ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কেন্দ্রের সহায়িকা পূর্ণিমা শর্মা জানান, শিশুদের জন্য মজুত চাল, ডাল ও শুকনো খাবার সব নষ্ট হয়েছে। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সুপারভাইজার প্রিয়া লামা। জলঢাকার জলে ক্ষতির মুখে পড়েছিল মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়শিমুলি এলাকার কয়েকশো পরিবার। সেখানে বন্যায় মৃত মৃন্ময় বর্মন ও দয়ারাম বর্মনের বাড়িতে যান তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। ওই পরিবারের পাশাপাশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। দিনহাটা-২ ব্লক প্রশাসনের তরফে এদিন কিশামত দশগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টিয়াদহে ৫০টি পরিবারের হাতে ত্রিপল তুলে দেওয়া হয়। সংকোশ নদীর জলে পূর্ব ফলিমারি তছনছ হয়ে যায়। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হলেও এলাকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। এদিন প্রশাসনের উদ্যোগে পূর্ব ফলিমারিতে স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। পাশাপাশি শিবির করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের শস্যবিমায় আবেদন গ্রহণ ও খিচুড়ি বিলি করা হয়েছে।

হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলিগঞ্জে তিস্তা নদী সংলগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বলকর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মাথাভাঙ্গা) সন্দীপ গড়াই সহ আধিকারিকরা। সন্ধ্যায় পৌঁছান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। তাঁরা পারমেখলিগঞ্জের নালটিয়াপাড়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের শাড়ি, ধুতি সহ শুকনো খাবার দেন। কুচলিবাড়িতেও যান তাঁরা। মেখলিগঞ্জের কর্মসূচিতে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা ছিলেন। কুচলিবাড়ির সতীরঘাটের রামনিধি হাইস্কুলে আশ্রয় নেওয়া বানভাসিদের সঙ্গে কথা বলেন ও ত্রাণ বিতরণ করেন তাঁরা।

রাস্তায় পার্কিং জোন, দুর্ভোগ

সিতাই, ৭ অক্টোবর : সিতাই চৌপথি শহরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততম এলাকা। কিন্তু বর্তমানে এই চৌপথির দত্তপাড়া রোড পরিণত হয়েছে দু'চাকা যানের পার্কিং জোনে। ফুটপাথ ও সড়কের একাংশ জুড়ে সারিসারি মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে রাখার কারণে পথচারীরা প্রতিনিয়ত চরম দুর্ভোগের শিকার।

বাসিন্দা তাপস বর্মনের অভিযোগ, 'চৌপথির দত্তপাড়া রোডে মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এর ফলে চলাচলের রাস্তা সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই কারণে ওই এলাকায় যানজট লেগেই থাকে।' সিতাই থানার পুলিশের নিয়মিত দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও ট্রাফিক পুলিশের কার্যত কোনও তৎপরতা চোখে পড়ে না বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ব্যবসায়ী বাপ্পা দত্তের দোকানের সামনে মোটর সাইকেল রাখার জন্য তিনিও ক্ষুব্ধ। তাঁর দাবি, 'সড়কে অযথা পার্কিংয়ের কারণে দোকানে ক্রেতাদের আসা-যাওয়া ব্যাহত হচ্ছে।' এ ব্যাপারে সিতাই থানার ট্রাফিক পুলিশের ওসি শ্যামল রায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

সংস্কার দাবি

সাহেবগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : রাস্তার দু'পাশে কংক্রিটের সুরক্ষা স্তম্ভ উপড়ে গিয়েছে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। বড় শাকদল পঞ্চায়েতের ঘাটপাড় থেকে কিশামত দশগ্রাম যাওয়ার রাস্তায় দু'পাশে থাকা কংক্রিটের সুরক্ষা স্তম্ভগুলির এমনই অবস্থা। বাসিন্দারা দ্রুত স্তম্ভগুলি মেরামত করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। ওই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিভাস অধিকারী বলেন, 'পূর্ত দপ্তরের সড়ক বিভাগ এই সুরক্ষা স্তম্ভগুলি বসিয়েছিল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করা হবে।'

উদ্ধার

সাহেবগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : চুরি যাওয়া মোটর সাইকেল উদ্ধার করল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সাহেবগঞ্জ থানা সূত্রে খবর, গত ৩ তারিখ সাহেবগঞ্জ থানায় একটি মোটর সাইকেল চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত নেমে নিতাই রায় নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে।

হামলার প্রতিবাদে আন্দোলনে বিজেপি

কোচবিহার ব্যুরো

৭ অক্টোবর : বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে বিজেপির প্রতিনিধিরা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। নাগরাকাটায় সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষ আক্রান্ত হয়েছেন। ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে কোচবিহারের বলরামপুরে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক আক্রান্ত হন। বর্তমানে তিনি তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় গেরুয়া শিবির আন্দোলনে নেমেছে। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'তৃণমূলি হামলার প্রতিবাদে জেলাজুড়ে আমাদের আন্দোলন চলছে।'

মঙ্গলবার কোচবিহার শহরের মড়াপোড়া চৌপথিতে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে অবরোধ করা হয়। সেখানে অভিজিতের পাশাপাশি বিধায়ক মালতী রাভা, নিখিলরঞ্জন দে ও সুকুমার রায় সহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় পুণ্ডিবাড়ি-সোনাপুর রাজ্য সড়কের পুণ্ডিবাড়ি বাজারে সড়ক অবরোধ করা হয়। মাথাভাঙ্গা শহরে মিছিল ও কলেজ মোড়ে ১০ মিনিটের প্রতীকী অবস্থান বিক্ষোভ চলে। ঘোকসাডাঙ্গায় বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মনের নেতৃত্বে পদ্ম শিবির প্রতিবাদ মিছিল করেছে। মিছিলে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি করা হয়।

কোচবিহারের মড়াপোড়া মোড়ে পথ অবরোধ বিজেপির। - জয়দেব দাস

এদিন দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পথ অবরোধ করা হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে অবরোধ চলায় যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কের কাশিয়াবাড়ি বাজার এলাকায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা পথ অবরোধে শামিল হন। হলদিবাড়ি-মেখলিগঞ্জ রাজ্য সড়কের আঙ্গুলদেখা মোড়ে অবরোধ হয়। বিজেপির টাউন মণ্ডল কমিটির নেতা-কর্মীরা হলদিবাড়ি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি মেখলিগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। থানার সামনেও অবস্থান বিক্ষোভ চলে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
সূর্য ডোবার পালা।। কোচবিহারের হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ রায়।

দুর্ঘটনায় জখম

তুফানগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজ্য সড়কের উপর যাত্রীবোঝাই টোটো উলটে গুরুতর জখম হলেন দুই ব্যক্তি। ঘটনাটি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি বেলতলা এলাকার ঘটনা। জখমদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে প্রত্যেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স না থাকায় ভোগান্তি

বাবাই দাস ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : হাসপাতাল রয়েছে, অথচ নেই সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স। ফলে বিপদে পড়লে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীদের নিয়ে যেতে হয়। এভাবেই তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে আসা হচ্ছে। একই ছবি মহকুমার অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও। স্বাভাবিকভাবে রোগী নিয়ে যেতে খরচও বেশি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স চালুর পক্ষে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ। এ ব্যাপারে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি জানিয়েছেন, শুধু তুফানগঞ্জ নয়, কোচবিহার মেডিকেল কলেজ সহ জেলার অন্যান্য মহকুমা হাসপাতালেও এই ব্যবস্থা নেই। তবে হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত নিশ্চয়যান ও মাতৃযান রয়েছে। আর সেগুলিই পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে।

তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে খবর, মহকুমায় কমবেশি ৪০টির মতো বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। তুফানগঞ্জ থেকে কোচবিহারে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে এক হাজার টাকা। একই রোগীকে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার সময় ১২০০ থেকে ১৩০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। মৃতদেহ বহনের ক্ষেত্রে খরচ হচ্ছে আরও বেশি। সব মিলিয়ে ভোগান্তির অন্ত থাকছে না রোগীর স্বজনদের। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকলে এই ভোগান্তি মিটত বলে মনে করছেন তাঁরা।

মঙ্গলবার এমনই এক পরিস্থিতির শিকার হন অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক রোগীর কাকিমা সীমা বর্মন। তাঁর কথায়, সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স না থাকায় অনেক বেশি টাকা দিয়েই বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া নিতে হল। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা আরেক রোগীর আত্মীয় সঞ্জয় বসাকের আক্ষেপ, প্রসূতি ও এক বছর বয়সি শিশুদের বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া হলেও অধিকাংশ রোগী এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।

তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স।

একই ছবি ধরা পড়েছে বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। আশপাশের প্রায় এক লক্ষ বাসিন্দা এই হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল। চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র ৪ জন। ফলে রোগী সামলাতে হিমসিম খেতে হয় তাঁদের। বাড়াবাড়ি হলে রোগী 'রেফার' করতে বাধ্য হন। বক্সিরহাটের বাসিন্দা দীপক দাস বলেন, 'গত সপ্তাহে দুর্ঘটনায় জখম বন্ধুকে ওই হাসপাতাল থেকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেড় হাজার টাকা ভাড়া গুনতে হয়েছে। সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স থাকলে এই ভোগান্তি হত না।'

তুফানগঞ্জ বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স ইউনিয়নের সভাপতি অপু ভাদুড়ির কথায়, তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল থেকে কোচবিহার যাওয়ার ভাড়া এক হাজার টাকা নির্ধারিত রয়েছে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে সেটা বেড়ে ১২০০ থেকে ১৩০০ টাকা। ডাক্তার দেখানো হলে সেক্ষেত্রে কিছুটা বেশি। মৃতদেহ কিংবা ময়নাতদন্তের ক্ষেত্রে আরেকটু বেশি ভাড়া লাগছে। ন্যায্য ভাড়ার বাইরে কোনও চালক ভাড়া নিয়ে থাকলে পদক্ষেপ করা হবে।

আজও লক্ষ্মীমেলা জমে যাত্রাপালায়

অমৃতা দে

সিতাই, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে মেলার একটি বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। আর তেমনি একটি মেলা হল কোচবিহারের সিতাই ব্লকের জাটিগাড়া এলাকার প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন কেন্দাল ধোনির লক্ষ্মীর মেলা। একদিনের এই মেলাকে ঘিরে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রায় দুই শতাব্দী আগে কেন্দাল ধোনি নামে এক ব্যক্তি স্বপ্নে লক্ষ্মী দেবীর দর্শন পান। দেবী তাঁকে নির্দেশ দেন পুজো ও মেলার আয়োজন করতে। সেই থেকেই শুরু হয় এই ঐতিহ্যবাহী পুজো ও মেলা।

লক্ষ্মীপুজোর দিন কেন্দালের বংশধররা বংশপরম্পরায় নিয়মনিষ্ঠা সহকারে লক্ষ্মী দেবীর পুজো করেন। বিভিন্ন ধরনের নাড়ু, পায়েস ও নানা ভোগ নিবেদন করা হয় দেবীর উদ্দেশ্যে। কেন্দালের বংশধর গুণধর রায় বললেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এই পুজো ও মেলা। আমরা শুধু সেই ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছি।'

লক্ষ্মীপুজোর পরের দিনই অনুষ্ঠিত হয় এই ঐতিহ্যবাহী মেলা। সকাল থেকেই আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম যেমন জাটিগাড়া, বারবাংলা, ঢেকিয়াজান সহ দূরদূরান্তের মানুষ এসে ভিড় জমান এই ঐতিহ্যের সাক্ষী হতে। মেলায় প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০টি দোকান বসে।

রাতে মেলা জমে যাত্রাপালায়। স্থানীয় ও বাইরের যাত্রাদল এই মঞ্চে অভিনয় করে। মেলা পরিচালন কমিটির সদস্য হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কথায়, 'জাটিগাড়া, বারবাংলা ও ঢেকিয়াজান গ্রামের মানুষ মিলে এখন মেলার দায়িত্ব পালন করি। তবে

কেন্দাল ধোনির পরিবারই মেলার মূল দায়ভার বহন করে। গ্রামের সকলের অংশগ্রহণেই এই মেলা সফল হয়।' স্থানীয় ব্যবসায়ী বাপি সাহা বলছেন, 'এই একদিনের মেলায় বছরের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।'

এদিন মেলা দেখতে এসেছিলেন স্থানীয় প্রিয়াংকা দত্ত। ছোটবেলা থেকেই এই মেলায় আসেন তিনি। এখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছেন। অশোক রায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল সরকারি তহবিল ছাড়াই গ্রামবাসীদের উদ্যোগেই মেলার সমস্ত আয়োজন করা হয়।

মেট্রো বিভ্রাট

ফের বিভ্রাট মেট্রোয়। দক্ষিণেশ্বর থেকে নোয়াপাড়ার মাঝে মঙ্গলবার সকালে থমকে যায় পরিষেবা। এক ঘণ্টার পর স্বাভাবিক হয়। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকেও পরিষেবায় সমস্যা হয়েছে।

খুদের নালিশ

ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় মায়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে কান্দি থানার পুলিশের কাছে নালিশ জানাল ৯ বছরের মেয়ে। শেষপর্যন্ত তার অভিমান ভাঙিয়ে বাড়ি ফেরায় পুলিশ।

নিয়োগ শুরু

আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ার ফর্ম ফিলআপ। ১৩৪২১টি শূন্যপদ রয়েছে। আগেই জারি হয়েছিল বিজ্ঞপ্তি। শিক্ষাগত যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদ মিছিল

দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের ওপর হামলার প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কলকাতার কাশীপুর থানার হাতে গ্রেপ্তার ১৪ বিজেপি কর্মী। গড়িয়াহাটে বিক্ষোভ দেখাল দক্ষিণ কলকাতা বিজেপি।

বিদায়... *মঙ্গলবার কলকাতায় লক্ষ্মী প্রতিমা বিসর্জনের ছবিটি তুলেছেন রাজীব মণ্ডল।*

এনআইএ তদন্তের দাবি

৩৫৬'র দিকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূলই, বলছে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : নাগরাকাটার পর কুমারগ্রাম। সোমবার নাগরাকাটায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে গুরুতর জখম হন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু। হেনস্তা করা হয় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাওয়ের ওপর হামলা হল একই ধাঁচে। দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের ওপর উপর্যুপরি হামলায় এনআইএ তদন্তের দাবি করেছে বিজেপি। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা আরও একদফা সুর চড়িয়ে বলেছেন, 'ভোটের আগে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে তৃণমূল।'

সোমবার নাগরাকাটার ঘটনার পর এদিন উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি ও ত্রাণবণ্টন নিয়ে পর্যালোচনা করতে বসে বিজেপি। সেই বৈঠক চলাকালীনই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর ফোন আসে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কাছে। নাগরাকাটায় দুষ্কৃতীদের হাতে জখম হওয়া সাংসদ খগেন মুর্মুর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাজনাথ। ইতিমধ্যেই কুমারগ্রামের দলীয় বিধায়ক মনোজ ওরাওঁয়ের ওপর হামলার খবর এসে পৌঁছোয় কলকাতায় রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শমীক বলেন, 'বারবার এই ঘটনা চলতে পারে না। কেউ যদি মনে করে থাকেন কোনও সাংসদকে আক্রমণ করে, রক্তাক্ত করে বিজেপিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা যাবে, তাহলে তাঁরা ভুল করছেন।' হামলার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও অপরাধীদের কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যারা গতকাল এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, তারা যদি পাতালেও থাকে, কেন্দ্রের সরকার তাদের পাতাল থেকে টেনে এনে শাস্তি দেবে।'

সম্প্রতি রাজ্যে এসআইআর হতে দেব না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ ভেস্তে যেতে পারে এমন আশঙ্কা করে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির জন্য কমিশনের কাছে দরবার করেছিল বিজেপি। এবার ত্রাণবণ্টনে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে ৩৫৬ ধারা জারি করা দরকার বলেই মনে করছে বিজেপি।

> আমরা জানি, এই সরকারকে ক্ষমতায় রেখে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু ত্রাণবণ্টন করতে গিয়েও যদি সাংসদ, বিধায়কদের হামলার মুখে পড়তে হয়, তাহলে ভোটের সময় কী হবে? আমার তো মনে হচ্ছে ৩৫৬ ধারা জারির দিকে রাজ্যকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূল।
>
> **রাহুল সিনহা**

প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা দলের সাংসদ, বিধায়কদের ওপর উপর্যুপরি হামলার ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, 'আমরা জানি, এই সরকারকে ক্ষমতায় রেখে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু ত্রাণবণ্টন করতে গিয়েও যদি সাংসদ, বিধায়কদের হামলার মুখে পড়তে হয়, তাহলে ভোটের সময় কী হবে? আমার তো মনে হচ্ছে ৩৫৬ ধারা জারির দিকে রাজ্যকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূলই।'

সাংসদ হামলার অভিযোগ পেয়ে এদিনই রাজ্যের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন লোকসভার স্পিকার। ঘটনার কড়া ভাষায় নিন্দা করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, রাজ্যের কাছে তা জানতে চেয়েছে জাতীয় এসসি-এসটি কমিশন। সোমবার রাতে নাগরাকাটার ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাতে দলের কর্মীদের ক্ষোভ মেটেনি। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের থেকে ক্ষোভের অভিমুখ ঘুরে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা-র দিকে। বিজেপির সমাজমাধ্যমের একাধিক গ্রুপে তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। দলের নীচুতলার কর্মীরা সরাসরি শীর্ষনেতৃত্বের কাছে জানতে চেয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা কি শুধু ঘটনার নিন্দা করেই ক্ষান্ত হবেন, রাজ্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে কবে দেখব?' দলের একাংশের মতে, নীচুতলার এই ক্ষোভে মলম দিতেই এনআইএ তদন্ত বা রাষ্ট্রপতি শাসনের তোপ দেগে কর্মীদের আশ্বস্ত করতে চাইছেন রাজ্য নেতৃত্ব।

এসআইআর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাজ্যে এসআইআর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে সব জেলা শাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করবেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। জাতীয় কমিশনের ৫ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলে জ্ঞানেশ ছাড়াও আছেন কমিশনের অন্যতম ডিজি (আইটি) সীমা খান্না। জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য উত্তরবঙ্গের জেলা শাসক ও নির্বাচন আধিকারিকদের এই বৈঠক থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের শেষে দ্বিতীয় দফার বৈঠকে তাঁরা যোগ দেবেন।

সব ঠিকঠাক থাকলে দেওয়ালির পরই বাংলা সহ বাকি রাজ্যে এসআইআর শুরুর ঘোষণা করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এ ব্যাপারে প্রস্তুতি সেরে ফেলতে সব জেলার নির্বাচনি আধিকারিকদের ৩০ সেপ্টেম্বর সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল কমিশন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই কাজ শেষ করা যায়নি। তবে খবর, অধিকাংশ জেলাই এসআইআর-এর জন্য প্রস্তুত। সেটা খতিয়ে দেখতে এসেছেন জ্ঞানেশ ভারতী।

এসআইআর-এর প্রস্তুতির শুরুতেই ম্যাপিংকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে জেলায় জেলায় এই দুই তালিকা মিলিয়ে ম্যাপিংয়ের কাজ চূড়ান্ত করা চলছে। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক ও অন্যান্য নির্বাচনি আধিকারিকদের কাছে এই বিষয়েই নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইবে কমিশন। এই বৈঠকের পর রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভার এসআইআর-এর কাজ দেখতে যাওয়ার কথা কমিশনের প্রতিনিধি দলের। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে এখানেই কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল ৪ আধিকারিকের বিরুদ্ধে।

রাজারহাট জেলা পরিষদ ভবনে এই বৈঠকে দুই বিধানসভার ইআরও, এইআরওদের সঙ্গে বৈঠক করবেন জ্ঞানেশ। থাকবেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক এবং সিইও। দ্বিতীয় বৈঠকটি হবে বারাসতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাসকের দপ্তরে। পরের দিন কোলাঘাট অডিটোরিয়ামে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক ও নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের এসআইআর-এর প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন তাঁরা।

শিক্ষাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : শিক্ষাকর্মী নিয়োগে গতি আনতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। রাজ্য সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের আবেদন গ্রহণ শুরু হবে পুজোর ছুটির পরই। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের মধ্যে অনলাইনে এই আবেদন গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

মাসিক ভাতা থেকে শিক্ষাকর্মীরা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, তাই তাঁদের শীঘ্র সুরাহার জন্য ব্যবস্থা নিতে চাইছে এসএসসি। যদিও শিক্ষাকর্মীদের পুনর্নিয়োগের বিষয়ে আদালত কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনও নির্ধারণ করে দেয়নি। চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মী অমিত মণ্ডলের ক্ষোভ, শিক্ষকদের জন্য সরকার এত তৎপরতা দেখাচ্ছে, এদিকে শিক্ষাকর্মীদের দিকে তাদের কোনও নজর নেই। এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, পুজোর ছুটি শেষে ৭ অক্টোবর অফিস খুললে শিক্ষাকর্মীদের সরকার অনুমোদিত স্কুলগুলিতে পুনর্নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। সেখানে অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার বিস্তারিত সময়সূচিও উল্লেখ করা হবে। সম্প্রতি এসএসসি মারফত চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নোটিফিকেশন ও 'অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেই আশ্বাসের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন চাকরিহারারা। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে তাঁদের। গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগের কথা থাকলেও বিভিন্ন জটিলতায় তা তখন স্থগিত হয়ে যায়। তাছাড়াও শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার বিষয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। সমস্ত জট কাটিয়ে নির্বিঘ্নে পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়া এবারও সম্ভব হবে কি না, সেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরা।

স্নেহের ছোঁয়া... *মঙ্গলবার নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই।*

শরতে সুরায় লক্ষ্মীলাভ বঙ্গে

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাস্তাঘাটে যতই বিজ্ঞাপন পড়ুক 'গোপনে মদ ছাড়ান', সুরারসিকদের তাতে থোড়াই কেয়ার। জীবনের দুঃখ বা আনন্দ মদের গ্লাসে ডোবানোতেই তাঁদের যত সুখ। আর যদি তাতে ব্যাঘাত ঘটে, তখন বলে বসেন, 'একটু মদ খাব না আমরা, খাবনা আমরা একটু মদ।'

সারা বছর এর প্রভাব অর্থনীতিতে বিশেষ দেখা না গেলেও পুজোয় ঠিক জানান দেয়। তার ফলাফল শরতে সুরায় লক্ষ্মীলাভ রাজ্যের। পুজোর চারদিনে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার মদ বিক্রির রেকর্ড করেছে রাজ্য। আর তাতেই ভাঁড়ার ভরেছে রাজ্য আবগারি দপ্তরের। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত রেকর্ড পরিমাণ মদ বিক্রি হয়েছে বলে আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর। মদ বিক্রির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। এখানে প্রায় ৩৪ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে।

মদ বিক্রি দেড়শো কোটির

উৎসবের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবারই রেকর্ড অঙ্কের মদ বিক্রি হয়। এবছর দশমী ও গান্ধি জয়ন্তী একই দিনে থাকায় ড্রাই ডে পালিত হয়েছে। মদের দোকান বন্ধ ছিল। ফলে ষষ্ঠী থেকে নবমীর হিসেব অনুযায়ী এবারে বিপুল পরিমাণ মদ বিক্রি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর বেশ কয়েক বছর ধরে মদ বিক্রিতে টেক্কা দিচ্ছে অন্য জেলাগুলিকে। পুজোতেও তা ছাপিয়ে গিয়েছে। ওই জেলার আবগারি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি মদকে টেক্কা দিয়েছে দেশীয় মদ। আইএমএফএল বা এদেশে তৈরি বিলিতি মদ বিক্রি হয়েছে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৫১০ লিটার, এফএল বা বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছে ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৬ লিটার, বিয়ার বিক্রি হয়েছে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ২০৫ লিটার।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দিঘা, তাজপুর, মন্দারমণি, শংকরপুরের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলি থাকায় সারা বছরই পূর্ব মেদিনীপুরে মদ বিক্রির পরিমাণ বেশি থাকে। পুজোয় অনেকেই শহরের ভিড় এড়িয়ে সমুদ্র সৈকতে যান। ফলে রেকর্ড গড়েছে ওই জেলা। তবে এখনও উৎসবের মরশুম বাকি রয়েছে। ফলে সমস্ত জেলা মিলিয়ে মদ বিক্রির পরিমাণ আরও অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছে আবগারি দপ্তর। গত বছর মদ থেকে প্রায় ১৪৮ কোটি টাকা আয় হয়েছিল। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে এক লাফে ২০ শতাংশ মদের ব্যবসা বেড়েছিল।

খগেন মুর্মুকে মারধরের ঘটনায় রামপুরহাটে বিজেপির টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। ছবি-তথাগত চক্রবর্তী।

ডিজির কাছে রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশন। রাজ্য পুলিশের ডিজি ও জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের কাছে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

সোমবার নাগরাকাটায় দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দুষ্কৃতী হামলায় আক্রান্ত হন সাংসদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও। তিনিও রেহাই পাননি। আহত বিজেপি সাংসদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে কমিশন জানিয়েছে, এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। সংবিধানের ৩৩৮এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনদিনের মধ্যে উত্তর না এলে কমিশন তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।

উপাচার্য নিয়ে এখনও সংশয় বঙ্গে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে দাঁড়ি টানল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার রাজ্যের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে আদালত অনুমতি দিলেও জট এখনও পুরোপুরি কাটেনি। বিষয়টি ঘিরে সংশয় রয়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলি বুক বাঁধছে নতুন দাবি-দাওয়া নিয়ে, তার পাশাপাশি উপাচার্য মহলে চলছে জোর চর্চা। তাদের একাংশের মত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনামা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে চূড়ান্ত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই খবরের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দিনের পর দিন যে সমস্যাগুলি দানা বেঁধেছে, তা আদৌ কতটা সমাধান হবে, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের সবুজ সংকেত মিললেও স্থায়ী উপাচার্যদের চূড়ান্ত নিয়োগপত্র দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সম্পূর্ণ মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় উপাচার্য নিয়োগে এখনও সম্পূর্ণ জট কাটেনি বলে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে শিক্ষামহলের একাংশ। প্রায় দু'বছর স্থায়ী উপাচার্যহীন কাটিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে এবার স্থায়ী উপাচার্য পদে দায়িত্ব সামলানো কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের? তাঁর উত্তর, '৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ও শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত থেকেছি। ফলে ক্যাম্পাস আমার দ্বিতীয় বাড়ি। স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় একাধিক উত্থানপতনের সাক্ষী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ফলে যে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার সমাধান করে বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনব। নিজস্বতাকে বজায় রেখে প্রতিটি সমস্যাকে আলাদাভাবে বিচার করে ক্যাম্পাসকে সর্বসেরা করে তোলার অঙ্গীকার নিচ্ছি।' তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত দের বক্তব্য, 'আদালতের নির্দেশিকাই হাতে আসেনি, তাই উপাচার্য বদলের খবর নিয়ে হইচই করার এখনও কোনও মানে হয় না। গত ১৯ অগাস্ট উপাচার্য নিয়োগের ইন্টারভিউ হওয়ার পরের দিনই আমার কাছে আশুতোষ ঘোষের নামে চিঠি আসে। এটা কীভাবে সম্ভব? ইন্টারভিউয়ের পর নতুন উপাচার্য নিয়োগের দীর্ঘ প্রক্রিয়া থাকে। তাহলে একটি বেসরকারি সংস্থার তরফে আমার কাছে ২০ অগাস্ট আশুতোষের উদ্দেশে চিঠি এল কেন? রাজ্যপালকে তখনই অভিযোগ জানিয়েছিলাম।'

এছাড়াও বিশ্ববাংলা, সাধু রামচাঁদ, গৌড়বঙ্গ, কাজী নজরুল ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়েও স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সবুজ সংকেত মিলেছে বলে সূত্রের খবর। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ধরে বাসা বেঁধেছে, তা নতুন উপাচার্যরা সমাধান করতে পারবে বলে ইতিমধ্যেই আশা দেখছেন পড়ুয়ারা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই লোকাল কমিটির সভাপতি রাসেল পারভেজের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ইসি মিটিংয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নতুন উপাচার্যকে সেদিকে নজর রাখার দাবি জানাব। এছাড়াও ছাত্র, কর্তৃপক্ষ ও সরকার পক্ষের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সমস্যা নিয়ে আমরা সেখানে কথা বলতে পারি।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক অমিত কুমার ঘোষের দাবি, 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাদাগিরি যেন কড়া হাতে দমন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্যাম্পাসে নিজস্ব প্রিন্টিং মেশিন, জেরক্স মেশিন নিয়মিতভাবে চালু করার পাশাপাশি ছাত্রদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হোক।'

দাম্পত্যকলহে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে নির্দেশিকা

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : দাম্পত্য কলহ ও বিবাহবিচ্ছেদে সন্তানকে অনেক সময় শিখণ্ডী হিসেবে ব্যবহার করেন বাবা-মা। এবার সন্তানের মানসিক বিকাশ, নিরাপত্তা ও অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রথম কোনও মামলায় সন্তানের অভিভাবকত্ব ও তার হেপাজতের বিষয় নিয়ে গাইডলাইন মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। অনেক সময় বাবা-মায়ের দাম্পত্য লড়াইয়ে বা বিবাহবিচ্ছেদের সময় সন্তানের হেপাজত, তার নিরাপত্তা, অভিভাবকত্ব নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়।

এই বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ২০২১ সালে মামলা করেছিলেন রাতুল রায়। পরে এই মামলায় আরও একটি সংগঠনও যুক্ত হয়। সেই মামলাতেই আদালত সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, 'চাইল্ড অ্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টডি গাইডলাইন ও প্যারেন্টিং প্ল্যান ২০২৫' নামক নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। হাইকোর্টের

রেজিস্ট্রার জেনারেল রাজ্যের জেলা আদালতগুলিতে ও বিচারকদের কাছে এই নির্দেশিকা পাঠাবেন। হাইকোর্টের ওয়েবসাইটেও এই নির্দেশিকা প্রকাশ করতে হবে।

আবেদনকারীদের দাবি ছিল, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তৈরি নির্দেশিকা অবলম্বন করে গাইডলাইন তৈরি করা হোক। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব হাইকোর্টের রুল মেকিং কমিটিকে বিষয়টি বিবেচনা করে নির্দেশিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালে ওই কমিটি খসড়া নির্দেশিকা পেশ করে। এই নির্দেশিকা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাতে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে, মামলা চলাকালীন সন্তানদের দেখভালের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা, মামলার নিষ্পত্তির পর অভিভাবকদের ভূমিকা, সন্তান ও মা-বাবার মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন, দীর্ঘ দূরত্ব ও স্বল্প দূরত্বে থাকা অভিভাবকদের ভূমিকা, আদালত নিযুক্ত পর্যবেক্ষকের ভূমিকা সহ আরও নানা বিষয়। রুল মেকিং কমিটির পর্যবেক্ষণ, 'বাবা-মায়ের লড়াইয়ে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তানেরা। একজন শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বাবা-মা ও পরিবারের ভালোবাসা। দাম্পত্য কলহ থেকে সন্তানদের রক্ষা করতে ও বেড়ে উঠতে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে দেওয়া এবং অভিভাবকত্বের সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা জরুরি।'

পরিবার, কর্মক্ষেত্রে বাড়ছে পুরুষ নির্যাতন

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ঘটনা এক: সদ্য একবছর হল বিয়ে করেছেন। অথচ পুরুষসঙ্গীকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে থাকতেন স্ত্রী। নিজের বাড়িতেই একপ্রকার তৃতীয় পক্ষ হয়ে উঠেছেন স্বামী। ঘটনা দুই: বীরভূমের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অসীম চক্রবর্তী (নাম পরিবর্তিত)। তাঁর বাবার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন অসীমের স্ত্রী। অপমানে আত্মঘাতী হয়েছেন বৃদ্ধ। এরকম প্রচুর কাহিনী শুনিয়ে গেলেন সমাজকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য। পুরুষদের অধিকার নিয়ে বহু বছর কাজ করছেন তিনি।

তাঁর মতে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের পুরুষরা এই হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। কখনও পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পুত্রবধূর দ্বারা, কখনও কর্মক্ষেত্রে মহিলা সহকর্মীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন তাঁরা। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও আইনি গেরোয় আটকে পড়ছেন তাঁরা। ফলে শেষমেশ পুরুষ অধিকার নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হচ্ছেন তাঁরা।

অল বেঙ্গল মেনস ফোরামের হিসাব অনুযায়ী, ৬৩৩ জন পুরুষ চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারস্থ হয়েছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন ডেমোক্রেটিক অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান শুভাশিস দেব বলেন, 'আমাদের কাছে আসা অভিযোগগুলির মধ্যে বিয়ের পরে পুরুষদের হেনস্তার সম্মুখীন হওয়ার ঘটনা বেশি। কখনও স্ত্রী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিক হেনস্তা করছে।'

নন্দিনী ভট্টাচার্য বলেন, 'গত বছর আমাদের সংস্থার কাছে এই রাজ্য থেকে ১০৭২ জন পুরুষ অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এবছর মাত্র ৯ মাসেই সংখ্যাটা ৭০০-র কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ৩০-৪৫ বছরের পুরুষরা অভিযোগ করছেন।'

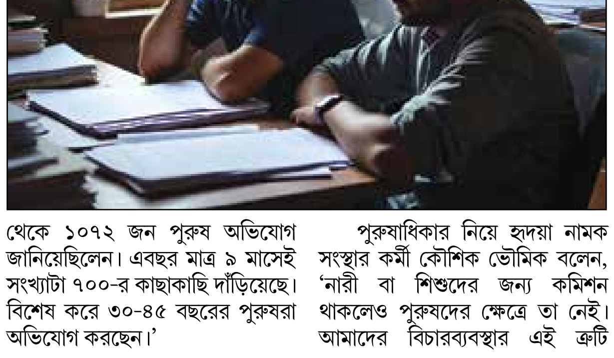

পুরুষাধিকার নিয়ে হৃদয়া নামক সংস্থার কর্মী কৌশিক ভৌমিক বলেন, 'নারী বা শিশুদের জন্য কমিশন থাকলেও পুরুষদের ক্ষেত্রে তা নেই। আমাদের বিচারব্যবস্থার এই ত্রুটি তো রয়েছেই। আইনি জটিলতায় পড়ার ভয়ে অনেকে মুখ খোলেন না।' দম্পতির অশান্তির প্রভাব শুধুমাত্র তাঁদের পরিবৃত্তেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিষয়টি নাড়া দেয় শিশু মনকেও।

রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, 'শিশুমনে তৎক্ষণাৎ এর প্রভাব না পড়লেও পরবর্তীতে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়। তখন ওই ব্যক্তিকে দোষারোপ করা হলেও আদতে তাঁর দোষ থাকে না।' ৭০-৮০ বছর আগেও পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টি সোনার পাথরবাটি ছিল। সময় বদলের সঙ্গে পরিস্থিতিও বদলেছে। মনোবিদ দেবলীনা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মহিলারা স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে সাংসারিক চাহিদার বাইরেও বাহ্যিক লোভ-লালসা তৈরি হচ্ছে। সীমারেখা লঘু হচ্ছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৩৮ সংখ্যা, বুধবার, ২১ আশ্বিন ১৪৩২

সফরের প্রতিযোগিতা

মৃত্যু, ক্ষতির খবর ক্রমশ আড়ালে। শিরোনামে ঝাঁকে ঝাঁকে নেতা, মন্ত্রীদের সফর। যাঁদের আনাগোনা শুরু হয়েছে বিপর্যয়ের ২৪ ঘণ্টা পর। দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতা যেন। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারস্পরিক দোষারোপ। পাশাপাশি বেলাগাম খিস্তিখেউড়। উত্তরবঙ্গ যেন দুর্যোগকেন্দ্রিক পর্যটনের গন্তব্য হয়ে উঠেছে। সেই পর্যটকরা প্রায় সবাই ভিভিআইপি। যাঁদের নিয়ে প্রশাসন ও পুলিশের ব্যস্ততায় পিছনে পড়ে গিয়েছে বিপর্যয় পরবর্তী ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য।

প্রবল বর্ষণে পাহাড়ে ধস ও সমতলের নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্লাবনের পর ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। বীভৎস ক্ষতচিহ্ন নিয়ে কোনও কোনও জায়গা এখনও হয় বিচ্ছিন্ন, নাহয় দুর্গম হয়ে আছে। জল নেমে যাওয়ায় ত্রাণশিবির প্রায় ফাঁকা। কিন্তু বাড়িঘর অনেক জায়গায় থাকার অনুপযুক্ত। কাদা, পলিতে ওই বিপর্যয় থেকে বাঁচতে নিজেদের মতো মরিয়া প্রয়াস করে চলেছে সাধারণ মানুষ।

ধ্বংসের এই চিহ্ন এখন আরেক ধরনের পর্যটনের জন্ম দিয়েছে উত্তরবঙ্গে। উৎসাহী, কৌতূহলী মানুষ, জীবিকার তাগিদে ব্লগার, ইউটিউবার কিংবা সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা তো আছেনই। বিশেষ করে তৃণমূল নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ওইসব এলাকায় যাওয়ার জন্য। যত না স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন বা ত্রাণ দিচ্ছেন তাঁরা, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি তৈরি করছেন রিল বা ভিডিও। যা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জন্ম হচ্ছে বিনোদনের আরেক ধরনের। সাধারণ মানুষের দুর্গতি হয়ে উঠছে সেই বিনোদনের উপকরণ। অনেকটা যেন 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি'র দশা। দুর্যোগের পরের সন্ধ্যায় সরকার মেতে থাকল কলকাতার রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালে। বিরোধীরা তার সমালোচনা করল। কিন্তু কেউ উত্তরবঙ্গমুখী হল না। কিন্তু যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরসূচি ঘোষণা হল, অমনি বিশেষ করে বিজেপি নেতৃত্ব যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মমতার আগে উত্তরবঙ্গে উড়ে এলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছানোর আগে তিনি দলীয় সতীর্থদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখে সন্ধ্যায় ফিরে গেলেন। তাঁর কাজ শেষ। পরদিন এলেন তাঁর দলের শুভেন্দু অধিকারী। দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। মালদা থেকে এসে আবার তৃণমূলের হাতে মার খেলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। হেনস্তার শিকার হলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ।

এই হামলা নিয়ে কথার যুদ্ধ চলল শাসক ও বিরোধী শিবিরের। এক্স হ্যান্ডেলে মন্তব্য করে তাতে জড়িয়ে পড়লেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। নৌকা ভ্রমণে দেখা গেল নেতা, মন্ত্রীদের। কোথাও লাইফজ্যাকেট পরে শমীকের সঙ্গে জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়, কোথাও রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। ছবি উঠল, ভিডিও ছড়িয়ে পড়ল। বিপর্যয়ের চেয়ে মুখ্য হয়ে উঠল এইসব সফরনামা।

উত্তরবঙ্গের কতটা লাভ হল? মানুষের ভোগান্তি কতটা দূর হল? ক্ষতির পুনরুদ্ধার আদৌ হল কি? ভবিষ্যতে এমন দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি হলে, তার মোকাবিলা করার পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা হল কি? শাসক-বিরোধীর কোন্দল, কেন্দ্র-রাজ্যের তর্জায় সেসব প্রসঙ্গ আড়ালেই চলে গেল। মৃতদের পরিবার রাজ্য সরকারের দেওয়া ৫ লক্ষ টাকার চেক ও চাকরির আশ্বাস পেল। কিন্তু ভবিষ্যতে এমন প্রাণহানি ঠেকানোর কর্মসূচি অজানাই থাকল।

শুধু প্রতিশ্রুতি মিলল। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, রাজ্য পাশে আছে। কেন্দ্র সবরকম সহায়তা করবে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। যা প্রায় সব দুর্যোগের পর দেখে এসেছে উত্তরবঙ্গ। বিপর্যস্ত হওয়ার পর এই দুর্যোগ-পর্যটনে যে অর্থ ও সময় ব্যয় হয়, তা দিয়ে পুনর্নির্মাণ, পুনরুদ্ধার ও দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকাঠামো উন্নয়ন হতে পারে কিছুটা। কিন্তু ভোটের তাগিদের কাছে সফরের প্রতিযোগিতাটাই যেন বড় হয়ে ওঠে।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী

আলোচিত

কাল জলপাইগুড়ি গিয়ে সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলাকারীদের ছবি ও মোবাইল নম্বর দিয়ে পোস্টার সেঁটে দিতে বলব স্থানীয় বিজেপি নেতাদের। এরপর দেখি, ওঁরা কোথায় পালিয়ে থাকেন। এই ঘটনা যাঁরা ঘটিয়েছেন, তাঁরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুন, আমরা খুঁজে বের করবই।

- সুকান্ত মজুমদার

ভাইরাল

জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে ডজন ডজন গাড়ি। বুলগেরিয়ার এলেনাইটের এমনই এক ভয়াবহ বন্যার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। জলের বেগ এতটাই যে, গাড়িগুলি খেলনার মতো ভেসে চলেছে। কৃষ্ণসাগর উপকূলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ

১৮৬২

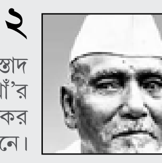

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৬

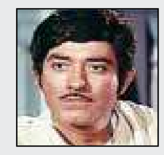

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা রাজকুমার।

সোজা-সাপটা

ভালো জাদুকর হতে গেলে তিনটি জিনিস খুব দরকার। এক নম্বর হল প্র্যাকটিস। দুই নম্বর হল প্র্যাকটিস। আর তিন? তিন নম্বরেও ওই প্র্যাকটিস। আসলে ম্যাজিকের শতকরা তিরিশভাগ হল বিজ্ঞান, বাকিটা শিল্প বা দেখাবার কায়দা।

বাবার দুই চেহারা আবিষ্কারের লোভে উঁকি

পি সি সরকার

রিহার্সাল রুমের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে প্রতুলচন্দ্রের সচেতনতা ছিল দেখবার মতো। তিনি মনে করতেন, মঞ্চে পারফেকশন আনার জন্য রিহার্সালের কোনও বিকল্প নেই। আমাকে যেমন অনেকে প্রশ্ন করেন, ভালো জাদুকর হতে গেলে কী করতে হবে, তেমনই ওঁকেও এই প্রশ্ন অনেকবারই শুনতে হয়েছে।

তিনি বলতেন, ভালো জাদুকর হতে গেলে তিনটি জিনিস খুব দরকার। এক নম্বর হল প্র্যাকটিস। দুই নম্বর হল প্র্যাকটিস। আর তিন? তিন নম্বরেও ওই প্র্যাকটিস। আসলে ম্যাজিকের শতকরা তিরিশভাগ হল বিজ্ঞান, বাকিটা শিল্প বা দেখাবার কায়দা। অর্থাৎ সাধারণ ম্যাজিশিয়ানকেও তার ম্যাজিক দেখানোর জন্য একভাগ বিজ্ঞানের আর বাকিভাগ অভিনয়ের বা উপস্থাপনার সাহায্য নিয়ে করতে হয়। এই ব্যাপারটা ছোট-বড় মাঝারি সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এর সঠিকভাবে ব্যবহার এবং প্রয়োগই তাকে সাধারণ থেকে অসাধারণের পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানকে যে যত বেশি শিল্পসম্মতভাবে, শৈল্পিক রাংতা দিয়ে মুড়ে পরিবেশন করতে পারে, তার তত সুনাম। সে তত জনপ্রিয়। তার জাদু তত ভুবনমোহিনী। এবং এই ব্যাপারটা আয়ত্ত করার জন্য দরকার প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস দেবে আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস দেবে সাবলীলতা। আত্মবিশ্বাস আনে দর্শকের মুগ্ধতা, সেই মুগ্ধতার ওপরই তৈরি হয় জাদুময় পরিবেশ। তাছাড়া বড় মাপের ম্যাজিক মানেই তো একটা টিম গেম।

এই মানসিকতা থেকেই বাবার রিহার্সাল রুমের দরজা সবার জন্য খোলা ছিল না। বা আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকত ওই বন্ধ দরজার ভেতরে। চুপচাপ এক কোণে বসে থাকারও অনুমতি মিলত না।

ওখানে ছেলেমানুষির স্থান নেই। সব কিছুই যেন হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের মতোই কড়া, কঠিন, গম্ভীর। প্রবেশ নিষেধ। শুধু কি ওই মানসিকতা? মোটেই না। আসলে বাবা ভয় পেতেন স্টেজের ঝলমলে জগৎ আমাদের মাথা বিগড়ে না দেয়। মঞ্চমায়ার জগতের রাস্তা নাকি ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক।

একবার ঢুকলে শুধু সেদিকে এগুতেই হবে। পিছন ফিরে আসা যায় না। লেখাপড়ার হবে জলাঞ্জলি। সেজন্য ওখানে ঢোকা তো দূরের কথা, উঁকি মারাও নিষেধ। কিন্তু আমি দেখতাম ওই বিহার্সাল। দেড়তলার ছোট ঘরের জানলা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি সবকিছু দেখতাম। পেট কেটে জোড়া লাগাবার খেলায় নিরীহ সহকারীর কাজ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা জেনেছিলাম। ফাঁসিকাঠ থেকে কী করে অদৃশ্য হতে হয় তাও জেনেছিলাম। আরও জেনেছিলাম কোন

ম্যাজিকে কোন জায়গাটা বেশি করে নজর রাখতে হয় এবং ঢাকতে হয়।

তখন কেমন করে অভিনয় করতে হয়, কখন হাসাটা জরুরি, কখন নয়। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তখন ম্যাজিক করা তো কল্পনাও করা যায় না। আমি যে একক কোনও অনুষ্ঠান করেছি, তাও নয়। কিন্তু মনে মনে আমি সবকিছুই করতাম। বিভিন্ন সহকারী হিসেবে হ্যাঁ। সেই দেখাটা রিহার্সাল দেখা বা ম্যাজিক দেখার লোভে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছিল আমার বাবার দুই চেহারা কেমনভাবে এক হয়ে যায় সেটা আবিষ্কার করতে।

বাড়ির বাবাই যে আমার স্টেজের বাবা সেটা তখন সবে বুঝতে শুরু করেছি। বাড়ির বাবাকেও ভালোবাসতে শুরু করেছি। তিনি আড়ালে কী করেন সেটা দেখতে গিয়েই আমার জাদুশিক্ষার শুরু। কাছাকাছি হতে না পেরে নিজেকে তাঁর পাশাপাশি রয়েছি বলে কল্পনা করতাম।

মাঝে মাঝে আমি যতীনবাবু হতাম, একেকবার হতাম মাধববাবু, কখনও-বা বীরেনবাবু, নন্দীবাবু বা পলান। শুধু তা-ই নয়, দুঃসাহসীর মতো নিজেকে বাবা ভেবে মাঝে মাঝে কল্পনাও করতাম যে ম্যাজিক দেখাচ্ছি। প্রচুর দর্শক ছিল আমার, মঞ্চ তো ছিল বিরাট।

সেই মঞ্চে পর্দা, আলো এবং বাজনা সবই ছিল। প্রতিটি প্রদর্শনীই আমার হাউসফুল যেত। কত হাততালি, মজা হত সেই প্রদর্শনীতে। কিন্তু কেউই সেটা জানতেন না। পুরো জগৎটাই তো আমার মনের ভেতরে। ভয় পেতাম, কারণ আমি যে মনে মনে ম্যাজিক দেখাই সেটা জানতে পারলে বাবা প্রচণ্ড বকাবকি করবেন।

বিকেল হলেই বাবা গাড়ি নিয়ে বড়বাজার, অথবা চাঁদনি চক, নয়তো সরস্বতী প্রেস, তিমির প্রেস, কোথাও-না-কোথাও চলে যেতেন। ম্যাজিকের যন্ত্র তৈরি করতে, তাঁর কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে, বিজ্ঞানভিত্তিক যন্ত্র তৈরিতে প্রয়োজনমাফিক কব্জা বা অন্য কিছু সংগ্রহ করা বা আলোচনা করা ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ। বাবা বেরিয়ে গেলেই আমার রাজত্ব শুরু হত।

পা টিপে টিপে বাবার আপিসঘরে গিয়ে ঢুকতাম। বাড়ির অন্য একটা তালার চাবি দিয়েও যে এ ঘরের তালা খোলা যায় তা আমরা আবিষ্কার করেছিলাম। সেই ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা চাপিয়ে লক করে দিতাম। বাইরে থেকে বোঝা যেত না যে ভেতরে কেউ আছে। ভেতরে যে কী তুলকালাম কাণ্ড চলছে তা কি কেউ জানে?

আমি ঘরে ঢুকতেই হাততালির ঝড় বয়ে যেত। ঢুকে বলতাম, 'আশা করি আমি বেশি দেরি করিনি, রাস্তা পরিষ্কার ছিল না তাই আসতে দেরি হল।'

আমার কাল্পনিক জগতের ম্যাজিক শুরু হত। মাঝেমধ্যে যখন দৃশ্যান্তর হত তখন দর্শকরা কেউ থাকতেন না। মনে মনে ভাবতাম, গুপ্তধনের খোঁজে জাদুগুহায় ঢুকেছি। চারদিকে সব মণিমাণিক্য ছড়িয়ে আছে। ওগুলো চোখ দিয়ে দেখতাম কিন্তু স্পর্শ করতাম না। ছুঁলেই বাবা বুঝে যাবেন কেউ ঘরে ঢুকে তাঁর জিনিসে হাত দিয়েছে। এভাবে পড়তাম বাবার লেখা বিভিন্ন 'নোট', প্ল্যানিং-এর অনেক কিছু।

কী কী উনি করতে চাইছেন এবং কোনটা সবার আগে করতে হবে। জাদুশিক্ষার্থী হিসেবে সে সব ছিল আমার আসল লেখাপড়ার জিনিস। তাছাড়া বাবার লাইব্রেরির বিভিন্ন ম্যাজিকের বই তো বটেই, টারবেল-এর কোর্স অফ ম্যাজিক পড়ে আত্মস্থ করলাম। কিন্তু মন ভরল না। ওতে শুধু কৌশল শেখানো আছে। উপস্থাপনার কথা শেখানো বিশেষ নেই।

এই সব কৌশল যে কেউই পয়সা খরচ করে ম্যাজিক বেচার দোকান থেকে কিনতে পারে। কিন্তু উপস্থাপনা, প্রদর্শন ভঙ্গি- সেটাই তো আসল। সেটা তো বই পড়ে শেখা যায় না। নইলে এই বই তো হাজার হাজার কপি ছাপা হয়েছে। হাজার হাজার উঁচু জাদুকর তো সৃষ্টি হয়নি। একই খেলা দেখিয়েও মানুষের মন জয় করতে পারে না। পড়লাম স্কার্নের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ কার্ড ট্রিক্স, বাইসের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সিল্ক ম্যাজিক ইত্যাদি। কিন্তু মানুষের মন জয় করতে পারে না।

১৯৫৮ সালের কথা। ক্লাস এইটে পড়ি। নিউ এম্পায়ারে ম্যাজিক দেখাবেন বলে বাবা তৈরি হচ্ছেন। সব ঠিকঠাক। মনে আছে অনুষ্ঠানের ঠিক দু'দিন আগে নন্দীবাবু, পলান এবং আরও দু'-চারজন সহকারী বাবাকে এসে চাপ দিলেন মাইনে বাড়াবার জন্য। একটু-আধটু বাড়ানো নয়, ওঁদের দাবি একেবারে দ্বিগুণ।

ওঁদের বক্তব্য, মাইনে যদি বাড়ানো না হয়, ওঁরা এখনই দল ছেড়ে দেবেন। বাবাকে জীবনে কোনওদিন হারতে দেখিনি। সোজা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বেরিয়ে যাও। তোমাদের ছাড়াও চলবে। সেদিনের কথা আমি কখনও ভুলব না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। অগ্রিম টিকিটও বিক্রি হয়ে গেছে। এই সময়ে চাপ দিলে পি সি সরকার নিশ্চয়ই মাইনে বাড়াতে বাধ্য হবেন। কী চমৎকার চক্রান্ত!

কিন্তু ওঁদের চমকে দিয়ে পি সি সরকার ওঁদের বাদ দিয়ে দিলেন। বললেন, 'ভেবো না, তোমাদের ছাড়া আমার ম্যাজিক আটকাবে। একটু কষ্ট হবে প্রথম কয়েকটা দিন। কিন্তু আমার শো তোমরা নষ্ট করতে পারবে না।'

ঘটনাটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। সে কথা অন্য আরেক দিন।

জনমন জনমত

কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক

সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে উত্তরবঙ্গবাসী বিশেষত জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বেশিরভাগ মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মুখ্যমন্ত্রী মৃতের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে তেমন কিছু বলেননি।

এই পরিস্থিতিতে আমন ধান সহ শীতকালীন অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। ধানের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় আগামীদিনে তাঁরা কী খাবেন সেটাই এখন তাঁদের দুশ্চিন্তার বিষয়। তাই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শস্যবিমা যোজনার মাধ্যমে বা কৃষকবন্ধু প্রকল্পে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করে তাঁদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হোক।

অন্যদিকে, বন্যার গ্রাসে অনেক পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে। বিশেষত যেসব শিক্ষার্থীর বইখাতা সহ পড়াশোনার সামগ্রী নষ্ট হয়েছে

তাদেরও সরকারের সাহায্য ভীষণ দরকার, যাতে তারা অন্তত নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও 'ঘুমন্ত' জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভূপেশ রায়
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

দুর্ভোগের দেশে মানবতার আলো

বৃষ্টি যখন নামল, তখন কে জানত তার গায়ে এমন ভয়ানক শোকের গন্ধ লেগে আছে? উত্তরবঙ্গের আকাশটা তখনও শান্ত, কেবল দূরের মেঘে নীলচে ছায়া। কেউ জানত না, সেই মেঘের বুকের ভেতর জমে থাকা জল এক রাতে ছিঁড়ে ফেলবে পাহাড়, নদী, মানুষের বুকের বাঁধ।

ডুয়ার্স থেকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার- সব যেন জলমগ্ন শোকগাঁথা। তোর্ষা, জল্পেশ, ঘিস, মাল, জলঢাকা- সব নদী যেন পাগল হয়ে উঠেছে। ঘরবাড়ি গিলে নিচ্ছে, পথ নেই, সেতু ভেসে গিয়েছে, মাঠের ধান নষ্ট হয়েছে।

বৃদ্ধরা ছেঁড়া কম্বল মুড়ে বসে আছেন ত্রাণশিবিরে, চোখে একরাশ অবিশ্বাস। শিশুদের মুখে দুধ নেই, নারীরা পা ভিজিয়ে সারারাত কাটাচ্ছেন। নাগরাকাটা, বিন্নাগুড়ি, মেটেলি, বানারহাট - সব জায়গা থেকেই ভেসে আসছে একটাই শব্দ 'বাঁচাও'। এমন করুণ ছবিও এই মাটি আগে দেখেছে। কিন্তু এবার যেন আরও গভীর, আরও তীক্ষ্ণ।

তবু এর মাঝেও মানুষ জেগে রয়েছেন। হাঁটুজলে নেমে তরুণরা চাল-ডাল নিয়ে যাচ্ছেন অজানা গ্রামে। মেয়েরা রান্না করছেন ত্রাণের খিচুড়ি। কেউ ভাঙা স্কুলঘরে আশ্রয় দিয়েছেন আশিজন মানুষকে। কেউ নিজের একবেলা খাবার ছেড়ে দিয়েছেন অন্যের মুখে তুলে দিতে।

এই যে মানবতার আলোকবিন্দুগুলো- এগুলোই তো উত্তরবঙ্গের প্রকৃত চেহারা।

এই বন্যা শুধু ঘর ভাসিয়ে নেয়নি, সে কেটে দিয়েছে অহংকারের বাঁধও। কে শহরের, কে গ্রামের, কে গরিব, কে ধনী- এইসব প্রশ্ন জলে মিশে গিয়েছে। এখন সবাই শুধু মানুষ। আর মানুষ মানেই একজোট হওয়া, হাত বাড়িয়ে দেওয়া, দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো। যাঁদের ঘর ভেঙেছে তাঁদের ঘর আবার গড়ে তুলতে হবে, শিশুদের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে হবে, তাদের মন থেকে ভয় দূর করতে হবে- এই দায় আমাদের সবার। শুধু আমরা যেন দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে না ভুলে যাই।

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

৫৭ বছর আগের ঘটনা মনে পড়ল

৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ধসে, জলে প্রকৃতির তাণ্ডবে মৃত ২৮' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে আজ থেকে ঠিক ৫৭ বছর আগের একটি ভয়াবহ ঘটনা মনে পড়ে গেল।

১৯৬৮ সালে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও সিকিম অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছিল। ফলে অনেক লোকের প্রাণহানি হওয়ার পাশাপাশি গবাদি পশু ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল। সেই সময়টাও ছিল লক্ষ্মীপুজোর আগে। এবারও সেই একই দিন এবং একই তারিখ। সেই সময় জলপাইগুড়ি শহরকে তিস্তার হড়পায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তখনকার মানুষের আজও মনে রয়েছে তিস্তার সেই ভয়াল তাণ্ডবের কথা। আমি তখন অবশ্যই ছোট ছিলাম, বাবার কাছে শুনেছিলাম সেই কথা। আমাদের কামাখ্যাগুড়ির পূর্ব পাশের রায়ডাক নদীর জলে বারবিশা, চকচকা, তেলিপাড়া সহ ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে জল বয়ে গিয়েছিল, যা কি না পুরোনো মানুষজন ভোলেননি। সেই সময়ও প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যার কবলে পড়তে হয়েছিল। এবারও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে অনেক মানুষকে হারালাম। প্রশাসন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আশা করি, সকলেই আবার ঘুরে দাঁড়াবে।

দীপক বিশ্বাস
কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার।

পানীয় জলের জন্য হাহাকার

জলঢাকা নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জলপাইগুড়ি জেলার চারেরবাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়। নদীর জল ঘরবাড়ি, খেত সব তছনছ করে দেয়।

বর্তমানে সেই অঞ্চলে কিছু কিছু ত্রাণের কাজ শুরু হলেও তা খুবই অপ্রতুল। বিশেষ করে পানীয় জলের সমস্যা খুবই গুরুতর আকার নিয়েছে। জলের জন্য হাহাকার করছেন সকলে। এই পরিস্থিতিতে বাসিন্দারা নলকূপ বসানোর আবেদন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যত দ্রুত সম্ভব নলকূপ বসানো হলে উপকার হয়।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬০

পাশাপাশি : ২। অত্যাচারী শাসকের শাসনকাল ৫। অবিকল একই রকম দেখতে ৬। বাণভট্ট এঁর সভাকবি ছিলেন, থানেশ্বরের রাজা ৮। রাক্ষস অথবা পাখি, ফুলও হতে পারে ৯। মোটা সুতো ১১। এবড়োখেবড়ো ১৩। ১২টির মধ্যে একটি রাশির নাম ১৪। কাগজে ছাপা কোনও স্থানের নকশা।

উপর-নীচ : ১। শরৎচন্দ্রের গল্পে শ্রীনাথের পেশা ২। কোকিলের ডাক ৩। আহ্লাদিত ৪। কোনও প্রাণীর চামড়া ৬। ন্যায্য বা যথাযথ ৭। কড়িকাঠের চেয়ে পাতলা কাঠ যার ওপর ছন্দ তৈরি হয় ৮। কাচের পাত্র ৯। যে গাছের ফল গানে থাকে ১০। লাল রংয়ের পদ্মফুল ১১। যে মেয়ে উপযুক্ত হলেও এখনও বিয়ে হয়নি ১২। তিরস্কার করা ১৩। শত্রু নয়।

সমাধান ■ ৪২৫৯

পাশাপাশি : ১। দরকচা ৩। বেতস ৫। আড়ম্বরপূর্ণ ৬। নকল ৭। রায়ত ৯। ঝাড়াইবাছাই ১২। লাঞ্ছিত ১৩। রত্নাকর।

উপর-নীচ : ১। দশানন ২। চাগাড় ৩। বেকার ৪। সম্পূর্ণ ৫। আল ৭। রাই ৮। তৎপর ৯। ঝামেলা ১০। ইজ্জত ১১। ছাপর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রিয়াংকার প্রতিবেশী কেজরি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : শিশমহল অবশেষে নতুন ঠিকানা পেলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ৯৫ নম্বর লোধি এস্টেটের একটি টাইপ-৭ বাংলোয় থাকবেন আপ সুপ্রিমো। কেজরির জন্য নতুন বাংলো বরাদ্দের বিষয়টি সোমবার কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়। নতুন ঠিকানায় উঠে এলে আপ সুপ্রিমোর প্রতিবেশী হবেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তিনি থাকেন ৯৭ নম্বর বাংলোয়। সামান্য দূরে ৮১ নম্বর বাংলোয় থাকেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। টাইপ-৭ বাংলোয় চারটি বেডরুম, বড় লন, একটি গ্যারাজ, কর্মচারীদের জন্য তিনটি কোয়ার্টার, অফিসের জন্য জায়গা থাকে। কেজরির প্রায় ৫ হাজার বর্গফুটের বাংলোয় দু'টি সাইড লন এবং অফিসও রয়েছে। সোমবার নতুন বাংলো দেখতেও গিয়েছিলেন আপ সুপ্রিমো এবং তাঁর স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল।

হত নেপালের দুষ্কৃতী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : দিল্লিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল কুখ্যাত দুষ্কৃতী ভীম বাহাদুর জোরার। আদতে নেপালের লালপুরের বাসিন্দা ভীম বাহাদুরের বিরুদ্ধে দিল্লি, গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু ও গুজরাটের একাধিক জায়গায় খুন ও ডাকাতির বেশ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে। গত বছর মে-তে যোগেশচন্দ্র পাল নামে জাংপুরা এলাকার এক চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় ভীম বাহাদুরকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল দিল্লি পুলিশ। অভিযুক্তের হদিস পেতে একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীর রাতে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির আস্থাকুঞ্জ পার্ক এলাকায় তাকে ঘিরে ফেলে দিল্লি ও গুরুগ্রাম পুলিশের যৌথ বাহিনী। পুলিশকে দেখে গুলি চালাতে শুরু করে ভীম বাহাদুর। জবাব দেয় পুলিশও। সংঘর্ষে প্রাণ যায় দুষ্কৃতীর।

বন্ধুকে শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার ৭৩-এ পা রাখলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বন্ধুকে ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি বছরের শেষ দিকে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলন হবে দিল্লিতে। সেই উপলক্ষ্যে পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, শুভেচ্ছা বিনিময়ের ফাঁকে দুই শীর্ষনেতা ইউক্রেন ইস্যুতেও মতবিনিময় করেছেন।

দিল্লিতে বৃষ্টি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার ভোরে দিল্লিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ায় তাপমাত্রা নেমে যায় ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, দিনভর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে হালকা বাতাস বইবে। বুধবার আংশিক মেঘলা আকাশ ও বৃহস্পতিবার পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা থাকবে প্রায় স্বাভাবিক সীমায়।

নিষিদ্ধ সিরাপ

বেঙ্গালুরু, ৭ অক্টোবর : দু'বছরের নীচে শিশুদের কাশির সিরাপ দেওয়া যাবে না বলে সোমবার জানিয়ে দিল কর্ণাটক সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এই নির্দেশ জারি করেছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে কাশির ওষুধ খেয়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনার পর। সব হাসপাতাল, ফার্মাসি ও ওষুধ বিক্রেতাকে সতর্ক করা হয়েছে যেন এসব সিরাপ বিক্রি না করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডুরাও জানান, কর্ণাটকে ওই নিম্নমানের সিরাপ সরবরাহ হয়নি। তবে সব নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে।

ফের হামলা

করাচি, ৭ অক্টোবর : বিদ্রোহী থেকে সন্ত্রাসবাদী। পাকিস্তানের সরকারবিরোধী সশস্ত্র সংগঠনগুলির সফট টার্গেটে পরিণত হয়েছে জাফর এক্সপ্রেস। সম্প্রতি বালুচিস্তানে একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছে ট্রেনটি। যাত্রী সহ গোটা জাফর এক্সপ্রেস অপহরণের ঘটনাও ঘটেছিল। মঙ্গলবার সেই ট্রেনে হামলা হয়েছে সিন্ধু প্রদেশে। এদিন শিকারপুর জেলার সুলতান কোটের কাছে সোমারওয়ায় পেশোয়ারগামী ট্রেনের লাইনে বিস্ফোরক রেখে দেওয়া হয়েছিল। ট্রেনটি ওই জায়গায় আসতেই ঘটে বিস্ফোরণ। ট্রেনের ৬টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। ৭ জনের আঘাত গুরুতর। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পাক সেনা এবং পুলিশ।

বিজেপির ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির কয়েকশো কর্মী-সমর্থক। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা।

চিরাগ-পিকে জোট জল্পনা

আসনরফায় জট এনডিএ, মহাগঠবন্ধনেও

পাটনা, ৭ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের রাজনীতিতে আসন ভাগাভাগি নিয়ে যে টানাপোড়েন চলছে, তাতে এক নতুন 'টুইস্ট' যুক্ত হল। এনডিএ-র শরিক চিরাগ পাসোয়ানের দল লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) ইঙ্গিত দিয়েছে— ভোটকুশলী থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) 'জন সুরাজ'-এর সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না! রাজনৈতিক মহল মনে করছে, চিরাগের এই অবস্থান ক্ষমতাসীন বিজেপি-জেডিইউ জোটের ওপর চাপ বাড়াতে এবং আসন সমঝোতায় নিজের দাবি আদায়ের এক সুস্পষ্ট কৌশল।

সূত্রের খবর, ২৪৩টি আসনের মধ্যে চিরাগ পাসোয়ান তাঁর দলের লোকসভা নির্বাচনের ১০০ শতাংশ স্ট্রাইক রেটকে ভিত্তি করে ৪০টি আসন দাবি করছেন। এদিকে বিজেপি এবং জেডিইউ উভয় শিবিরই সমসংখ্যক আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০৫টি আসনে প্রার্থী দিতে পারে বিজেপি-জেডিইউ। বাকি ৩৮টি আসনের মধ্যে ২৫টি এলজেপি (রামবিলাস), ৭টি হাম এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএমকে ৬টি আসন ছাড়া হতে পারে। এদিন চিরাগের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান ও

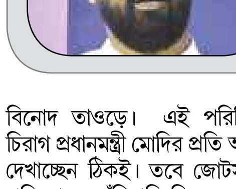

আমি সবজির নুনের মতো, প্রতিটি আসনে ২০ থেকে ২৫ হাজার ভোট প্রভাবিত করতে পারি

চিরাগ পাসোয়ান

বিনোদ তাওড়ে। এই পরিস্থিতিতে চিরাগ প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছেন ঠিকই। তবে জোটসঙ্গীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি সবজির নুনের মতো, প্রতিটি আসনে ২০ থেকে ২৫ হাজার ভোট প্রভাবিত করতে পারি'—অর্থাৎ জোট ছেড়ে আসার বিকল্প সবসময়ই তাঁর হাতে খোলা। এলজেপি শিবির এই জল্পনা তৈরি করে বিজেপিকে স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে, তারা কেবল 'ফালতু' আসন নিতে রাজি নয়, তাদের 'গুণগত মানের' আসন চাই।

যদিও প্রশান্ত কিশোরের 'জন সুরাজ' একাই লড়ার ঘোষণা করেছে, তবুও তাঁর একটি শক্তিশালী সামাজিক ভোটব্যাংক রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, জন সুরাজের সঙ্গে হাত মেলালে চিরাগের দল বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে এবং এনডিএ থেকে বেরিয়ে এলেও তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব বজায় থাকবে।

চিরাগ এই মুহূর্তে নিজেকে 'আব কি বার, যুবা বিহারি' স্লোগানের মাধ্যমে নীতীশ কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তবে শুধু এনডিএ-তেই নয়, আসন জট রয়েছে বিরোধী মহাগঠবন্ধনেও। সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনকে ১৯টি আসন ছাড়তে চাইছে আরজেডি। ২০২০ সালেও তাদের একই সংখ্যক আসন ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু সেবার তারা ১২টি আসন জিতেছিল। এদিকে সংগীতশিল্পী মৈথিলি ঠাকুরকে বিজেপি আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। সম্প্রতি তিনি বিহারে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনোদ তাওড়ে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। রাজনীতিতে যোগদান ঘিরে মৈথিলি বলেন, 'আমি বিহারের সেবা করতে চাই।' মধুবনি এবং আলিগড় আসনের মধ্যে একটিতে মৈথিলিকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি।

মমতার বৈষম্যের অভিযোগ খারিজ কেন্দ্রের

বন্যা রোধে বঙ্গকে ১,২৯০ কোটি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরে তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। রাজ্য সরকারের দাবি, কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। অন্যদিকে কেন্দ্রের বক্তব্য, আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি যৌথ উদ্যোগে বিপর্যয় মোকাবিলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন। এবার সেই অভিযোগের জবাব দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য মোট ১,২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। না হলে উত্তরবঙ্গ বারবার বন্যার কবলে পড়বে। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি। কেন্দ্র বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোনও অর্থ দেয়নি, এমনকি গঙ্গা পরিশোধনের কাজও বন্ধ করে দিয়েছে। এটা বাংলার সঙ্গে বৈষম্য ছাড়া কিছু নয়।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পরেই কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক এক্স পোস্টে জানায়, মুখ্যমন্ত্রীর দাবি 'ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর'।

মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, ভারত সরকার ইতিমধ্যে ভুটান সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে নদীভাঙন, পলি জমা, বন্যা ও ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত বিষয়ে। দু'দেশের মধ্যে কাজ করছে জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্টস, জয়েন্ট টেকনিক্যাল টিম ও জয়েন্ট এক্সপার্টস টিম। এই সংস্থাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন।

সম্প্রতি ভুটানের পারো শহরে অনুষ্ঠিত ১১ তম জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্টস বৈঠকে আটটি নতুন নদীকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, হাসিমারা ঝোরা, যোগীখোলা, রোকিয়া, ধবলঝোরা, গাবুর বসরা, গাবুর জ্যোতি, পানা ও রায়ডাক। কেন্দ্রের দাবি, এই নদীগুলিতে ক্ষয় ও পলি জমার সমস্যা নিয়ে যৌথভাবে সমীক্ষা চালানো হবে।

বস্তার দশেরা উৎসবে আদিবাসীদের অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে।

গাভাই কাণ্ডের জেরে জলঘোলা বিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের উদ্দেশে আইনজীবী রাকেশ কিশোরের জুতো ছোড়ার চেষ্টার ঘটনা আদালতের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে ভোটমুখী বিহারের রাজনীতিতেও। এক সাক্ষাৎকারে কিশোর মঙ্গলবার বলেন, 'আমি গভীরভাবে আহত হয়েছিলাম। ১৬ সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতির এজলাসে এক ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। তখন প্রধান বিচারপতি সেটিকে বিদ্রুপ করে বলেন, যাও, মূর্তির কাছে প্রার্থনা করো, ওর নিজের মাথা ওকেই ফিরিয়ে দিতে বলো। এই কথাতেই আমি অপমানিত ও আহত হই।' রাকেশ কিশোরের অভিযোগ, বিচারব্যবস্থা সনাতন ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়ে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। অভিযুক্ত আইনজীবীর বক্তব্য, 'প্রধান বিচারপতি এমন এক সাংবিধানিক পদে বসে আছেন, যেখানে তাঁর 'মাই লর্ড' শব্দের মর্যাদা বোঝা উচিত। আপনি মরিশাসে গিয়ে বলেছেন, দেশ বুলডোজার দিয়ে চলবে না। তাহলে আমি প্রশ্ন করি, যোগীজির বুলডোজার অভিযান, যা সরকারি জমি দখলমুক্ত করছে, তা কি ভুল? আমি আহত এবং এই আঘাত আমার মধ্যে থেকেই যাবে।'

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের দিকে জুতো ছোড়ার ঘটনা ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কারণ, তাঁর ওপর আক্রমণ বা অবমাননাকর মন্তব্যকে রাজনৈতিক মহল দলিত ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি আঘাত হিসেবেই দেখছে। সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রধান বিচারপতির সঙ্গে যা ঘটেছে তার তুলনা করতে গেলে তা গান্ধি হত্যার সঙ্গে করতে হয়। যে আইনজীবী প্রধান বিচারপতিকে অপমান করেছেন, তিনি আরএসএসপন্থী। এদেশে যেভাবে দলিতদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিহার নির্বাচনে পড়তে পারে। সেটা আঁচ করেই প্রধানমন্ত্রী তড়িঘড়ি আসরে নেমেছেন। বিজেপিও প্রধান বিচারপতির সমর্থনে কথা বলছে।'

ট্রান্সজেন্ডার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : দিল্লি হাইকোর্ট প্রশ্ন তুলেছে, ২০১৪ সালের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা সত্ত্বেও কেন এখনও ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামীদের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ কার্যকর হয়নি। সোমবার আদালত জানায়, দিল্লি সরকার এই বিষয়ে কোনও নীতিগত পদক্ষেপ করেনি, তাই মামলাটি জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় ও বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার ডিভিশন বেঞ্চ দিল্লি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ১০ দিনের মধ্যে বয়স ও যোগ্যতার শিথিলতার সুবিধা ট্রান্সজেন্ডারদের দিতে হবে এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

আদালত মনে করিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের 'নালসা রায়' (ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া)-এ ট্রান্সজেন্ডারদের সমাজ ও শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করে চাকরিতে সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এত বছর পরও সেই নীতি কার্যকর হয়নি।

বেঞ্চ বলেছে, 'সম-অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারের উচিত ছিল সংরক্ষণের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া।' আদালত আরও জানিয়েছে, 'যদি বয়স ও নম্বর শিথিলতার সুবিধা দেওয়া হয়, তবে আবেদন জমার সময়সীমা এক মাস বাড়াতে হবে।'

হত্যার নিন্দা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : রায়বেরেলিতে হরিওম বাল্মীকিকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, 'আমাদের দেশে একটি সংবিধান আছে, যেখানে মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়। একটি আইন আছে যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সুরক্ষা, তাঁদের অধিকার এবং অভিব্যক্তিকে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়। রায়বেরেলিতে যা হয়েছে সেটা এদেশের সংবিধানের প্রতি অপরাধ, দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি অপরাধ এবং এই দেশ ও সমাজের ওপর লেগে থাকা একটি কলঙ্ক।' খাড়গে ও রাহুলের সাফ কথা, 'দেশের দলিত, সংখ্যালঘু এবং গরিবদের ওপর অপরাধের সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যাঁরা বঞ্চিত, বহুজন, যাঁদের পর্যাপ্ত ভাগীদারি বা প্রতিনিধিত্বও নেই তাঁদের ওপরই হিংসা সর্বাধিক হচ্ছে।' ২০১৪ সালের পর থেকে গণপিটুনিতে মৃত্যু, বুলডোজার অন্যায় এবং ভিড়তন্ত্রের মতো ঘটনা বর্তমান সময়ের ভয়াবহ পরিচিতিতে পরিণত হয়েছে বলেও জানান তাঁরা।

স্বজনদের বোমা মারে পাকিস্তান

রাষ্ট্রসংঘে তোপ ভারতের

নিউ ইয়র্ক, ৭ অক্টোবর : রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে ফের কড়া ভাষায় আক্রমণ করল ভারত। মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিষদের (ইউএনএসসি) বিতর্কসভায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতনেনি হরিশ বলেন, 'পাকিস্তান এমন একটা দেশ, যে নিজের জনগণকেই বোমা মারে এবং পদ্ধতিগত গণহত্যা চালায়।'

নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হরিশ বলেন, 'যে দেশ নিজের জনগণকে বোমা মেরে গণহত্যা চালায়, তারা এখন মিথ্যা প্রচারে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে।' হরিশ বলেন, 'প্রতিবছরই পাকিস্তানের বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা শুনতে হয় আমাদের — বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে, যে ভূখণ্ডের প্রতি তাদের লোভ অপরিসীম ও অহেতুক। আমাদের

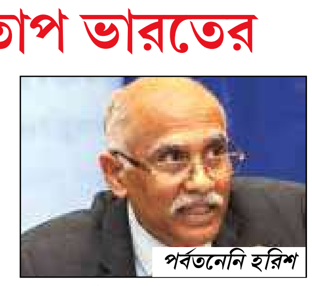

পর্বতনেনি হরিশ

নেতৃত্ব নারী সুরক্ষা, শান্তি ও নিরাপত্তা ইস্যুতে আজও কলঙ্কহীন।'

হরিশ স্মরণ করান, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নামে নিজের নাগরিকদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল এবং চার লক্ষ মহিলার ওপর সংগঠিত ধর্ষণের মাধ্যমে নৃশংসতা ঘটিয়েছিল। তাঁর কথায়, 'বিশ্ব পাকিস্তানের প্রচারযন্ত্রের ভণ্ডামি বুঝে গিয়েছে।' একইসঙ্গে হরিশ জানিয়ে দেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং চিরকাল থাকবে।'

এসআইআরে হস্তক্ষেপ নয়

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : বিহারে ভোট-উত্তাপের মধ্যেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনওপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। কারণ, ওই কাজটি পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। সেক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হলে তা কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপের শামিল হবে।

আগামী দিনে বিহারের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম সহ সারা দেশে এসআইআর করা হবে বলে আগেই জানিয়েছে কমিশন। সেক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা কী, তা সর্বোচ্চ আদালতকে জানাতে বলা হয়েছিল। এদিন বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ বলেছে, 'আপনারা কেন চাইছেন যে আমরা সমস্ত কাজকর্ম নিজেদের কাঁধে নিয়ে নিই? এসআইআর করাটা একেবারেই নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। আমরা যদি তাতে মাথা ঘামাই, তাহলে বিষয়টি নাক গলানোর শামিল হবে।'

'হিস্যা' চাই

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : জাতীয় নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এলে 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতি নিয়ে চলবে বিএনপি। ভারতের সঙ্গে জলচুক্তি এবং সীমান্তে উত্তেজনা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও সেই অবস্থান বজায় রাখা হবে। এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গত দু-দশকে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে নানা বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেছেন লন্ডনে স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকা খালেদা জিয়া-পুত্র। তবে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে যা বলেছেন, তাতে অন্তর্বর্তী সরকারের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে তারেকের বক্তব্যের মূলগত তফাত নেই বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল। তারেক বলেন, 'বিএনপির মূলনীতি একটাই। সবার আগে বাংলাদেশ।' শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশের সুসম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি আমার পানির হিস্যা (অংশ) চাই। আমি দেখতে চাইনা না যে, আরেক ফেলানি (সীমান্তের কাঁটা তারে) ঝুলে আছে। অবশ্যই আমরা এটা মেনে নেব না।'

পদ যাবে

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে (আইসিটি) অভিযোগ দাখিল হলেই হারাতে হবে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা। আইসিটিতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়লে তিনি আর জাতীয় সংসদের সদস্য পদে বহাল থাকতে পারবেন না। ভবিষ্যতেও এই পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন অভিযুক্ত।

শক্তির সুড়ঙ্গ খুলে সম্মানিত তিন বিজ্ঞানী

পদার্থবিদ্যায় নোবেল ২০২৫

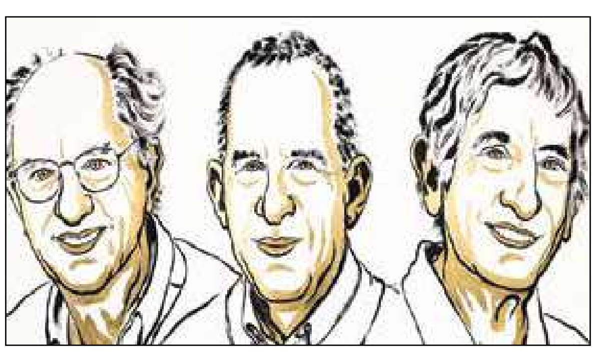

জন ক্লার্ক · মিশেল এইচ ডেভোরে · জন মার্টিনিস

স্টকহোম, ৭ অক্টোবর : পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল তিন বিজ্ঞানীকে। তিনজনেরই বর্তমান কর্মক্ষেত্র আমেরিকা। মঙ্গলবার সম্মানিত বিজ্ঞানীদের নাম ঘোষণা করেছে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি। তারা জানিয়েছে, ২০২৫ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারের জন্য যৌথভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে ব্রিটেনের জন ক্লার্ক, ফ্রান্সের মিশেল এইচ ডেভোরে এবং আমেরিকার জন এম মার্টিনিসকে।

ঠিক কী কারণে পুরস্কার পেলেন তাঁরা? সুইডিশ অ্যাকাডেমি জানিয়েছে, বিদ্যুতের সার্কিটে কোয়ান্টাম কণাদের রহস্যময় আচরণ, অর্থাৎ 'টানেলিং' ও শক্তির ভাগ হওয়া বা কোয়ান্টাইজেশন প্রমাণ করেছেন এবারের পুরস্কারজয়ী বিজ্ঞানীরা। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতের কোয়ান্টাম প্রযুক্তির দরজা খুলে দিয়েছে— যেমন কোয়ান্টাম কম্পিউটার, গোপন তথ্যরক্ষা (ক্রিপ্টোগ্রাফি) এবং অদ্ভুতভাবে নিখুঁত সেন্সর তৈরি করা যাবে এতে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ওঁদের আবিষ্কার কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।'

সুইডিশ কমিটির নিয়ম অনুযায়ী ক্লার্ক, মিশেল এবং মার্টিনিস সমানভাবে ভাগ করে নেবেন ১ কোটি ১০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনরের (প্রায় ১১ লক্ষ ডলার) পুরস্কার।

'মুসলিম মহিলার প্রসব করাব না'

জৌনপুর, ৭ অক্টোবর : আসন্নপ্রসবা এক মহিলাকে ফিরিয়ে দিয়ে বিতর্কে জড়াল উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা হাসপাতাল। জৌনপুরের বাসিন্দা শামা পরভিনের অভিযোগ, হপ্তাখানেক আগে প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছোলেও কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁর ধর্মের কারণে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। তাঁর কথায়, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক নাকি বলেন, 'আমি কোনও মুসলিম মহিলার প্রসব করাতে পারব না।'

অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের সুপার (সিএমএস) মহেন্দ্র গুপ্ত জানান, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। অভিযোগ সত্য নয়।'

ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দুই সাংবাদিক—মায়াঙ্ক শ্রীবাস্তব এবং মোহাম্মদ উসমানের বিরুদ্ধে 'জোর করে প্রসবকক্ষে ঢুকে ভিডিও তোলার' অভিযোগ করা হয়েছে।

বিতর্ক যোগীরাজ্যে

ঘটনাটি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সপা বিধায়ক রাগিণী সোনকরের বক্তব্য, 'প্রসবযন্ত্রণায় কাতর মহিলার মিথ্যে বলার প্রশ্নই ওঠে না। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করে সরকার সত্যিটা ঢাকতে চাইছে।' কংগ্রেস নেতা বিকাশ উপাধ্যায়ও ঘটনার নিন্দা করেন।

রেলযাত্রীদের সুবিধা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : রেলযাত্রীদের সফরের সুবিধার্থে নতুন পদক্ষেপ করল ভারতীয় রেল। এবার থেকে যাত্রীরা কোনওরকম ফি ছাড়াই অনলাইনে নিজেদের কনফার্মড টিকিট পরিবর্তন করতে পারবেন। জানুয়ারি থেকে এই পরিবর্তন চালু হবে। বর্তমানে টিকিট বাতিল করে নতুন টিকিট কাটতে গেলে ক্যান্সেলেশন চার্জ দিতে হয়। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানান, এই ব্যবস্থা যাত্রীস্বার্থের পরিপন্থী। তবে নতুন ব্যবস্থায় টিকিট বুক করলেও সেটা কনফার্মড হবে কি না. তার গ্যারান্টি থাকবে না। পাশাপাশি যদি নতুন টিকিটের দাম বেশি পড়ে, তাহলে অতিরিক্ত পয়সা গুনতে হবে যাত্রীকে।

'ভাইচারা'র শহরে রক্তের দাগ

কটক ৭ অক্টোবর : সহস্রাব্দের ঐতিহ্য ভাঙল গুজবে। কাঠগড়ায় নতুন বিজেপি সরকার।

যে কটক শহর যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলিমের 'ভাইচারা' আর নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রীতির জন্য পরিচিত ছিল, গত সপ্তাহে সেখানেই লাগল রক্তক্ষরণের দাগ। বিসর্জন উপলক্ষ্যে বিবাদ কীভাবে গুজব আর ভিএইচপি-র বাইকর‍্যালির ইন্ধনে ভয়াবহ দাঙ্গায় পরিণত হল, তা দেখে হতবাক রাজ্যবাসী। প্রশ্ন একটাই, ২৪ বছরের শান্তির পর ওডিশায় বিজেপির ক্ষমতা দখলের পরই কি পরিকল্পিতভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে অশান্তি? নবীন পট্টনায়েকের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০২৪-এর ১২ জুন মোহনচরণ মাঝির নেতৃত্বে প্রথম বিজেপি সরকার গঠিত হয় ওডিশায়। এরপর থেকেই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত, খ্রিস্টানদের ওপর হামলা এবং গো-রক্ষকদের বাড়বাড়ন্তের মতো অভিযোগ উঠতে শুরু করে।

ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার। দার্ঘা বাজারে বিসর্জনে উচ্চস্বরের গান, 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান নিয়ে মুসলিমদের একাংশের সঙ্গে শুরু হয় সংঘাত, যা দ্রুত পাথর ছোড়ার ঘটনায় পরিণত হয়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হলেও সমাজমাধ্যমে গুজব ছড়ায়, দু'জন হিন্দুর মৃত্যু হয়েছে—যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

গুজবেরই সুযোগ নেয় ভিএইচপি। রবিবার বিনা অনুমতিতে এক বাইকর‍্যালি বের করে তারা। পুলিশ দার্ঘা বাজারের দিকে মিছিল এগোতে বাধা দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উন্মত্ত ভিএইচপি কর্মীরা ভাঙচুর চালায়, দোকানে (বিশেষত মাংসের দোকানে) আগুন দেয় এবং একটি মলে ঢুকে তাণ্ডব করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন ৩৬ ঘণ্টার কার্ফিউ জারি করে, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। বিরোধী দলনেতা নবীন পট্টনায়েক এবং কংগ্রেস বিধায়ক সোফিয়া ফিরদৌস শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। কটকের মেয়র সুভাষ সিং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'হিন্দু ও মুসলিম প্রজন্ম ধরে ভাই-ভাইয়ের মতো বসবাস করছে। বন্ধন নষ্ট করতে দেওয়া হবে না।' কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এই 'ভাইচারা'য় যে ফাটল ধরল, তা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও ভবিষ্যতের জন্য এক গভীর অশনিসংকেত।

দিনে ঘরনি, রাতে সাপিনি

লখনউ, ৭ অক্টোবর : দিনের বেলা দিব্যি ঘরের কাজ করছেন। কিন্তু রাত হলেই নাকি রূপ বদলে যাচ্ছে তাঁর। তিনি তখন ফণাধর নাগিন। এক ছোবলেই ছবি করে দিতে চাইছেন ঘুমিয়ে থাকা নিজেরই স্বামীকে! বিখ্যাত বলিউড ছবি 'নাগিনা'র মতো গল্পই যেন সত্যি হয়ে যেতে বসেছে উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার অজ গাঁ লোধসায়।

সমাধান দিবসে যখন বিদ্যুৎ, জল, র‍্যাশন কার্ড ইত্যাদি চেনা সমস্যা নিয়ে দরবার করছেন গ্রামবাসীরা, তখন সেখানকার আর এক বাসিন্দা মেরাজ অদ্ভুত সমস্যার সামনে ফেলে দিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তাদের।

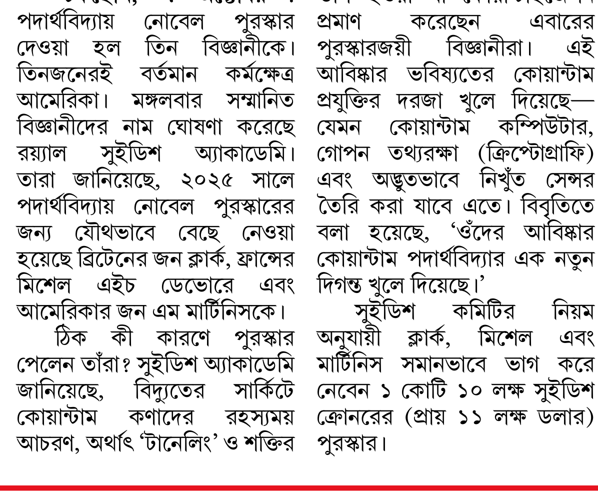

মেরাজের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী নাসিমুন নাকি 'নাগিন'। দিনের বেলায় মানুষের রূপ ধরে থাকলেও রাত হলেই তিনি সাপের রূপ নেন এবং তাঁকে কামড়ানোর চেষ্টা করেন! মেরাজ বলেন, 'আমি মাঝেমাঝে ঠিক সময়ে জেগে উঠি, নাহলে মৃত্যু নিশ্চিত।' তাঁর অভিযোগ, 'মনে হয় স্ত্রী আমাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করে মেরে ফেলতে চায় বলেই এসব করছে।'

খবরটি ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর কেউ লিখেছেন, 'নাগমণিকে পেলে কোথায়?' কেউ লিখেছেন, 'তুমি নিজেও বরং সাপ হয়ে যাও। সাপ-সাপিনির সংসার জমে যাবে!' একজন এমন মন্তব্যও করেছেন, 'তুমি ভায়া ভাগ্যবান হে! বউ হিসেবে পেয়েছ শ্রীদেবীকে!'

তবে মেরাজের কাণ্ডকারখানা নিয়ে নেটাগরিকরা মশকরা করলেও বিষয়টা হালকাভাবে নেননি সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক। তিনি মেরাজের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর মানসিক হয়রানির মামলা দায়ের করে খোঁজখবর শুরু করেছে সীতাপুরের পুলিশ।

ভারতের বাজারে বাংলার দেবী

শুভ্রজিত মিত্র পরিচালিত দেবী চৌধুরানী এবার সারা ভারতের বাজার দখল করতে আসছে। পুজোর মুখে বাংলার এই ছবির বক্স অফিস বেশ ভালো। এখনও রমরমিয়ে চলছে এই ছবি। এর মধ্যেই এডিটেড মোশন পিকচার, মানে এই ছবির প্রোডাকশন হাউস থেকে জানানো হয়েছে যে, ১০ অক্টোবর থেকে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে দেবী চৌধুরানী। কীভাবে টিকিট কাটা যাবে, সে কথা তারা তাদের পোস্টেই উল্লেখ করেছে।

এই খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা জানিয়েছেন, দেশের অন্যান্য রাজ্য যাতে এই ছবি বুঝতে পারে, সেই কারণে ছবিটা সেখানকার ভাষায় ডাব করে দেখানো উচিত। অবশ্য এ বিষয়ে প্রোডাকশন হাউস এখনও মুখ খোলেনি।

প্রসঙ্গত, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হওয়া এই সিনেমা দেখে আরও একবার আপনার গায়ে কাঁটা দেবে। আবারও মনে করাবে, নারীশক্তি যদি চায় তাহলে পৃথিবীর যে কোনও অসাধ্যকে সাধন করতে পারে।

প্রসেনজিৎ এবং শ্রাবন্তী ছাড়া বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন কিঞ্জল নন্দ। প্রফুল্লর শ্বশুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। চিরকালের মতো দাপুটে চরিত্রে তিনি অসাধারণ। প্রফুল্লর সতীনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দর্শনা বণিক, রঙ্গরাজ চরিত্রে অর্জুন চক্রবর্তী এবং নিশি চরিত্রে বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়কে দেখে মুগ্ধ দর্শকরা।

জোর বাজি জিতে নিলেন অনীক দত্ত

রঘু ডাকাত বনাম রক্তবীজ ২ নিয়ে বাজার এখনো বেশ গরম। দেবী চৌধুরানী এইসব বিতর্কে না গিয়ে নিজেকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে ফেলতে চাইছে। তবে দেব এবং শিবু-নন্দিতার মুখোমুখি টক্করের মধ্যে এই পুজোয় যেন অনীক দত্তের বাজার অনেকটাই ফিকে। এমনিতেই তিনি খুব একটা কথাবার্তার ধার ধারেন না। মানুষটি বেশ চুপচাপ। তারপর রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ ভালো জায়গায় নেই অনীক। তাঁর ছবি বড় একটা স্ক্রিন পায় না। সরকারি হল তো পায়ই না।

তাই যত কাণ্ড কলকাতাতেই ছবিটা নিয়ে দর্শক মহলে বিরাট তোলপাড় পড়েনি, বলাই বাহুল্য। তার ওপর আবার আবীর চট্টোপাধ্যায় এই ছবির প্রচার করেননি। কারণ

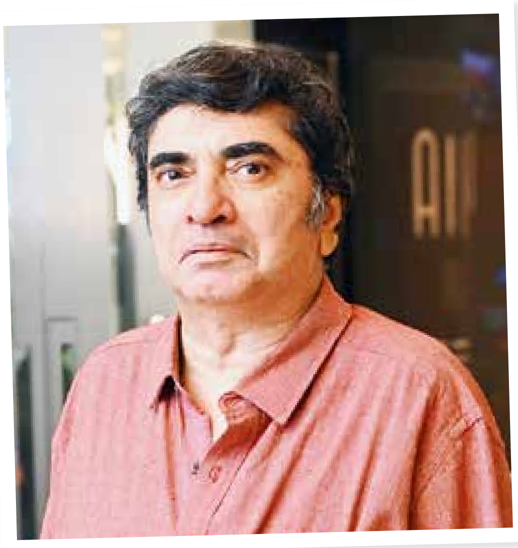

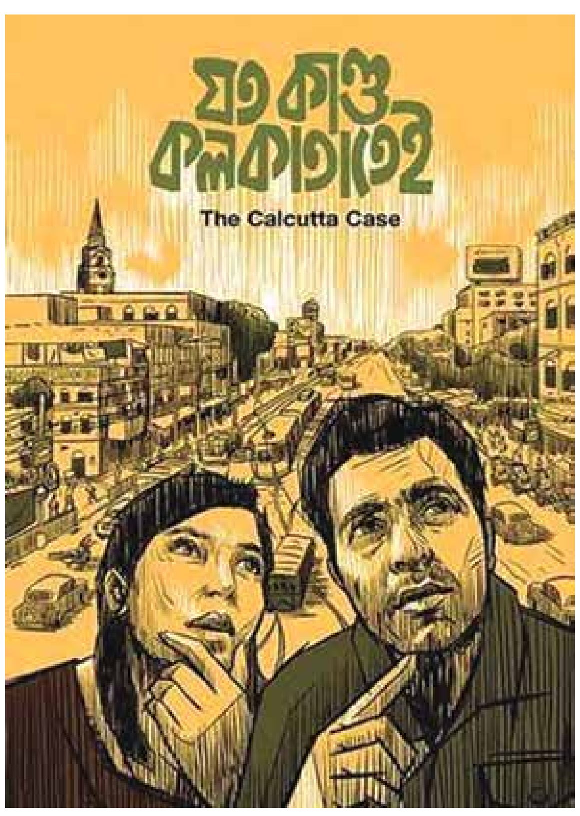

পুজোর ছবির প্রচারের জন্যে তিনি রক্তবীজ টিমের কাছে বাঁধা। তাই নিয়েই অনীক আর আবীরের মধ্যে ভালোই টক্কর লেগেছিল। যদিও আবীরের যুক্তি ছিল যে, অনীকের ছবি আসার কথা ছিল মে মাস নাগাদ। সে সময় প্রচার করতে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু সেই ছবি পিছোতে পিছোতে পুজোয় এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে তিনি নিরুপায়।

তবে এতসব সমস্যা সত্ত্বেও পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় একটা খুব দামি তথ্য তুলে ধরলেন। বক্স অফিসের রিপোর্ট উল্লেখ করে সৃজিত দেখিয়েছেন, বিনিয়োগের নিরিখে পয়সা উশুল হওয়ার ক্ষেত্রে পুজোর বাকি তিনটি বড় ছবিকে টেক্কা দিয়ে প্রথম স্থানে আছে 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই ছবি মেগাহিট। অবশ্য বেছেশুনে ছবি দেখেন যাঁরা, সেই সব দর্শকের বিচারেও অনীক দত্তের ছবিই এবার পুজোয় সেরা।

৬০ কোটির প্রতারণার জন্য শিল্পাকে জিজ্ঞাসাবাদ

মুম্বাই পুলিশের ইকোনোমিক অফেন্সেস উইং, এক ব্যবসায়ীকে ৬০ কোটি টাকার প্রতারণার জন্য অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা এই জেরা চলেছে। জেরায় কি পাওয়া গেল, তা জানা যায়নি। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রা সহ পাঁচজনের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে এই দম্পতির জন্য এই উইং লুক আউট নোটিস জারি করেছিল।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে দীপক কোঠারি নমে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অন্য ব্যক্তি মারফত শেট্টি দম্পতি ৭৫ কোটি ঋণ নেন, তাঁদের কোম্পানি বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট কোম্পানির নামে। সুদের হার ১২ শতাংশ। পরে তাঁরা কোঠারীকে বলেন এটা ঋণ নয়, ব্যবসায় বিনিয়োগ হিসেবে তিনি তাঁর টাকা বিনিয়োগ করেছেন, প্রতি মাসে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে। কোঠারী অবশ্য সেই টাকাও পাননি। এদিকে শেট্টিদের আইনজীবী কোঠারীর অভিযোগকে অসত্য বলে দাবি করে বলেছেন, তাঁরা 'সত্যি'টা উইংয়ের সামনে পেশ করবেন।

ইন্ডিয়ান আইডল থেকে রাজনীতির মঞ্চে?

তাঁর কণ্ঠের জাদুতে কেঁপে গিয়েছিল ইন্ডিয়ান আইডল জুনিয়ারের মঞ্চ। তিনি লোকসংগীত শিল্পী মৈথিলি ঠাকুর। এখনও তাঁর গান শুনে লোকে পাগলপারা হয়ে ওঠে। এবার কি তাঁকে অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে?

মৈথিলির জন্মস্থান বিহার। কিন্তু লালুপ্রসাদের সময়ে বিহার ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন তাঁর পরিবার। সম্প্রতি বিহার ঘুরতে এসেছিলেন মৈথিলি। তাঁর পৈতৃক গ্রামেও গিয়েছিলেন। আর তার পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই আর বিহার বিজেপির নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনোদ তাওড়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

জল্পনা এমনই, বিহার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মৈথিলি। বিজেপির আসনেই লড়বেন। কোথা থেকে? মৈথিলি জল্পনা উসকে দিয়ে বলেছেন, তাঁর নিজের গ্রামের প্রতিই তাঁর টান সবচেয়ে বেশি। সম্ভব হলে সেখান থেকেই দাঁড়াবেন।

তাহলে তাঁর রাজনীতিতে আসাটা কি নিশ্চিত? এখনও বলেননি মৈথিলি। 'দেখা যাক, ভগবানে ভরসা আছে। যা হবে, ভালোর জন্যেই হবে,' এমন উত্তরে আপাতত পাশ কাটিয়েছেন মৈথিলি ঠাকুর।

ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে ফিকি'র একটি আলোচনা সভায় বলিউড অভিনেতা অক্ষয়কুমার। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে। - এএফপি

নতুন ইনিংস শুরু গোবিন্দার

৯০-এর দশকে তাঁর ও করিশমার জুটি ঝড় তুলেছিল বি টাউনে। তাঁর কমিক টাইমিং ও ডান্স স্টাইল বিশেষ করে ফেসিয়াল ডান্স মুভমেন্ট মানুষকে মুগ্ধ করেছিল। সেই গোবিন্দা দীর্ঘকাল পর্দায় বাইরে আছেন। মাঝে স্ত্রী সুনীতার সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনায় মশগুল হয়েছিল মিডিয়ায়। এবার তিনি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আবার পর্দায় তাঁকে দেখা যাবে। তেমনই নিজের ইন্সটাগ্রাম পেজে তিনি জানিয়ে লিখেছেন, নতুন ইনিংসের জন্য পুরো তৈরি। তবে ঠিক কোন প্রোজেক্টে তাঁকে দেখা যাবে, সে কথা তিনি বলেননি। তবে মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন কনসেপ্টের একটি শো, নাম লানে দেন—ইটস অল অ্যাবাউট বিজনেস। আশির দশকে গোবিন্দা তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। মূলত নাচের জন্যই তাঁর নাম হয়। পরবর্তীতে কমেডি নির্ভর ছবিতে তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছোন। রাজনীতিতেও তিনি পা দিয়েছিলেন। ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের এমপি ছিলেন। ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে শিবসেনায় যোগ দেন।

হলিউড অভিনেতার সঙ্গে অনন্যা পান্ডে

অনন্যা পান্ডে এখন প্যারিস ফ্যাশন উইক ২০২৫-এর গালা বিজনেস অফ প্যাশন ৫০০ ক্লাস-এর জন্য সে দেশে। এখানে চ্যানেল ফ্যাশন ব্র্যান্ডের ডেবিউ হবে, এই ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন অনন্যা। এই সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও নেটে ঘুরছে। তারই একটি ছবি অনন্যা ও দ্য মেটিরিয়ালিস্ট ছবির নায়ক পেড্রো পাসকালের। দুজন একসঙ্গে ছবি তুলেছেন এবং কথা বলেছেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। অনন্যা পরেছিলেন কালো ভি নেক টপ, কালো স্কার্ট, পেড্রো পরেছিলেন কালো টি শার্ট ও প্যান্ট। এই শো হচ্ছে সাংগ্রি-লা-হোটেলে। চলতি বছর তিনিই এই শো-তে অংশগ্রহণকারী একমাত্র ভারতীয় নায়িকা। এর আগে শো-তে অংশ নেন প্রিয়াংকা চোপড়া, দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাট, সোনম কাপুর।

একনজরে সেরা ৫

ইন্টারভিউয়ার অক্ষয়

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনি নাগপুরের লোক, কমলালেবু কীভাবে খান—রস করে? তাঁর উত্তর, খোলা ছাড়িয়ে নুন দিয়ে। অক্ষয়ের কথায়, আমি নিশ্চয় খেয়ে দেখব। ২০১৯-এ প্রধানমন্ত্রীকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন আম কীভাবে খান? সেদিন অক্ষয় ট্রোলড হয়েছিলেন। এবারও আক্কি বলেছেন, আমি শোধরাব না। এমন প্রশ্ন ওঁদের করবই।

কাকা সানি

ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ তাঁদের সন্তানের জন্য প্রস্তুত। ভিকির ভাই সানিকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, আমরা শ্বাস বন্ধ করে সেদিনটার জন্য অপেক্ষা করছি, যেদিন ওই বাচ্চাকে আমাদের পরিবারে ওয়েলকাম করব। কেমন কাকা হবেন? তাঁর উত্তর, আমি ওকে নষ্ট করে ছাড়ব—এমন মজার কাকাই হতে চাই।

ঘোড়ার সংগম

সলমন খানের সঙ্গে রাঘব জ্যুয়েল কাজ করেছেন 'কিসি কা ভাই কিসি কা জান' ছবিতে। সেই সূত্রে তিনদিন তিনি কাটিয়েছেন সলমনের পানভেলের ফার্মহাউসে। তাঁর কথায়, রাত তিনটে পর্যন্ত পার্টি করেছি। তারপর সলমন বলেন, চলো ঘোড়ার সঙ্গম দেখা যাক। দেখলাম আমরা। ওইরকম মজা আমি কখনও পাইনি। ফার্মহাউসে জিম, আস্তাবল, সুইমিং পুল সব আছে।

আবার সৌরভ

পরিচালক সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় ১৯৫৪ নামে একটি সিরিজ বানিয়েছেন। এর বিষয়, ওই সময়কালে কলকাতায় বীরেন দত্ত নামে এক নারীলোলুপ সাইকো কিলার ছিল। সে বেলারানি নামে এক মহিলাকে কালীঘাটে খুন করে তার শরীরের টুকরো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। সেই ঘটনারই আবার তদন্ত শুরু হয়, নেতৃত্বে রুদ্রনীল ঘোষ। বীরেন-এর ভূমিকায় সৌরভ দাস।

অন্তঃসত্ত্বা ভারতী

টিভির লাফটার কুইন ভারতী সিংহ সমাজমাধ্যমে স্বামী হর্ষ লিম্বাচিয়ার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন, তাতে ভারতীর স্ফিতোদর স্পষ্ট। তাঁরা ক্যাপশন করেছেন, আমরা আবার অন্তঃসত্ত্বা। প্রথম সন্তান লক্ষ্যর বয়স তিন। ওঁদের কথায় দ্বিতীয় সন্তানের এটাই আদর্শ সময়। মেয়ের শখ এবার হয়তো পূরণ হবে।

মা ক্যান্টিন চালুর দাবি

মেখলিগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : পুজোর ছুটিতে বন্ধ রয়েছে মা ক্যান্টিন। যার ফলে সমস্যায় পড়েছেন মেখলিগঞ্জের সাধারণ মানুষ। মেখলিগঞ্জ শহরের কথা ও গান সাংস্কৃতিক ভবন থেকে মা ক্যান্টিন পরিচালিত হয়। ৫ টাকায় দুপুরে ডিম সহ ভাত, ডাল, সবজি প্রভৃতি পাওয়া যাওয়ায় মেখলিগঞ্জ শহরের প্রচুর মানুষের কাছে ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে মা ক্যান্টিন। মেখলিগঞ্জ পুরসভার তরফে পুজোর আগেই শহরের বাস টার্মিনাস এলাকায় মহকুমা হাসপাতালের রোগীদের কথা ভেবে দ্বিতীয় মা ক্যান্টিনের সূচনা করা হয়। কিন্তু দুটি মা ক্যান্টিন বন্ধ থাকায় সমস্যা বাড়ছে। যার ফলে সাধারণ মানুষকে হোটেল থেকে বেশি টাকায় দুপুরের খাবার খেতে হচ্ছে। যেই টাকা খরচের ক্ষমতা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। শহরের বাসিন্দা মকসেদুল ইসলাম বলেন, 'আমরা ঠিকা কাজ করি। রোজ দুপুরে মা ক্যান্টিনে ৫ টাকার ডিমভাত খাই। পুজো তো শেষ। এখন মা ক্যান্টিন খুললে খুব ভালো হয়। বন্ধ থাকায় খুব সমস্যা হচ্ছে দুপুরে খাওয়ায়।' মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বুধবার থেকে মা ক্যান্টিন খুলে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

৪০টি স্টল হচ্ছে

কোচবিহার, ৭ অক্টোবর : দুর্গাপুজো শেষ হতে না হতেই বাজিমেলার স্টল তৈরির কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে কোচবিহারে। মঙ্গলবার ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা মাঠে কোচবিহার পুরসভা পরিচালিত বাজিমেলার সেই স্টল তৈরির কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। পুরসভার চেয়ারম্যান জানান, বাজিমেলায় মোট ৪০টি স্টল হবে। আগামী ১০ অক্টোবর মেলার উদ্বোধন হবে বলে জানা গিয়েছে।

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক
(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	৭
এ নেগেটিভ	৬
বি পজিটিভ	৭
বি নেগেটিভ	৪
এবি পজিটিভ	৫
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	২
মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৩৩
ও নেগেটিভ	০
দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	৫
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১৫
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৩৮
ও নেগেটিভ	০

দিঘিতে ভাসান চলছেই

মদনমোহনবাড়ির দিঘিতে মহালক্ষ্মীর ভাসান। মঙ্গলবার।

দুর্গাপুজোর বিসর্জনের পর নরসিংহদিঘি, ডাঙ্গরআইদিঘি এবং রাজমাতাদিঘির বেহাল অবস্থা। ছবি : জয়দেব দাস

এমইডি দপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্ন

পুজোয় সরকারি জায়গায় রেস্তোরাঁ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৭ অক্টোবর : সরকারি অফিসের গ্রিলের বাউন্ডারির ভিতর উৎসবের ১০-১২টা দিন টিনের বড় মাপের অস্থায়ী ঘর করে সেখানে দিব্যি এক বেসরকারি রেস্তোরাঁর রকমারি রান্নাবান্নার কাজ চলল। মালপত্র রাখার গুদামও তৈরি করা হয়েছিল। সাগরদিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট চত্বর (এমইডি)-এর ঘটনা। সরকারি এই দপ্তরটি জেলা শাসকের দপ্তরের ১০০ মিটারের মধ্যেই অবস্থিত। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে জোর চর্চাও চলছে।

এমইডি'র কোচবিহারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অভিনন্দন দিন্দার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'পুজোর কয়েকদিন আমাদের অফিস বন্ধ ছিল। কে বা কারা দপ্তরের সীমানার ভেতরে ওরকম শেড তৈরি করেছিল জানা নেই। এ নিয়ে কেউ আমাদের কাছে কোনও অনুমতিও নেয়নি। বুধবার অফিস খোলার পর বিষয়টি আমরা খোঁজখবর নিয়ে দেখব।' এমইডি আধিকারিকর দাবির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁর অন্যতম কর্ণধার প্রলয় সাহা স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা পুজোয় ১০-১২ দিন ফুটপাথে অস্থায়ীভাবে একটি রেস্তোরাঁ চালানোর বিষয়ে পুরসভার কাছে অনুমতি নিয়েছিলাম। তবে দপ্তরের সীমানার ভিতরে রান্নাঘর করার জন্য কারও কাছে কোনও অনুমতি নিইনি।' অনুমতি না নিয়ে তাঁরা এমন কাজ করলেন বলে প্রশ্ন করা হলে প্রলয় নিরুত্তর থেকেছেন।

পুজোর ক'দিন সাগরদিঘির পাড়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরটির সামনে ফুটপাথে অস্থায়ীভাবে একটি বড় রেস্তোরাঁ গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে সেটির রান্নাবান্নার কাজ ও সেখানকার নানা সামগ্রী রাখার জন্য যে এমইডি দপ্তরের সীমানার ভিতরে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা প্রথমদিকে বোঝা যায়নি। আসলে রেস্তোরাঁটি সামনে থাকায় সেটির পিছনদিকটি সেভাবে দেখা যাচ্ছিল না। মঙ্গলবার বিকেলে ওই রেস্তোরাঁটি গুটিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হতেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সরকারি দপ্তরের সীমানায় থাকা রান্নাঘর ও গোডাউনের টিন খুলে নিয়ে আসা শুরু হয়। হাঁড়ি, কড়াই, উনুন থেকে শুরু করে ফ্রিজ সহ রকমারি সরঞ্জামও বের করা হতে থাকে। এরপরই গোটা বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয়।

সরকারি অফিস চত্বর থেকে খোলা হচ্ছে রেস্তোরাঁর কাঠামো। - জয়দেব দাস

অফিস জানে না

- দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে এমইডি অফিসে জায়গা দখল করে রেস্তোরাঁ করা হয়
- মঙ্গলবার এই রেস্তোরাঁর কাঠামো খুলতেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে
- এমইডি দপ্তরের দাবি, পুজোয় অফিস ছুটি থাকায় বিষয়টি অজানা ছিল

শহরের দিঘি ভরছে কাঠামোয়

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৭ অক্টোবর : পুজো কমিটির বৈঠকে পুরসভার তরফে আগেই শহরের দিঘিগুলিতে প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সেই নিষেধাজ্ঞার কোনও তোয়াক্কা না করে শহরের নরসিংহ, রাজমাতা, ডাঙ্গরআই দিঘি সহ একাধিক দিঘিতে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে প্রতিমা। এর পাশাপাশি গৃহস্থালির আবর্জনা থেকে শুরু করে প্লাস্টিকের বোতল সেখানে পড়ে থাকায় দিঘিগুলির বাস্তুতন্ত্র প্রশ্নের মুখে। চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'দিঘিতে প্রতিমা বিসর্জন করা সত্যি অন্যায়। দীর্ঘদিন দিঘির জলে প্রতিমা পড়ে থাকায় প্রতিমার রং জলে মিশে জল দূষণ হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পুজোর মিটিংয়ে ক্লাবগুলিকে সচেতন করা হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই কথা শুনছে না।'

দুর্গাপুজোর পর পেরিয়ে গিয়েছে লক্ষ্মীপুজোও। কিন্তু এখনও শহরের বেশ কিছু দিঘিতে প্রতিমার কাঠামো পড়ে রয়েছে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। অনেকেই দাবি করছেন, পুরসভার নজরদারির অভাবেই এমন ঘটনা ঘটছে। প্রতিমা নিরঞ্জনের পর প্রতিমার রং, গয়না, খড়, ফুল সহ বিভিন্ন সামগ্রী দিঘির জলে মিশে জলকে দূষিত করছে। হেরিটেজের তালিকায় থাকা দিঘিগুলির এই পরিস্থিতিতে জলজ বাস্তুতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পরিবেশপ্রেমী মিঠুন সাহা বলেন, 'দিঘিতে প্রতিমা ফেলা অনুচিত। যাঁরা প্রতিমা দিঘিতে ফেলেছেন, তাঁদের এ বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত ছিল। পুরসভারও বিষয়টি দেখা উচিত।'

কোচবিহার মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাবের সম্পাদক দিলীপচন্দ্র চৌধুরীর ক্ষোভ, 'হেরিটেজ দিঘিগুলির এই পরিস্থিতি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এতে জলজ প্রাণীদের সমস্যা দেখা দেবে।' এখন কতদিনে দিঘিগুলির এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সচেতন নাগরিকরা।

তুফানগঞ্জ হাসপাতালে তটস্থ রোগীরা

প্রসূতি বিভাগে কুকুরের দাপট

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : এ কী অবস্থা! দেখে বোঝার উপায় নেই, পশু হাসপাতাল না মানুষের চিকিৎসার হাসপাতাল! কুকুরকে পাশ কাটিয়ে হাসপাতালের প্রসূতি ও জেনারেল মেল ওয়ার্ডে যাতায়াত করতে হচ্ছে রোগী থেকে তাঁর পরিজনদের। মাঝেমধ্যে কুকুরের গায়ে পা লেগে গেলে তার চিৎকারে ভয়ে লাফিয়ে সরে যাচ্ছেন অনেকে। অভিযোগ, হাসপাতালের ডাস্টবিন থেকে আবর্জনা টেনেহিঁচড়ে হাসপাতাল নোংরা করছে ওই কুকুর, বিড়ালগুলি। এমনই অস্বাস্থ্যকর ছবি ধরা পড়ল তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের সামনে। হাসপাতালের ভেতরে কুকুর ও বিড়ালের অবাধ ঘোরাফেরায় আতঙ্কে রয়েছেন রোগীর পরিজনরা। শুধুমাত্র সদিচ্ছার অভাবে হাসপাতালে অবাধ বিচরণ কুকুর ও বিড়ালের।

তমসের মিয়াঁ নামে এক রোগীর পরিজনের কথায়, 'হাসপাতালের ভেতরে যেখানে-সেখানে কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা আতঙ্কে আছি। প্রশাসনকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত।' যদিও তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল সুপার মৃণালকান্তি অধিকারীর বক্তব্য, 'কেন কুকুর হাসপাতালের ভেতরে ঘোরাফেরা করছে তা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। এবিষয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের সতর্ক করা হবে।'

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কুকুরের হানায় এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। তবুও সেই ঘটনার থেকে শিক্ষা নেয়নি তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল এমনই অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাফাই, হয়তো গেটের ফাঁকফোকর দিয়ে কুকুর, বিড়াল ঢুকে পড়ছে। তা বন্ধের চেষ্টা চলছে।

তুফানগঞ্জ মহকুমার ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি পুরসভা সমেত নিম্ন অসমের ধুবড়ি ও কোকরাঝাড় জেলার মানুষের নির্ভরস্থল এই মহকুমা হাসপাতাল। আর সেখানে চিকিৎসা করাতে এসে চক্ষু চড়কগাছ রোগীর আত্মীয়দের। হাসপাতালে ঢুকলেই দেখা মিলবে অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কুকুর। বক্সিরহাটের এক রোগীর পরিজন নুর হোসেন বলছেন, 'সম্প্রতি প্রতিবেশীর শ্বাসকষ্ট সমস্যাজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কিন্তু রাতে গিয়ে দেখা যায় প্রসূতি বিভাগের সামনে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দুটো কুকুর। মহিলা বিভাগের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিড়াল। হাসপাতালের মতো জায়গায় অবাধে কুকুর, বিড়াল যেভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে সংক্রমণ ছড়াতে খুব বেশি সময় লাগবে না।' একই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন ধলপলের তন্ময় অধিকারীও। তাঁর কথায়, 'শনিবার দাদাকে কোমরে চোটের সমস্যার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। এসেই দেখি করিডরে রাখা ডাস্টবিনের ভিতর থেকে উচ্ছিষ্ট খাচ্ছে কুকুর। হাসপাতালের কর্মীরা ওদের দেখেও তাড়াচ্ছেন না। আমাদের পায়ের এদিক-ওদিকে অনায়াসেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ পায়ে আঁচড় কিংবা কামড়ে দিলে তার দায় কে নেবে?'

তুফানগঞ্জ শহরের বাসিন্দা রমেন চক্রবর্তীর বলছেন, 'এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি হাসপাতালে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কখনোই কাম্য নয়। হাসপাতালের সুস্থ পরিবেশ ফেরাতে কর্তৃপক্ষের আরও নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন।' বহু মানুষ এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। অথচ এমন গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরেই কুকুর-বিড়ালের রাজত্ব! প্রশ্ন উঠছে, নিরাপত্তারক্ষী ও কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে মানবিক চিকিৎসাকেন্দ্র কি ক্রমেই পশু হাসপাতালের চেহারা নিচ্ছে?

হাসপাতালের লেবার ওয়ার্ডে কুকুর।

বাড়ছে উদ্বেগ

- কুকুরকে পাশ কাটিয়ে হাসপাতালের প্রসূতি ও জেনারেল মেল ওয়ার্ডে যাতায়াত করতে হচ্ছে
- মাঝেমধ্যে কুকুরের গায়ে পা লেগে গেলে সেগুলির চিৎকারে ভয়ে লাফিয়ে সরে যাচ্ছেন অনেকে
- হাসপাতালের ডাস্টবিন থেকে আবর্জনা টেনেহিঁচড়ে হাসপাতাল নোংরা করছে কুকুর, বিড়াল
- হাসপাতালের ভেতরে কুকুর ও বিড়ালের অবাধ ঘোরাফেরায় আতঙ্কে রয়েছেন রোগীর পরিজনরা

নোটিশ পাঠাবে পুরসভা

কোচবিহার, ৭ অক্টোবর : পুরসভার অনুমতি ছাড়াই শহরের রাস্তায় বিজ্ঞাপনী তোরণ বসানোয় এবার ক্লাবগুলিকে নোটিশ পাঠাবে পুরসভা। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'পুরসভার অনুমতি না নিয়েই অধিকাংশ ক্লাব বিজ্ঞাপনগুলি লাগিয়েছে। বুধবারের মধ্যেই গেটগুলি খোলার জন্য ক্লাবকে নোটিশ করা হবে।' পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ বলেন, 'আমরা বর্তমানে দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। দুর্যোগ কেটে গেলে বিষয়টি নিয়ে দেখা হবে।'

কোচবিহার শহরের অধিকাংশ রাস্তা দখল করে এখনও রয়ে গিয়েছে বিজ্ঞাপনী তোরণ। রাস্তায় দৃশ্য দূষণের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই হোর্ডিং ও ব্যানারগুলি। শহরের শিলিগুড়ি রোড, নতুন বাজার, সুনীতি রোডে এখনও বিজ্ঞাপনী তোরণ চোখে পড়েছে। বড় বড় বিজ্ঞাপনী তোরণের পাশাপাশি রাস্তা আটকে আলোকতোরণগুলি এখনও না খোলায় সমস্যা বেড়েছে। যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়তে হয় পথচারীদের। পথচারী তন্ময় পাল বললেন, 'পুজো পেরিয়ে গিয়েছে। শহরের কোনও বিষয়ে পুরসভা বা প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।'

বিক্ষোভ মিছিল

কোচবিহার, ৭ অক্টোবর : গাজাকে মার্কিন-ইজরায়েল জোটের উপনিবেশ বানানোর পরিকল্পনাকে ধিক্কার জানাতে এবং গাজায় সমস্তরকম অবরোধ প্রত্যাহার করে প্যালেস্তাইনের শাসনভার সেখানকার জনগণের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিতে কোচবিহারে বিক্ষোভ মিছিল করল এসইউসিআই (সি)। সংগঠনের তরফে উপস্থিত ছিলেন শিশির সরকার, নেপাল মিত্র প্রমুখ।

সুনীতি রোড সংস্কার চলছে। -সংবাদচিত্র

ফের মেরামতি সুনীতি রোডে

কোচবিহার, ৭ অক্টোবর : নতুন করে ফের মেরামত করা হচ্ছে সুনীতি রোড। দুর্গাপুজোর দু'দিন আগে কোচবিহারের বিভিন্ন রাস্তায় তাপ্পি মেরেছিল পূর্ত দপ্তর। এদিকে শনিবার রাতের বৃষ্টিতে ফের রাস্তাগুলির কঙ্কালসার দশা। তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। সুনীতি রোডের হাসপাতাল চৌপথি মোড়ের কাছে তৈরি হওয়া বিশাল গর্তটি পথচলতি মানুষের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। বিশালাকার গর্তটি দিনেরবেলা কিছুটা দেখা গেলেও রাতের অন্ধকারে একেবারেই বোঝা যায় না, ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এদিকে মঙ্গলবার ওই রাস্তাটি নতুন করে মেরামত শুরু করেছে পূর্ত দপ্তর।

শুধু সুনীতি রোড নয়, একই অবস্থা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ রোডেরও। অ্যাসোসিয়েশন অফ বেটার কোচবিহারের সম্পাদক তথা আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'একটু বৃষ্টিতেই জল জমে যায় সুনীতি রোডে। রাস্তাটি ৮ ইঞ্চি মতো উঁচু করার পরিকল্পনা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ মাঝেমধ্যেই মেরামতির কাজ হয়। এইভাবে মেরামতে পয়সা খরচ না করে অবিলম্বে রাস্তাটি নতুন করে করার দাবি রাখছি।' বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ জানালেন, রাস্তার যে জায়গাগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেগুলি মেরামতের কাজ চলছে। রাস্তাটি উঁচু করার জন্য ডিপিআর তৈরি করা হচ্ছে। অনুমোদন এলে রাস্তার কাজ শুরু হবে।

বেতন অমিল, অনটনে মন্দিরের কর্মীরা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৭ অক্টোবর : পুজো উপলক্ষ্যে সাধারণত অফিসের বেতন মাস শেষ হবার কয়েকদিন আগেই দিয়ে দেওয়া হয়। অথচ অক্টোবর মাসের ৭ তারিখ পার হয়ে গেলেও এখনও সেপ্টেম্বর মাসের বেতন পেলেন না দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মীরা। এতে ঠিকাকর্মীরা সংসার চালাতে সমস্যায় পড়েছেন। এবার তাঁদের পুজোর বোনাসও পুজো শুরু হয়ে যাওয়ার পরে একবারে শেষ মুহূর্তে দেওয়া হয়েছে। অন্যবার পুজোর মাসে বেতনও আগে দিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এবার এখনও মেলেনি। কবে মিলবে কেউ কিছু জানাতে পারছেন না। তাতে ক্ষোভ বাড়ছে। বিষয়টি জানতে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্রা লামাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

এক ঠিকাকর্মী বিনোদ দেওরি বলেন, '১০ বছর ধরে কাজ করছি। মাসে বেতন পাই মাত্র ৯ হাজার ২৫৩ টাকা। এই টাকা দিয়ে এমনিতেই সংসার চলে না। তার উপর পুজোর মাসে ৭ তারিখ পার হয়ে গেলেও আমরা এখনও বেতন পেলাম না। এতে সংসার চালাতে খুবই সমস্যায় পড়েছি।' কর্মী লংকেশ্বর সিংহ বলেন,'গত ১৫ বছর ধরে এখানে কাজ করছি। মাসে মাত্র ১০ হাজার টাকা বেতন পাই। এখনও পর্যন্ত বেতন না পাওয়ায় ছেলের মাস্টারের টাকা পর্যন্ত দিতে পারছি না।'

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে মদনমোহন মন্দির, রাজমাতা মন্দির, ডাঙ্গরাই মন্দির, হিরণ্যগর্ভ মন্দির, বাণেশ্বর, গোসানিমারির কামতেশ্বরী মন্দির নিয়ে জেলায় এবং জেলার বাইরে ১৪৫ জনের মতো কর্মী রয়েছেন। এর মধ্যে ১১০ জনের মতো অস্থায়ী কর্মী এবং ৩০-৩৫ জন স্থায়ী কর্মী। মাসে এঁদের বেতন দিতে সবমিলিয়ে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়।

সাফাইকর্মী রুনা হরিজন বলেন, 'আমরা খুবই সামান্য টাকা বেতন পাই। এখনও পর্যন্ত বেতন না পাওয়ায় আমাদের খুবই সমস্যা হচ্ছে।' সাফাইকর্মী লক্ষ্মী হরিজনের গলাতেও একই সুর।

কোচবিহারের মদনমোহনবাড়ি। -সংবাদচিত্র

অনিশ্চয়তায় শঙ্কা

- সেপ্টেম্বর মাসের বেতন এখনও মেলেনি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মীদের
- ঠিকাকর্মীরা পুজোর মাসে সংসার চালাতে সমস্যায় পড়েছেন
- এবার পুজোর বোনাসও হয় পুজো শুরু হয়ে যাওয়ার পরে একবারে শেষমুহূর্তে
- অন্যবার পুজোর মাসের বেতন আগে মিললেও এবার কবে মিলবে কেউ জানাতে পারছেন না

SILIGURI TEA TRAINING INSTITUTE
ADMISSION OPEN
POST GRADUATE DIPLOMA IN TEA MANAGEMENT
Duration: 6 Months Course Fee : Rs. 50,000/- (Payable in 5 installments)
CERTIFICATE COURSE IN TEA MANAGEMENT
Duration: 4 Months Course Fee : Rs. 40,000/- (Payable in 4 installments)
SHIVMANDIR, SILIGURI 8372059506 / 9800050770

স্মৃতিচিহ্ন আগলে শপথ রাই হাউসে

প্রথম পাতার পর

‘প্রস্তর খসিয়াছে ভূমে প্রস্তরের পরে/ চারিদিকে ভগ্নস্তূপ, তাহাদের তলে/ লুপ্ত স্মৃতি; শুষ্ক তৃণ কাল-নদী জলে/ ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে!’- প্রিয়জনদের স্মৃতি ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গে এভাবেই আক্ষেপ করেছিলেন কামিনী রায়। তবে চোখের জল মুছতে মুছতে নিশা বলেন, দোতলায় বাবা-মায়ের শোয়ার ঘরটিই স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সাজিয়ে রাখব আমরা। তক্তপোশটি সেখানেই থাকবে।’

মিরিক লেকের একশো মিটারের মধ্যেই রাই হাউস। বাড়ির পাশে এবং পেছনে খানিকটা ফাঁকা জমি রয়েছে। তবে বড় কোনও ঢাল বা বাঁকে বাড়িটি তৈরি হয়নি। বাড়ির সদস্যরা তো বটেই, রাই হাউসে ধস নেমে কারও মৃত্যু হতে পারে সেকথা প্রতিবেশীরাও কল্পনা করতে পারেননি। ঘটনার দু’দিন পরেও কারওই ধন্দ কাটছে না। প্রয়াত বিজেন্দ্রর প্রতিবেশী এটি রাইয়ের কথা, ‘সকালে সব দেখে আমরা তো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। পাথর নেই, শুধুই মাটি ধুয়ে সব শেষ করে দিল।’

রাই দম্পতির দুই মেয়ে, নিশা এবং সতমা। ছেলে লোকেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। নিশার বিয়ে হয়েছে মিরিকেই, আর সতমার নেপালে। দশেরা উপলক্ষ্যে দুই বোন সপ্তাহখানেক আগেই বাড়িতে এসেছিলেন। অন্যান্য সময় সন্ধ্যার মধ্যেই কার্যত ঘুমিয়ে পড়ে মিরিক। দুর্ঘটনার দিন সবাই মিলে আনন্দ করে রাত এগারোটা নাগাদ ঘুমোতে গিয়েছিলেন। রাতের আনন্দ পরের দিন সকালে বিষাদে পরিণত হয়। পাশের ঘরে ঘুমোলেও নিশা এবং তাঁর স্বামী ধস নেমে বাবা, মা, বোনের চাপা পড়ার বিষয়টি বুঝতেই পারেননি। সেই আক্ষেপ কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তাঁরা। নিশার কথায়, ‘এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল যে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির কথাও ভালোমতো শোনা যাচ্ছিল না। রাতে একবার হালকা আওয়াজ শুনেছিলাম। সেটা যে ধসের তা কল্পনাও করতে পারিনি। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর পাশের ঘরে মোবাইল চার্জার আনতে গিয়ে সর্বনাশের দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠি।’ ‘আগে টের পেলে হয়তো কিছু করা যেত’- বারবার সেকথাই আওড়াচ্ছিলেন নিশা। তাঁর স্বামী রিনচেন লামার গলাতেও আক্ষেপের সুর, ‘পাশের ঘরে এতবড় ঘটনা কেন টের পেলাম না তা কোনও অঙ্কেই মেলাতে পারছি না। এই অপরাধবোধ সারাজীবনেও মিটবে না।’

স্মৃতিসুধায় ভরা বিদায়ের পত্রে কবিগুরু লিখেছিলেন, ‘নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোক রেখা’। এই আলোক রেখা আসলে অন্ধকার থেকে মুক্তির ইঙ্গিত। অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাহাড় কেটে বাড়ি তৈরি করে নিজেদের ডেকে আনা বিপর্যয়ে কান্নার রোল উঠেছে মিরিকজুড়ে। এদিন পড়ন্ত বেলায় সেই কালো কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্য করার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল নিশার চোখে। রাই হাউস ছাড়ার সময় বললেন, ‘ধসের কারণে আমার মতো কেউ যেন আর মাতৃহারা না হন তারজন্য অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাহাড় কেটে বাড়ি তৈরি নিয়ে সবাইকে সচেতন করব।’ মঙ্গলবার প্রায় পর্যটকশূন্য ছিল মিরিক। দোকানিদের আয় কার্যত কিছুই হয়নি। তবে এদিন নিশার শপথই ছিল মিরিকের পরম পাওয়া।

পৃথিবীর পাঠশালা

অবসরেও তুমিই স্বপ্নে

কুকুর কি স্বপ্ন দেখে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, সম্ভবত আপনিই তাদের স্বপ্নের নায়ক! মানুষের মতোই কুকুরদেরও ঘুমের কিছু পর্যায় আছে। আর তখনই তারা স্বপ্ন দেখে। এ সময় তাদের চোখ নড়ে, পা কাঁপে, আর মুখ থেকে ছোট ছোট শব্দ বের হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কুকুররা দিনেরবেলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ঘুমের মধ্যে আবার মনে করে। তাই যখন আপনি খেলেন বা তাদের কিছু শেখান, তখন ঘুমের মধ্যেও তাদের মস্তিষ্কে সেই স্মৃতিগুলো ফিরে আসে। একজন হার্ভার্ড গবেষক বলেন, ‘যেহেতু স্বপ্ন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি, তাই কুকুররাও সম্ভবত তাদের চেনা-পরিচিত দৃশ্যগুলোই দেখে। যেমন, বল তাড়া করা, আপনার কণ্ঠস্বর শোনা, বা আপনার সঙ্গে খেলা করা। তাই পরের বার যখন আপনার প্রিয় পোষা প্রাণী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পা নাড়বে, বুঝবেন, তাদের ছোট্ট মস্তিষ্কে চলছে আপনার সঙ্গে খেলার মজার কোনও মুহূর্তের স্মৃতি।

সিলদের নতুন প্ল্যাটফর্ম

আর্কটিক অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। তাতে সেখানকার বন্যপ্রাণ, বিশেষ করে সিলদের জীবন বিপন্ন। কিন্তু নরওয়ের বিজ্ঞানীরা এর এক অভিনব সমাধান খুঁজে বের করেছেন। তাঁরা সিলদের জন্য ভাসমান বরফের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন। এই প্ল্যাটফর্মগুলো প্রাকৃতিক বরফের মতো কাজ করে, যা সিলদের বিশ্রাম ও প্রজননের জন্য নিরাপদ জায়গা করে দেয়। এগুলি টেকসই, বিষাক্ত নয় এমন বস্তু দিয়ে তৈরি, যা বছরের পর বছর জলে ভেসে থাকতে পারে। প্ল্যাটফর্মের ওপর খাঁজ কাটা আছে। এতে সিলদের সংখ্যা এবং পরিবেশের অবস্থা বোঝার জন্য স্মার্ট সেন্সরও লাগানো আছে। এটি সিল শিশুদের বেড়ে ওঠা ও সাঁতার শেখার জন্য উপযুক্ত স্থান। এটি শুধু একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল নয়, বরং পরিবর্তিত পৃথিবীতে প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার একটি প্রতীক।

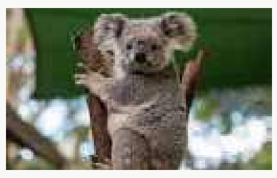

ঘুমের পরে প্রেম

মর্দা কোয়ালারা প্রথমে জোরে ডেকে ওঠে, যাতে মাদি কোয়ালারা তাদের খুঁজে পায়। যদি কেউ সাড়া না দেয়, তবে তারা তাড়া করে না, বরং বিশ্রাম নেয়। কারণ, শক্তি সঞ্চয় করা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরে আবার চেষ্টা করে। মাদি কোয়ালারা নিজেদের পছন্দমতো মর্দা কোয়ালাকে বেছে নিতে পারে। যদি তাদের পছন্দ না হয়, তাহলে তারা তাকে দূরে ঠেলে দেয় অথবা গাছের পাতলা ডাল বেয়ে ওপরে উঠে যায়, যেখানে মর্দা কোয়ালা যেতে পারে না। এমনকি বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর কিছু মর্দা কোয়ালাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছেন! কোয়ালারা ইউক্যালিপটাস পাতা খায়, যা থেকে খুব কম শক্তি পাওয়া যায়। তাই দিনে তারা প্রায় ২০-২২ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটায়। তাই ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়া তাদের কাছে কোনও ড্রামা নয়, বরং একটা কৌশল। এভাবে তারা পরের সুযোগের জন্য শক্তি জমিয়ে রাখে।

পরিষ্কার করতে গিয়ে ক্ষতি

ঘর পরিষ্কারের জন্য যে স্প্রে ব্যবহার করা হয়, তা আমাদের ফুসফুসের জন্য কতটা ক্ষতিকর, তা কি আমরা জানি? ইউনিভার্সিটি অফ বার্গেনের একটি ২০ বছরের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত রাসায়নিক পরিষ্কারক ব্যবহার করেন, তাঁদের ফুসফুসের ক্ষতি ২০ বছর ধরে দিনে এক প্যাকেট সিগারেট খাওয়ার ক্ষতির সমান। এটি বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কারণ তাঁরাই সাধারণত এই কাজগুলো বেশি করেন। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো শ্বাসনালিতে জ্বালা সৃষ্টি করে, যা শ্বাসযন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতি করে। এর ফলে শ্বাসকষ্ট এবং হাঁপানির মতো রোগ বাড়তে পারে। গবেষকরা পরামর্শ দিচ্ছেন, নিরাপদ বিকল্প যেমন- জল ও মাইক্রো ফাইবার কাপড় ব্যবহার করার জন্য। এতে আমরা নিজেদের ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখতে পারব।

কোজাগরির রাতে গণধর্ষণ

বেধড়ক মার বন্ধুকেও, দুষ্কৃতীদের ফাঁসি চান কিশোরীর মা

পরাগ মজুমদার

যা ঘটেছে

- কিশোরীকে লক্ষ্মীপুজোর দিন তার এক বন্ধু ঠাকুর দেখতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়
- ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় তারা একটি ধাবাতে বসে রাতের খাবার খায়
- বাড়ি ফেরার পথে নির্জন এলাকায় জনা পাঁচেক তরুণ তাদের স্কুটার ঘিরে পথ আটকে দাঁড়ায়
- কিশোরীর বন্ধুকে বেধড়ক মারধর করে, কিশোরীকে গণধর্ষণ করে

বহরমপুর, ৭ অক্টোবর : সোমবার রাতে তখন কোজাগরি পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছে। বাড়ি বাড়ি শঙ্খ বাজিয়ে, সুগন্ধী ধূপ জ্বেলে আসন পেতে চলছে মা লক্ষ্মীর বন্দনা। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই এক ভয়ংকর ঘটনার সাক্ষী থাকল মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার সালারের একটি এলাকা। গ্রামের এক কিশোরী স্কুল পড়ুয়া একজনের সঙ্গে স্কুটারে করে বাড়ি ফিরছিল। সেসময় একদল তরুণ তাদের পথ আটকে দাঁড়ায়। তারপর কিশোরীর সঙ্গে থাকা বন্ধুকে বেধড়ক মারধর করে। সেসময়ে ওই কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর ফাঁকা কেনেলপাড়ের ধারের মাঠে তাকে ফেলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সারারাত সেখানেই পড়ে থাকে ওই কিশোরী। পাশেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে তার বন্ধুও। মঙ্গলবার সকালে ওই কিশোরীকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের ফাঁসির দাবি তুলেছেন স্কুল পড়ুয়া ওই কিশোরীর মা।

অভিযোগ, ওই কিশোরীকে লক্ষ্মীপুজোর দিন তার এক বন্ধু ঠাকুর দেখতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় তারা একটি ধাবাতে বসে রাতের খাবার খায়। এই পর্যন্ত সব ঠিক থাকলেও তার পরেই ঘটে যায় চরম বিপত্তি। বাড়ি ফেরার পথে নির্জন এলাকায় জনা পাঁচেক তরুণ তাদের স্কুটার ঘিরে পথ আটকে দাঁড়ায়। তাদের উদ্দেশে নানা কুমন্তব্য করতে শুরু করে। সেসময়ে কিশোরীর সঙ্গে থাকা তার বন্ধু প্রতিবাদ করলে তাদের সঙ্গে প্রথমে বচসা, তারপর হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। কিশোরীর বন্ধুকে বেধড়ক পিটিয়ে সেখানে ফেলে দেয় ওই মত্ত দুষ্কৃতীরা। তারপরই ওই স্কুল পড়ুয়া কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এই নারকীয় অত্যাচারের ফলে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তাকে ফেলে পালায় ওই দুষ্কৃতীরা।

এদিন ওই নির্যাতিতাকে উদ্ধারের পর মেডিকেল পরীক্ষার জন্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। ধৃত দুজনকে এদিন কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক টিআই প্যারেড না হওয়া পর্যন্ত তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, ‘আমরা পুরো বিষয়টার ওপর গুরুত্ব সহকারে নজর রেখে তদন্ত করছি। নির্যাতিতার নিরাপত্তার দিকটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাকিরা খুব দ্রুত গ্রেপ্তার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।’ পাশাপাশি নির্যাতিতার পরিবারের তরফে তার মা বলেন, ‘যেভাবে আমার মেয়ের সঙ্গে এমন নারকীয় ঘটনা ঘটনো হয়েছে, তাতে ওই অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। ওদের ফাঁসি হওয়া উচিত।’

গ্যাস লিক করে অসুস্থ ৭ শ্রমিক

বহরমপুর, ৭ অক্টোবর : বেঙ্গালুরুর বীরদি কারামানি এলাকায় গ্যাস লিক করে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ মুর্শিদাবাদ জেলার সাত পরিযায়ী শ্রমিক। ছটফট করতে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তাঁরাই আহতদের উদ্ধার করে বেঙ্গালুরুর ভিক্টোরিয়া সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই শুরু হয়েছে তাঁদের চিকিৎসা। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটজনক। মঙ্গলবার দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই এই দুঃসংবাদ ওই শ্রমিকদের পরিবারের কাছে পৌঁছাতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার কথা জানতে পেরেই অগ্নিদগ্ধ পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের কয়েকজন বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

ভয়াবহ এই বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ শ্রমিকরা হলেন মিনারুল শেখ, জিয়াবুর শেখ, হাসান মণ্ডল, তাজিবুর শেখ, নুরজামাল শেখ, শাফিজুল শেখ ও জাহিদ আলি। তাঁদের মধ্যে জাহিদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার খিদিরপুর এলাকায়। বাকি ছয়জনের বাড়ি বহরমপুর মহকুমার রাজধরপাড়ার পিরতলা গ্রামে। সকলেই কমবেশি কিছুদিন আগে কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয়। যার মধ্যে হাসান মাত্র সপ্তাহখানেক আগে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। সকলেই বেঙ্গালুরুর সারজাপুরা এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে শুরু করেছিলেন।

ত্রাণ দিতে গিয়ে ফের আক্রান্ত মনোজ

কুমারগ্রাম, ৭ অক্টোবর : দুর্গতদের ত্রাণ দিতে গিয়ে মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগর কলোনির পর এবারে কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়িতে বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ ফের আক্রান্ত হলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ত্রাণ বিতরণে বাধা দিলে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে বলে অভিযোগ। বচসা ধাক্কাধাক্কিতে গড়ায়। একটা সময় উভয়পক্ষ মেজাজ হারালে সংঘর্ষ শুরু হয়। উভয় দলের কর্মী-সমর্থকরা জখম হন। বিধায়কের দেহরক্ষী দুই সিআইএসএফ জওয়ানও আহত হন। জবাবে সিআইএসএফ জওয়ানরা পালটা লাঠিচার্জ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেখে বিধায়ক এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ত্রাণসামগ্রী রেখে গ্রাম ছাড়েন। তখন বিধায়ককে উদ্দেশ্য করে গালমন্দ করার পাশাপাশি তৃণমূলের নেতা সহ কর্মী-সমর্থকদের একাংশ গো ব্যাক স্লোগান দেন বলে অভিযোগ। ফেরার সময় পাথর ছুড়ে বিজেপি নেতাদের গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। ঘাসফুল শিবির অভিযোগ মানতে চায়নি।

মনোজ বলেন, ‘যেখানে যেখানে বন্যার জল ঢুকছে, সেখানে গিয়ে আমরা দলের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ত্রাণ বিলি করছিলাম। সোমবার মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগরে ত্রাণ বিতরণে বাধা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভেবেছিলাম। এদিন বিত্তিবাড়িতে ফের তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ত্রাণসামগ্রী বিতরণে বাধা দেন। অতর্কিতে আক্রমণ হেনে দলের মহিলা কর্মী সহ অনেককে জখম করা হয়েছে। গাড়ি ভাঙচুর করেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও ছাড়েনি। তাঁদেরও আঘাত করা হয়েছে। তৃণমূলের হার্মাদবাহিনীর আক্রমণ এবং বাধার মুখে পড়ে ত্রাণ

কুমারগ্রাম

বিতরণ করতে পারিনি। গোটা বিষয়টি দলের ওপরমহলকে জানিয়েছি।’

তাঁদের দিকে তোলা অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম উত্তর অঞ্চল সভাপতি তনুময় দাস মানতে চাননি। তনুময়ের কথায়, ‘গ্রামবাসীরাই ত্রাণ বিতরণে বাধা দিয়েছেন। দুই-তিনদিন আগে বন্যা পরিস্থিতির কারণে বাসিন্দারা জলকাদায় রীতিমতো বিপাকে পড়েছিলেন। তখন বিজেপি নেতা বা বিধায়ক, কেউই এখানে আসেননি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গতদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন ভোটের রাজনীতির স্বার্থে বিধায়ক সামান্য কিছু ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন। যা দেখে গ্রামবাসীরা খেপে যান।’ তৃণমূলের কুমারগ্রাম উত্তর অঞ্চল চেয়ারম্যান কাঞ্চন সরকারের দাবি, ‘জল নেমে গিয়েছে। বিধায়ক এখন শুকনোর মধ্যে রাজনীতি করতে এসেছেন। এটা গ্রামবাসীরা মেনে নিতে পারেননি। তাই বাধা দিয়ে তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন।’

মঙ্গলবার মনোজ দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ত্রাণ বিতরণের জন্য বিত্তিবাড়িতে আসেন। গ্রামে ঢোকার মুখে দু’-একজন গ্রামবাসী তথা তৃণমূল সমর্থক তাঁদের বাধা দেন। ত্রাণ নেবেন না বলে ফিরে যেতে বলেন। সেই বাধা অগ্রাহ্য করেই বিধায়ক সহ বিজেপির নেতা-কর্মীরা গ্রামে ঢোকেন। ত্রাণ বিতরণ নিয়ে আলোচনার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে চোটপাট শুরু করেন বলে অভিযোগ। ত্রাণ বিতরণ করা যাবে না এমন হুমকি দিয়ে বিধায়ককে ফিরে যেতে বলেন। তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক গ্রামবাসীরাও গো ব্যাক স্লোগান তুলে বিধায়কের দিকে তেড়ে যান। উভয় তরফেই পরস্পরকে হুমকি দেওয়া চলতে থাকে। যা একসময় ধস্তাধস্তি, চড়-থাপ্পড়-লাথি-ঘুসির চেহারা নেয়। বাধ্য হয়ে ত্রাণ বিতরণ না করেই বিধায়ক গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হন।

অতিষ্ঠ সহায়সম্বলহীন বন্যাকবলিত মানুষ

সাহায্য নয়, রিল বানাতেই ভিড়

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৭ অক্টোবর : একদিকে কৌতূহল অন্যদিকে ক্যামেরা। দুইয়ের গেরোয় যেন দুর্ভোগ আরও কয়েক মাত্রা ওপরে। চারদিকে জল আর জল, সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের অসহায় মুখ কিংবা হাহাকার। তার মধ্যে প্রয়োজনীয় ছিল সাহায্য করার মতো ভরসার হাত। তবে ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকা নদীতীরের বন্যাকবলিত এলাকার মানুষ অনবরত কয়েকটা হাত দেখতে পাচ্ছেন বটে। তবে তাতে ধরা মোবাইল। একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে ছবি তোলা আর রিল, বানানোর হিড়িক। অন্যদিকে, কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন বন্যাদুর্গত এলাকা দেখতে। আর এতেই অতিষ্ঠ এলাকার প্রায় কয়েক হাজার মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, এমন বিপর্যয়ের মুহূর্তেও কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে নয় বরং ছবি তুলতে তাঁদের এলাকায় ছুটে আসছেন। এলাকাবাসীর কাতর অনুরোধ, ‘আমাদের পাশে দাঁড়ান তবে তা না পারলেও অন্তত এলাকায় অযথা ভিড় করবেন না।’ এদিকে, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ এই দুঃসময়ে রিল না বানিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত বলে মন্তব্য করেন।

গত রবিবার সকাল থেকেই ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি ও চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়া, চারেরবাড়ি, রথেরহাট, জলদানের বাড়ি, ভাঙ্গারহাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকার ছবিটাই যেন বদলে গিয়েছে। জলঢাকার বাঁধ ভেঙে

মোবাইল হাতে রিল তৈরিতে ব্যস্ততা বন্যাকবলিত এলাকায়।

> বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়েছি। আমরা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। রবিবার বাড়ি ফিরে দেখি একমাত্র থাকার ঘর নেই। আসবাবপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। সেসব দেখতেই প্রচুর মানুষ আসছেন। নানা প্রশ্ন করছেন মোবাইল হাতে। তবে কেউ কেউ অবশ্য খাবার ও জল দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।
>
> **হরিপদ রায়**
> ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসী

সহায়সম্বল হারিয়ে গৃহহীন এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। চারদিকে কেবল ধ্বংসস্তূপ। তার মধ্যে জল কমার পরে গ্রামবাসীরা যখন নিজেদের ভিটেমাটি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তখনই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে রিল বানাতে আসা কিংবা বন্যা দেখতে আসা উৎসাহী জনতার ভিড়। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগুনতি মানুষ এলাকায় আসছেন। এমনকি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনকেও ওই কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মঙ্গলবার তারারবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় দেখা যায় বাঁশের ব্যারিকেড করে এলাকা আটকে দিয়েছে প্রশাসন।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মোবাইল হাতে রিল বানাতে আসা তরুণ-তরুণীরা নানা প্রশ্ন করে বা ছবি, ভিডিও তুলে বিরক্ত করছেন। এ নিয়ে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়ার তারারবাড়ির বাসিন্দা হরিপদ রায় বললেন, ‘বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়েছি। আমরা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। রবিবার বাড়ি ফিরে দেখি একমাত্র থাকার ঘর নেই। আসবাবপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। সেসব দেখতেই প্রচুর মানুষ আসছেন। নানা প্রশ্ন করছেন মোবাইল হাতে। তবে কেউ কেউ অবশ্য খাবার ও জল দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।’

অন্যদিকে, জলদানেরবাড়ির আরেক স্থানীয় বাসিন্দা ললিত রায় জানান, তাঁর কাঠের ঘরের একাংশ ভেঙে পড়েছে। যাঁরা আসছেন তাঁরা কোনও বাধাই শুনছেন না। এত মানুষ আসায় ক্ষতি ও বিরক্তি আরও বাড়ছে বলেই তাঁর মত। এদিকে, ধূপগুড়ির ডাউকিমারি থেকে আমগুড়িতে রিল বানাতে এসেছিলেন এক তরুণ দিলীপ রায়। তাঁর বক্তব্য, ‘বন্যা নিয়ে আমার পরিবার ও এলাকার মানুষের কৌতূহল রয়েছে। তাই ভিডিও তুলে ও রিল বানিয়ে সকলকে দেখাব।’

মিরিকে শুভেন্দু, দুধিয়ায় মমতা

প্রথম পাতার পর

এরপর দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে মিরিকে যান। কিছুক্ষণ বাদেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বাগডোগরায় নামেন। তিনি বাগডোগরা থেকে সোজা মিরিকের উদ্দেশে রওনা দেন। মিরিকে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। মৃত এবং আহতদের পরিবারের সঙ্গে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সমস্ত রিপোর্ট কেন্দ্রে জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। কিরেনের বক্তব্য, ‘এই অঞ্চলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছেন। সমস্ত রিপোর্ট তিনি দিতে বলেছেন। অন্যদিকে, আমাদের সাংসদ এবং বিধায়কদের ওপর যে হামলা হয়েছে সেটার রিপোর্ট রাজ্যের কাছে চাওয়া হয়েছে। দ্রুত রিপোর্ট না দিলে আমরা পদক্ষেপ করব।’

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও মিরিকে গিয়ে আহত এবং নিহতদের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চৈতন্যপুরে রাধারঞ্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেওয়া অসহায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু। সেখানে আটটি পরিবারকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতা করারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

স্ক্যান মেশিন

প্রথম পাতার পর

আরেক রোগীর পরিজন শম্ভু বর্মন বললেন, ‘মেশিন বিকল হতেই পারে। তাই বলে বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে না, তা তো হতে পারে না। একাধিক মেশিন থাকলে এই সমস্যা হত না। মেডিকেল কলেজে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ মেশিনগুলির বিকল্প ব্যবস্থা রাখা উচিত।’

হাসপাতালে রোগীদের পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ে মাঝেমধ্যেই বিস্তর অভিযোগ ওঠে। আল্ট্রাসনোগ্রাফির ক্ষেত্রে মেশিনের সংকুলান থাকায় তিন-চার মাস পরে পরীক্ষার তারিখ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অন্যান্য মেশিনও মাঝেমধ্যে বিকল হওয়ার অভিযোগ ওঠে। সব মিলিয়ে রোগীদের পরিষেবা নিয়ে চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। সমস্যা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে যাতে একাধিক মেশিন বসানো হয়, সেজন্য রোগীর পরিজনদের তরফে জোর দাবি উঠেছে।

রক্ষণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

শুধু দুর্যোগে মৃতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক বিলি করে আর চাকরির আশ্বাস দিয়ে যে চিঁড়ে ভিজবে না, তা ইতিমধ্যে টের পেয়ে গিয়েছেন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে কারণে এবার তাঁর উত্তরবঙ্গ সফর শেষ হতে চলল রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে, যা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধও বটে। যেমন মঙ্গলবার বিকেলে উত্তরকন্যার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি নিজেই পাহাড়ে দুর্যোগের পরদিন কলকাতায় কার্নিভালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

তাঁর কথায়, ‘কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন, আমরা কেন ২৪ ঘণ্টা পরে এলাম? মনে রাখতে হবে, কার্নিভাল বাংলার গর্ব। এতগুলো ক্লাব আশা করে বসে থাকে। ইউনিসেফ থেকে শুরু করে প্রচুর বিদেশি পর্যটক কলকাতায় এসেছিলেন। হট করে এই কর্মসূচি বন্ধ করা কি সম্ভব?’ তারপর মুখ্যমন্ত্রী সাফাই দেন, ‘আর আমি সেদিন এসেই বা কী করতাম? প্রশাসন আমাকে দেখবে না দুর্যোগ কবলিত মানুষকে উদ্ধার করবে? আমি এলে তো প্রশাসন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেত।’

দেরিতে আসার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভিআইপিরা এলে উদ্ধারকাজে প্রভাব পড়ে। সেজন্য আমি ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার পর পৌঁছেছি। তবে কলকাতা থেকেই মুখ্যসচিব সহ অন্য আমলাদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছি। জেলা প্রশাসনকে সবরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি গর্বিত যে, জেলাস্তরে সমস্ত দপ্তর সঠিক সময়ে ময়দানে নেমেছে। তা না হলে আরও প্রাণ ঝড়তে পারত।’

দুর্যোগের পাশাপাশি খগেন ও শংকর ঘোষের ওপর হামলা চাপ বাড়াচ্ছে তৃণমূল ও সরকারের ওপর। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিন্দা করেছেন। লোকসভার অধ্যক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। রিপোর্ট দিতে দেরি করলে কড়া পদক্ষেপ করার হুমকি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। খগেন আক্রান্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি চলে আসেন শিলিগুড়িতে। বিজেপি ইতিমধ্যে এনআইএ তদন্ত দাবি করেছে।

হামলায় পুলিশের ভূমিকা জানতে চেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবের কাছে পৃথকভাবে রিপোর্ট চেয়েছে তপশিলি জাতি ও উপজাতি কমিশন। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন। রওনা হওয়ার আগে তিনি বালুরঘাটে বলেন, ‘কাল জলপাইগুড়ি গিয়ে হামলাকারীদের ছবি ও মোবাইল নম্বর দিয়ে পোস্টার সেঁটে দিতে বলব স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে। এরপর দেখি, ওঁরা কোথায় পালিয়ে থাকেন? পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে আমরাই ব্যবস্থা নেব। এই ঘটনা যাঁরা ঘটিয়েছেন, তাঁদের নাম সকলেই জানেন। ওঁরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুন, আমরা খুঁজে বের করবই।’

বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলা ও বিপর্যয়ের পরদিন কার্নিভাল সরকারের চরম সংবেদনহীনতাকে বেআব্রু করে দিয়েছে। যা উত্তরবঙ্গের জনমানসে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। এটা তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বড় ভুল বলে চিহ্নিত হল বুঝে দ্রুত ড্যামেজ কন্ট্রোলে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়কের ওপরে হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে তিনি কার্যত সাংবাদিক বৈঠকে সাফাই দেন, ‘দুর্যোগের পর মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। সেখানে কোনও ভিআইপিরই ৭০টি গাড়ির কনভয় নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। এতে রাস্তাঘাটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কেউ কেউ এই পরিস্থিতির মধ্যে রাজনীতি করতে ময়দানে নেমে পড়েছেন।’ বুধবারই তিনি কলকাতায় ফিরবেন। মনে করা হচ্ছে, পাবলিক সেন্টিমেন্ট অনুকূলে নেই এবং ‘ইমোশনাল মিসক্যালকুলেশন’ সরকারের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকারক- এই উপলব্ধি থেকে প্রশাসনিক কর্মসূচির বদলে ‘ফুল স্কেল ড্যামেজ কন্ট্রোল’ শুরু করেছেন মমতা। যদিও জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহেই তিনি ফের উত্তরবঙ্গে আসবেন। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট এবং কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে অবশ্য কিছুটা আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ‘নির্বাচিত রাজ্য সরকারে কাছে প্রধানমন্ত্রীর খবর নেওয়া উচিত ছিল। তিনি সেটা না করে পার্টির লোকের কথামতো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। প্রথমে তো প্রধানমন্ত্রী সেতু ভেঙে মৃত্যু বলে পোস্ট করেছিলেন। এই সংকটের সময় এভাবে রাজনীতি করা উচিত নয়।’ তাঁর অভিযোগ, গত বাজেটে এরাজ্যে বন্যা সহ অন্য বিপর্যয় মোকাবিলায় কোনও আর্থিক বরাদ্দ দেয়নি কেন্দ্র।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট ইতিমধ্যে এই দুর্যোগকে রাজ্য বিপর্যয় ঘোষণার দাবি করেছেন। কিন্তু মমতার বক্তব্য, ‘মহাকুম্ভে বহু মানুষ মারা গেলেও বিপর্যয় ঘোষণা করা হয়নি। মণিপুর, অসম, উত্তরাখণ্ডে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রচুর মানুষ মারা গেলেও সেগুলিকে কেন্দ্র জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করেনি।’

(তথ্য সহায়তা : রণজিৎ ঘোষ, রাহুল মজুমদার ও সুবীর মহন্ত)

সাক্ষী দেবতা আর তাজা ফুল

প্রথম পাতার পর

পাশে রাখা ছোট্ট ঘটে লাল রংয়া পাহাড়ি ফুলটা তখনও সতেজ। হয়তো বা আকাশ ফুঁড়ে আসা জলে নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। কিন্তু সেই ফুলের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায় হাহাকার আর কান্নায়।

বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে কমিউনিটি হল। সেটাই এখন অস্থায়ী আস্তানা গৃহকর্তা রজিন ছেত্রী, স্ত্রী মুন্না আর মেয়ে সুবর্ণার। মেরেকেটে ৪০০ স্কোয়ার ফুটের কমিউনিটি হলটায় এখন গাদাগাদি করে থাকছে ২৪টি পরিবার। সবমিলিয়ে ৬৪ জন। মেঝেতে ঢালা বিছানায় শুয়ে-বসে সকলে। অধিকাংশেরই মুখে রা নেই। নেতাদের পা পড়লে মাঝেমাঝে গমগম করে উঠছে ঠিকই। কিন্তু বাকি সময় একেবারে পিন পড়ার নীরবতা। সেই নীরবতা ভাঙল সুবর্ণার কান্নায়।

‘নেতা-মন্ত্রীরা আসছেন। ছবি তুলছেন। চলে যাচ্ছেন। আমরা কী পাচ্ছি বলুন তো! সব তো হারিয়েছি। প্রিয়জনদের লাশ চাপা পড়ে থাকতে দেখেছি চোখের সামনে। সেই দৃশ্য কি ভোলা যায়!’, গলা ভারী হয়ে আসে তরুণীর। চোখের জল কোনওমতে সামলে বলেই চলেন, ‘কিচ্ছু বাঁচাতে পারিনি। টাকাপয়সা, নথিপত্র, জামাকাপড়- কিচ্ছু না। এই একটা জামা পরে ছিলাম। এটাই এখন সম্বল। প্রকৃতি আমাদের সব কেড়ে নিল।’

প্রকৃতির কাছে সুবর্ণাদের মতোই অসহায় রামপ্রসাদ ছেত্রীর মতো প্রতিবেশীরা। ওই তল্লাটে আর কারও প্রাণহানি না হলেও কারও ঘর পুরোটা ধুয়েমুছে সাফ, কারও আবার ঘরে হাঁটুভর্তি কাদা। ভেঙেছে কাঠের দেওয়াল। দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে টিনের বেড়া। রামপ্রসাদ নিজেই এলাকায় নিয়ে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন সেই রাতে ঠিক কী হয়েছিল।

সুবর্ণার মাসি অনীতা প্রধান, মেসোমশাই অনুজ প্রধান ও তাঁদের মেয়ে স্নেহা বেড়াতে এসেছিল দশেরায়। অনীতাদের বাড়ি শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন শালবাড়িতে। আনন্দ-অনুষ্ঠানে একত্রিত হবে বলে হাজির হয়েছিল সুবর্ণার পিসতুতো বোন বছর সাতের আরুশী ছেত্রীও। আরুশীও শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফাঁপড়ির বাসিন্দা। সেদিন রাতে তুমুল বৃষ্টি নেমেছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে দুটি ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিল পরিবারের সকলে। রাত আড়াইটে নাগাদ বিশাল আকারের একটি পাথর পাহাড়ের গা গড়িয়ে নেমে সোজা ধাক্কা মারে সুবর্ণাদের পাকা ঘরে। সেই ঘরেই ঘুমোচ্ছিল অনীতা, অনুজ, স্নেহা আর আরুশী। চাপা পড়ে প্রত্যেকে। লাশ সরাতে কালঘাম ছুটেছিল সকলের।

ঘরটার ঠিক নীচেই মাথা তুলছে একটি বহুতল। পাথরটি গিয়ে ধাক্কা খায় সেই নির্মীয়মাণ বহুতলে। ফলে আর এগোতে পারেনি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন রামপ্রসাদ। বলে ওঠেন, ‘ভাগ্যিস, পাথরটা আটকে গিয়েছিল। নইলে আরও যে কত প্রাণ যেত!’

চলতে চলতে বেড়াল যেমন এসে রাস্তা কাটে, ঠিক তেমনভাবেই কথার তাল কাটল সাদা রংয়ের একটি হুলো। ডানহাতে একটু ওপরদিকে থাকা বন্ধ বাড়ির বারান্দায় কিছু একটা খুঁজছিল সে। সব ঠিক থাকলে হয়তো এই সময়ই সেটিকে পাত পেড়ে খাওয়াতেন গৃহকর্তা। অবোলা কি আর বোঝে, গৃহকর্তাই যে এখন গৃহছাড়া! সুবর্ণাদেরই আরেক আত্মীয় রিধিমা ছেত্রী। ক্লাস নাইনে পড়া রিধিমাদের বাড়ি একটু দূরে। বরাতজোরে তাদের ঘরবাড়ির তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পড়শি একজনের সঙ্গে ধ্বংসস্তূপে কিছু একটা খুঁজতে এসেছিল কিশোরী। চোখেমুখে তারও আতঙ্ক স্পষ্ট। চোখের সামনে সেও যে লাশ পড়ে থাকতে দেখেছিল।

দুর্যোগের মেঘ কাটিয়ে রোদ উঠেছে পাহাড়ে। পাইন গাছ ভেদ করে সূর্যের আলো এসে পড়ছে। সেই রোদে টান ধরছে কাদামাটিতে। কিন্তু কিছুতেই পায়ের তলার মাটি শক্ত হচ্ছে না রজিন, সুবর্ণা কিংবা রামপ্রসাদদের। এখন তাঁরা শুধুই চাইছেন, একটা নতুন ঘর। যে ঘরে আবার স্বপ্ন বুনবেন তাঁরা। একটা যন্ত্রণামাখা ভোরের কথা ভুলে।

রোহিতদের নিয়ে ‘প্রশ্ন’ তুললেন বেঙ্গসরকার

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফরে ওডিআই সিরিজে দুইজনেই আছেন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ‘ফেয়ারওয়েল সিরিজ’ হতে চলেছে বলে মনে করছেন। এরমধ্যে রোকোর নির্বাচন নিয়ে অন্যরকম প্রশ্ন তুলে দিলেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। প্রাক্তনের যুক্তি, দুইজনেই দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে আসন্ন ওডিআই সিরিজের জন্য কতটা প্রস্তুত, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের যুক্তি, টেস্ট ও টি২০ ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়ে শুধু ওডিআই খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরাটরা।

লাল বলে ‘ছুটি’, শ্রেয়সকে বিঁধলেন

ফলে সেভাবে ম্যাচও পাবে না। আইপিএলের পর বাকি দল যখন দেশের হয়ে খেলতে ব্যস্ত, তখন লম্বা ছুটিতে দুই তারকা। ফলে বিরাট, রোহিতরা কতটা ম্যাচ ফিট, দুইজনের ফিটনেস কী জায়গায় আছে, পরিষ্কার ধারণা পাওয়া মুশকিল। সেক্ষেত্রে কীসের ভিত্তিতে, কীভাবেই বা দুইজনকে দলে রাখা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে দোষ দেওয়া যাবে না।

এক সাক্ষাৎকারে দিলীপ বেঙ্গসরকার বলেন, ‘রোহিত, বিরাট দুইজনে গ্রেট ক্রিকেটার। কিন্তু শুধু একটা ফরম্যাটে খেলার ফলে দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে নির্বাচকদের পক্ষে ওদের ফর্ম, ফিটনেস বোঝা সহজ নয়। হয়তো রোহিত, বিরাটকে নেওয়া হয়েছে ওদের দুরন্ত রেকর্ডের কারণেই। ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সমস্যা হল, ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা কম। ফলে লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটানোর পর নিজেদের ফিট রাখা সহজ নয়। জানি না, নির্বাচকরা কীভাবে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে।’

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রস্তুতিতে মনোযোগী রোহিত শর্মা।

লাল বলের ফরম্যাট থেকে শ্রেয়স আইয়ারের সাময়িক ছুটি নেওয়া না-পসন্দ বেঙ্গসরকারের। বলেছেন, ‘আমার কাছে বিষয়টি হজম হয়নি। লাল বলে আনফিট, সাদা বলে ফিট! এই পার্থক্যটা আমার বোধগম্য নয়। যে সাদা বলের জন্য ফিট, তার পক্ষে লাল বলে খেলাও সম্ভব।’ স্বাস্থ্যজনিত কারণে লাল বলের ফরম্যাট থেকে মাস ছয়েকের ছুটি চেয়েছিলেন শ্রেয়স। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও এই ব্যাপারে ছাড়পত্র দিয়েছেন ভারতীয় ওডিআই দলের সহ অধিনায়ককে।

> রোহিত, বিরাট দুইজনে গ্রেট ক্রিকেটার। কিন্তু শুধু একটা ফরম্যাটে খেলার ফলে দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে নির্বাচকদের পক্ষে ওদের ফর্ম, ফিটনেস বোঝা সহজ নয়। হয়তো রোহিত, বিরাটকে নেওয়া হয়েছে ওদের দুরন্ত রেকর্ডের কারণেই। কিন্তু সমস্যা হল, ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা কম। ফলে লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটানোর পর নিজেদের ফিট রাখা সহজ নয়।
>
> **দিলীপ বেঙ্গসরকার**

গম্ভীর-মন্ত্রেই সফল বরুণ

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : উৎসাহ দিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। সেই উৎসাহ পেয়ে নিজেকে বদলে ফেলেছেন বরুণ চক্রবর্তী।

বদলে গিয়েছে তাঁর ক্রিকেট দর্শন। বদলে গিয়েছে ফিটনেস নিয়ে তাঁর মানসিকতাও। রহস্য স্পিনার বরুণ এখন স্বপ্ন দেখেন, দেশের জার্সিতে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই খেলার। যদিও বাস্তবে এমন স্বপ্নপূরণ যে সম্ভব নয়, সেটাও জানেন তিনি।

আজ সন্ধ্যায় মুম্বইয়ে বসেছিল চাঁদের হাট। এক বহুজাতিক সংস্থার তরফে ভারতীয় ক্রিকেটে পারফরমেন্স ও অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হল বহু ক্রিকেটারকে। ছিলেন রোহিত শর্মাও। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চেই বরুণ তুলে ধরেছেন তাঁর ক্রিকেটীয় দর্শনের কথা। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান কোচ গম্ভীরকে তাঁর সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। বরুণ বলেছেন, ‘ক্রিকেটার হিসেবে আমার সাফল্যের মূলে কোচ গম্ভীর। ওঁনার থেকে পাওয়া পরামর্শ আমার ক্রিকেট দর্শনই বদলে দিয়েছে।’

বছর কয়েক আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টরের দায়িত্বে ছিলেন গম্ভীর। সেই সময় থেকেই বরুণের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা। সেবার কেকেআর আইপিএল চ্যাম্পিয়ানও হয়েছিল। আর তারপরও কেকেআর ছেড়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচ হয়ে যান গম্ভীর। বরুণও হয়ে ওঠেন টিম ইন্ডিয়ার সাদা বলের ক্রিকেটে নিয়মিত সদস্য। রহস্য স্পিনার বরুণের কথায়, ‘গতিভাই সবসময় আমার পরামর্শ দেওয়ার পাশে অনুপ্রেরণাও দিয়েছে। আগে নিজেকে শুধু টি২০ ক্রিকেটের বোলার বলেই মনে হত। এখন আমার ভাবনা বদলেছে। একদিনের ক্রিকেটেও আমি নিয়মিত হয়েছি। কোচ গম্ভীরের পরামর্শ মেনে এখন নেটে ব্যাটিংয়েও সময় দিচ্ছি।’

ওডিআই, টি২০ অজি দল ঘোষণা

রোকো-র চ্যালেঞ্জে ফিরছেন স্টার্ক

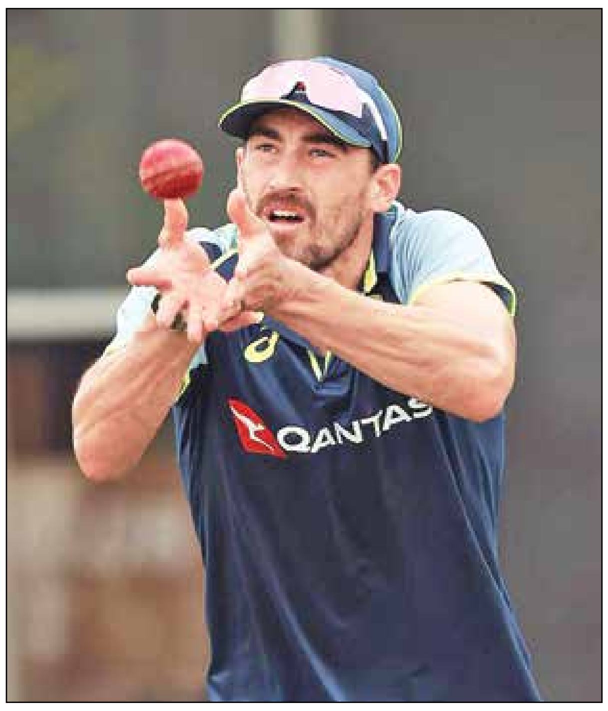

প্রায় এক বছর পর অস্ট্রেলিয়ার ওডিআই দলে মিচেল স্টার্ক।

সিডনি, ৭ অক্টোবর : ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের জোড়া সিরিজের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। ওডিআই ও টি২০ সিরিজের জন্য প্রত্যাশামাফিক শক্তিশালী টিম বেছে নিল ক্যাঙারু ব্রিগেড। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পরীক্ষা নিতে পঞ্চাশের ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন ঘটছে মিচেল স্টার্কের। অতীতে স্টার্কের বাঁহাতি পেস বোলিং চাপে ফেলেছে। বিরাটদের সম্ভাব্য শেষ অজি সফরেও থাকছে যা সামলানোর চ্যালেঞ্জ।

স্টার্ক শেষ ওডিআই ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২৪ সালের নভেম্বরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গত হোম সিরিজেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। লম্বা বিশ্রাম কাটিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ফিরছেন। আছেন জোশ হ্যাজেলউড। হ্যাজেলউড-স্টার্ক বনাম বিরাট-রোহিত, সিরিজের পারদ আরও চড়িয়ে দিল।

স্টার্ক ছাড়াও ১৯ অক্টোবর শুরু ওডিআই সিরিজের ১৫ জনের দলে ফিরেছেন মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট। কুইন্সল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার রেনশ প্রায় তিন বছর পর ওডিআই দলে ডাক পেলেন। অ্যালেক্স ক্যারি দলে থাকলেও ১৯ অক্টোবর পারথে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ থাকায়। তবে অ্যাডিলেড (২৩ অক্টোবর) ও সিডনি (২৫ অক্টোবর) শেষ দুই ম্যাচে খেলবেন ক্যারি।

কাফ মাসলের চোট কাটিয়ে ২৯ অক্টোবর শুরু প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত টি২০ দলে ডাক পেয়েছেন জোশ ইনগ্লিস। প্রথম সন্তানের জন্মের ‘ছুটি’-তে থাকা নাথান এলিসও ফিরছেন। তবে ভারতীয় দলের অন্যতম ‘গাঁট’ গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে কবজির চোটের জন্য আসন্ন সিরিজে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের (চোট রয়েছে) অনুপস্থিতিতে টি২০-র পাশাপাশি ওডিআই দ্বৈরথেও অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। সামলাবেন ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ওপেনিংয়ের দায়িত্বও।

ওডিআই দল

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট, মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জাম্পা।

টি২০ দল
(প্রথম দুই ম্যাচ)

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), সিন অ্যাবট, জেভিয়ার বার্টলেট, টিম ডেভিড, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, ম্যাথু কুহনেম্যান, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টোয়িনিস, অ্যাডাম জাম্পা।

অস্ট্রেলিয়া নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি বলেছেন, ‘ওডিআই সিরিজ এবং প্রথম দুটি টি২০ ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। প্রস্তুতির নিরিখে আসন্ন ভারত সিরিজ তাই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি পরবর্তী অ্যাসেজের কথাও মাথায় রেখে গুরুত্ব পাচ্ছে শেফিল্ড শিল্ডের প্রস্তুতিও।’

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের দৈন্যদশায় ‘হতাশ’ সানি

‘নেট বোলার মনে হচ্ছিল ওদের’

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : এ কোন ওয়েস্ট ইন্ডিজ!

আহমেদাবাদে সিরিজের প্রথম টেস্টে ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডের শিশুসুলভ আত্মসমর্পণ এখনও হজম হচ্ছে না সুনীল গাভাসকারের। ১৯৭১ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ লিটল মাস্টারের। বাকিটা ইতিহাস। হেলমেট ছাড়া ম্যালকম মার্শাল, অ্যান্ডি রবার্টস, মাইকেল হোল্ডিংদের সামলানো ভারতীয় ক্রিকেটে মিথ।

প্রিয় প্রতিপক্ষের আজকের দৈন্যদশা তাই বেশি করে যন্ত্রণা দিচ্ছে ভারতীয় কিংবদন্তিকে। গাভাসকারকে সবচেয়ে অবাক করছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের অন্যতম শক্তি পেস ব্রিগেডের বর্তমান হাল। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশ হাজার রানের মালিক মালগাড়ির সঙ্গে তুলনা করছেন ক্যারিবিয়ান পেসারদের। দাবি, নেটবোলারদের চেয়েও খারাপ অবস্থা।

প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১৪০ রানে জেতে ভারত। লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজার সেঞ্চুরির সুবাদে রানের পাহাড় (৪৪৮/৫) তৈরি করে। বিক্ষিপ্ত কিছু বল বাদ দিলে একেবারে নির্বিষ বোলিং। মার্শাল-হোল্ডিং-রবার্টসদের দেশের বর্তমান পেস আক্রমণের যে চেহারা, মানতে পারছেন না সানি।

গাভাসকার লিখেছেন, ‘আহমেদাবাদে জেডন সিলস ছাড়া বাকি দুইজনকে নেট বোলার মনে হচ্ছিল। বিন্দুমাত্র অসম্মান করছি না। কিন্তু হাফ ডজন ওভার বল করার পর প্রথম বাউন্সার! প্রশ্ন উঁকি মারছিল, এটা কি ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস আক্রমণ? মানছি গরম ছিল। বাউন্সার দিতে বাড়তি পরিশ্রম লাগে। কিন্তু তারপরও পেসাররা তাঁদের অন্যতম অস্ত্রকে ব্যবহার করবে না? ফ্রন্টফুট থেকে ব্যাটারদের ব্যাকফুটে খেলানোর চেষ্টা করবে না?’

ব্যাটিংও তথৈবচ। গাভাসকারের কথায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং একদা সামলেছেন থ্রি ডব্লিউ (ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, এভার্টন উইকস, ক্লাইড ওয়ালকট), রোহন কানহাই, সিমোর নার্স, ক্লাইভ লয়েড, গর্ডন গ্রিনিজ, ডেসমন্ড হেনসরা। বর্তমান দলের একজনকেও দেখে মনে হয়নি, পূর্বসূরিতে হাজার মাইলের মধ্যে কেউ রয়েছেন। সানির আরও খোঁচা, অতুলনীয় গারফিল্ড সোবার্স, ভিভ রিচার্ডস, ‘প্রিন্স অফ ত্রিনিদাদ’ ব্রায়ান লারাকে বাদ দিচ্ছি। কারণ ওরা শতাব্দীতে একবারই জন্মায়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বর্তমান হাল নিয়ে গতকাল সাফাই দিতে দেখা গিয়েছে অধিনায়ক রোস্টন চেজকে। এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, পরিকাঠামোর অভাব, আর্থিক সমস্যার কারণে ক্রমশ পথ হারাচ্ছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট। উঠতি তারকাদের সামনের দিকে এগিয়ে দিতে যা যা দরকার, তা আদৌ মিলছে না।

> আহমেদাবাদে জেডন সিলস ছাড়া বাকি দুইজনকে নেট বোলার মনে হচ্ছিল। বিন্দুমাত্র অসম্মান করছি না। কিন্তু হাফ ডজন ওভার বল করার পর প্রথম বাউন্সার! প্রশ্ন উঁকি মারছিল, এটা কি ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস আক্রমণ?
>
> **সুনীল গাভাসকার**

ভারতীয় ব্যাটারদের বিরুদ্ধে প্রভাব ফেলতে পারেননি জাস্টিন গ্রিভসরা।

এশিয়া কাপ জিতে নতুন হেয়ারস্টাইল করতে আলিম হাকিমের কাছে সূর্যকুমার যাদব।

দিল্লি ক্রিকেটে নয়া কেলেঙ্কারি

দলে ঢোকাতে ব্যাটার রাতারাতি উইকেটকিপার!

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : কেরিয়ারে কখনও উইকেটকিপিং করেননি।

বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে বরাবর খেলেছেন। সেই ব্যাটারকেই দলে ঢোকাতে রাতারাতি উইকেটকিপার বানিয়ে দেওয়া হল! দেওয়া হল দ্বিতীয় উইকেটকিপারের দায়িত্বও! ওপরমহলের চাপ। নির্বাচক কমিটি বাধ্য হয় সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তার পছন্দের ক্রিকেটারকে দলে নিতে। অভিযুক্ত ক্রিকেটার ব্যাটার হলেও দলে ঢোকাতে তাকে ব্যাকআপ উইকেটকিপার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এমনই কাণ্ড ঘটেছে দিল্লি ক্রিকেটে। ভিনু মানকড় ট্রফির জন্য ২৩ জনের সম্ভাব্য দল ঘোষণা করা হয়। এরপরই নির্বাচন-দুর্নীতির বিষয়টি সবার সামনে চলে আসে। পত্রপাঠ হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সভাপতি রোহন জেটলি। বাদ দেওয়া হয় বিতর্কিত খেলোয়াড়কে। বদলে সংশ্লিষ্ট জায়গায় নেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটারকে।

নির্বাচনি বৈঠকে প্রভাব খাটাতে অবৈধভাবে তিনজন ডিরেক্টরের উপস্থিতির খবরও সামনে এসেছে। স্বয়ং ডিডিসিএ-র সদস্য সুরেশকুমার শর্মা লিখিতভাবে বিষয়টি সভাপতি রোহন জেটলিকে জানান। তিনজনকে নির্বাচনি বৈঠক থেকে চলে যেতে বলা হলেও তাঁরা রাজি হননি। বৈঠকে থেকে নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চালান।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে পৃথ্বীর ১৮১

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : পুরোনো দলকে প্রথমবার সামনে পেয়ে জ্বলে উঠল পৃথ্বী শ-র ব্যাট। মহারাষ্ট্রের হয়ে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ফিরলেন বড় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে। মুম্বইয়ের হয়েই ক্রিকেট উত্থান পৃথ্বীর। যদিও টানা ব্যর্থতা, বিতর্কে জড়িয়ে সম্ভাবনা দেখিয়েও খেই হারান। বাদ পড়েন মুম্বই রনজি ট্রফির দল থেকেও। নতুন শুরুর জন্য বেছে নেন মহারাষ্ট্রকে।

জড়ালেন ঝামেলাতেও

এদিন প্রস্তুতি ম্যাচে প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি পৃথ্বী। এমসিএ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচের প্রথম দিনেই পৃথ্বী ১৮১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন। ২১৯ বলের ইনিংসে ২৩টি চার ও ৩টি ছক্কা হাঁকান। শার্দূল ঠাকুরদের বোলিংয়ের সামনে প্রথম উইকেটে অর্শিন কুলকার্নিকে নিয়ে ৩০৫ রান যোগ করেন। কুলকার্নিও ১৮৬ রানের ইনিংস খেলেন। মুশির খানের বলে আউট হয়ে ফেরার সময় ঝামেলায়ও জড়ান প্রাক্তন সতীর্থদের সঙ্গে। পৃথ্বীকে লক্ষ্য করে কটূক্তি ছুড়ে দেন মুম্বইয়ের ক্রিকেটাররা। যার পালটা দিতে মুশিরের দিকে তেড়ে যান পৃথ্বী।

আইপিএলের শুরু থেকে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখ মহেন্দ্র সিং ধোনি। সেই তিনিই বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলতে নেমে পরে ফেললেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের লোগো লাগানো হাতকাটা ট্যাঙ্ক টপ। সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর সেই ছবি মুহূর্তে ভাইরাল। যা দেখে কারও প্রশ্ন, ‘এটা কি শেষের ইঙ্গিত?’

গম্ভীরের বাড়িতে আজ নৈশভোজে শুভমানরা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : আহমেদাবাদ টেস্ট এখন অতীত। মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিয়ে দিন তিনেকের ছুটি কাটিয়ে টিম ইন্ডিয়া এখন দিল্লিতে।

শুক্রবার থেকে রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট শুরু। তার আগে শুভমান গিল, লোকেশ রাহুলরা আজই দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছেন। জনাকয়েক ভারতীয় ক্রিকেটার আজ বিকেলের দিকে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হাজির হয়ে হালকা অনুশীলনও করেন।

বুধবার থেকে রোস্টন চেজদের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের চূড়ান্ত অনুশীলন শুরু হতে চলেছে। আর আগামীকাল রাতেই কোচ গৌতম গম্ভীরের বাড়িতে পুরো দলকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতীয় দলের কোচ। জানা গিয়েছে, আসন্ন দীর্ঘ মরশুমের আগে পুরো দলকে আরও তাজা ও ফুরফুরে করে তোলার জন্য কোচ গম্ভীর শুভমানদের তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

দিল্লি টেস্টের প্রস্তুতি শুরু

ভারতীয় ক্রিকেটে বহুদিনের রীতি হল, যে শহরে খেলা হবে, দলে সেখানকার কোনও সদস্য থাকলে সতীর্থদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো। কোচ গম্ভীর সেই পথেই পা বাড়িয়েছেন। দিল্লির প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সাংসদ শুধু তাঁর দলের ক্রিকেটারদেরই বাড়িতে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এমন নয়। বরং সীতাংশু কোটাক থেকে শুরু করে তাঁর সব সাপোর্ট স্টাফদেরও আমন্ত্রণ করেছেন গম্ভীর। উদ্দেশ্য, মন খুলে আড্ডা দেওয়া। যদি পরস্পরের প্রতি কারও কোনও বিদ্বেষ থাকে, তাহলে সেটাও মিটিয়ে নেওয়া। টিম বন্ডিংয়ের নয়া দিশা দেখানো। কোচ গম্ভীরের এমন ভাবনা, পরিকল্পনা শুভমানদের কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার সামনে এখন টানা ক্রিকেট। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ ইতিমধ্যেই চলছে। সিরিজ শেষে টিম ইন্ডিয়া যাবে অস্ট্রেলিয়ায় সাদা বলের সিরিজ খেলতে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে ফেরার পরই ঘরের মাঠে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ। সেই সিরিজের পর ভারতীয় দলের নিউজিল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা।

এদিকে, শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিং সহায়ক পিচ হতে চলেছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, রাজধানীর মাঠে এমন পিচ তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে আড়াই দিনে খেলা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। সাধারণত, দিল্লিতে কালো মাটির পিচ হয়। যেখানে টেস্টের তিন নম্বর দিন থেকে বল ঘুরলেও শুরুর দুইদিন ব্যাটারদের জন্য সহায়ক পিচ হয়। এবারও তেমনই পিচ হচ্ছে বলে খবর।

‘জিমের চেয়ে বেশি সময় কাটাও নেটে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : তোমাদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা দেব আমরা। মাঠে দলকে সফল করার দায়িত্ব তোমাদের।

জিমের চেয়ে বেশি সময় কাটাও নেটে। কারণ, জিম তোমাদের ফিটনেস বাড়াবে ঠিকই। কিন্তু ক্রিকেটীয় স্কিল বাড়বে নেটে ব্যাটিং-বোলিং চর্চা করেই। রনজি ট্রফিতে যা খুব প্রয়োজন।

যে কোনও সময় সবরকমের পরামর্শের জন্য আমি তো রয়েইছি। সঙ্গে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বোলিং কোচ শিবশংকর পালরাও রয়েছেন। সবার থেকে পরামর্শ নিয়ে সামনে তাকাও। ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেল। মনে রাখবে, ক্রিকেট মাঠে সফল হওয়ার অন্যতম মন্ত্র হল সঠিক মানসিকতাও।

বক্তার নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছয় বছর পর গত ২২ সেপ্টেম্বর বাংলা ক্রিকেটের মসনদে ফিরেছেন মহারাজ। আর ফেরার পরই বাংলা ক্রিকেটে সুদিন ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। আসন্ন রনজি ট্রফির প্রস্তুতিতে ডুবে থাকা সিনিয়ার বাংলা দলকে উৎসাহ দিতে আজ সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে হাজির হয়েছিলেন মহারাজ। ছিলেন অন্তত ঘণ্টা দুয়েক। তার মধ্যে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন ও তাঁর সহকারীদের সঙ্গে দল নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন। তেমনই হাতে কলমে বাংলার ব্যাটার, বোলারদেরও পর্যবেক্ষণ করেছেন। সন্ধ্যার দিকে বাংলা দলের এক সাপোর্ট স্টাফ বলছিলেন, ‘সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কিংবদন্তি। বাংলা ক্রিকেটের অনুপ্রেরণা। তিনি আজ সকালে অনুশীলনে হাজির হয়ে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। দিয়েছেন পরামর্শ। যা আমাদের আসন্ন মরশুমে কাজে লাগবে।’

বাংলা দলকে পেপটক সৌরভের

> সিএবি সভাপতি আজ আমাদের অনুশীলনে এসেছিলেন। পুরো দলকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আগামীদিনেও তাঁকে বাংলা দলের অনুশীলনে দেখা যাবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

সিএবি সভাপতির পরামর্শ বাংলা ক্রিকেটকে রনজিতে কতটা এগিয়ে দেবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ মাঠে হাজির হয়ে পুরো দলের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সেরে নিয়ে হাতেকলমে কাজ করেছেন মহারাজ। অভিষেক পোড়েল সহ অনেকেরই সমস্যার কথা শুনেছেন। ব্যাটিং, বোলিং নিয়ে দিয়েছেন পরামর্শও। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, ‘সিএবি সভাপতি আজ আমাদের অনুশীলনে এসেছিলেন। পুরো দলকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আগামীদিনেও তাঁকে বাংলা দলের অনুশীলনে দেখা যাবে।’ আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন মরশুমের রনজি অভিযান শুরু করতে চলেছে বাংলা। তার আগে সম্ভবত আগামীকাল বাংলার দল ঘোষণা হওয়ার কথা। অধিনায়ক হিসেবে অনুষ্টুপ মজুমদার ও অভিমন্যু ঈশ্বরণের নাম ঘুরছে। শেষ পর্যন্ত কে বাংলার অধিনায়ক হবেন, হয়তো আগামীকালই জানা যাবে। তবে সূত্রের খবর, অনুষ্টুপের সম্ভাবনা বেশি।

বাংলার ক্রিকেটারদের শেখাতে ব্যাট হাতে তুলে নিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে কামিন্স-জেমিরা

ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না যাওয়ার কারণে ফুটবলারদের কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন মোহনবাগানের সমর্থকরা। মঙ্গলবার।

সমর্থকদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্স।

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : দফায় দফায় বিক্ষোভ। খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমর্থকদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার উত্তাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন।

ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না যাওয়া নিয়ে বাগান সমর্থকদের মনে ক্ষোভের রেশ জমেছিল। মঙ্গলবার তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বাগান সমর্থকরা। আগাম বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে বাগান ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে অনুশীলনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। ফলে স্টেডিয়ামে না ঢুকে গেটের সামনে অনুশীলনে যোগ দিতে আসা বাগান ফুটবলারদের লক্ষ্য করে বিক্ষোভ দেখান সমর্থকরা। দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেসন কামিন্সদের লক্ষ্য করে কটূক্তিও করেন তাঁরা।

কিন্তু এখানেই বিষয়টা শেষ হয়নি। অনুশীলনের শেষে তিন অজি তারকা দিমি, কামিন্স ও ম্যাকলারেনের গাড়িকে ঘিরে ফের বিক্ষোভ দেখান সমর্থকরা। সেসময় গাড়ি থেকে তিন ফুটবলারই নেমে আসেন। তাঁদের সঙ্গে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় সমর্থকদের। তাঁরা সরাসরি কামিন্সদের কাছে ইরানে না যাওয়ার কারণ জানতে চান। জবাবে কামিন্সরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, নিরাপত্তার জন্যই যেতে চাননি তাঁরা। তখন সমর্থকরা ভারতীয় ফুটবলারদের না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে কামিন্সরা জানিয়ে দেন, এই বিষয়টা ম্যানেজমেন্ট জানে। শেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

বিক্ষুব্ধ বাগান সমর্থকদের দাবি, কেন মোহনবাগান ইরান গেল না সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ম্যানেজমেন্টকে। পাশাপাশি আগামী মরশুম থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগকে বাড়তি গুরুত্ব ও সব প্রতিযোগিতায় সবুজ-মেরুনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে, আবার কয়েকজন সমর্থক এসে শিল্ডের আগে দিমিদের উৎসাহ দিয়ে গেলেন। তাঁরা আবার ইরানে খেলতে না যাওয়া নিয়ে ফুটবলারদের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন।

মাঠের বাইরে যাই হোক না কেন, অনুশীলনে প্রচণ্ড সিরিয়াস মোহনবাগান ফুটবলাররা। বিশেষ করে দিমি ও কামিন্স। ফর্ম ফিরে পেতে মঙ্গলবার বাড়তি অনুশীলনে মগ্ন থাকতে দেখা গেল তাদের। তবে মাঠের বাইরের চাপ সামলে দিমিরা আইএফএ শিল্ডে কীভাবে নিজেদের সেরাটা দেন, সেটাই এখন দেখার।

ধারাবাহিক সাফল্য পাওয়ায় এতদিন বাগান ফুটবলাররা সমর্থকদের ভালোবাসাটা দেখেছেন। এবার মুদ্রার উলটো পিঠটাও দেখলেন দিমিরা।

পূর্ণশক্তির দল নিয়েই আজ নামছে ইস্টবেঙ্গল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : সুপার কাপের মহড়া। একইসঙ্গে মর্যাদারক্ষা। এই দুই লক্ষ্য নিয়েই আইএফএ শিল্ডে নামছে ইস্টবেঙ্গল।

লাল-হলুদ বাহিনী শেষবার শিল্ড খেলেছিল ২০১৮ সালে। সেবার চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব-১৯ দল। বুধবার ১২৫তম আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ শ্রীনিধি ডেকান এফসি। যুব দল নিয়ে কলকাতায় এসেছে আই লিগের ক্লাব শ্রীনিধি। তবে ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামছে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই।

শক্তির বিচারে শ্রীনিধির সঙ্গে অস্কার ব্রুজোঁর দলের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তবুও প্রতিপক্ষকে দুর্বল ভাবতে নারাজ লাল-হলুদ থিংকট্যাংক। আসলে ডুরান্ড কাপে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে হার থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার আরও বেশি সতর্ক তারা। যদিও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার মহম্মদ রশিদ বলছেন, 'ডায়মন্ড হারবারের কাছে হার অতীত। ওই ম্যাচটা থেকে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এখন আমাদের সব ফোকাস আইএফএ শিল্ডে। আমরা আত্মবিশ্বাসী। আশা করছি সমর্থকদের হতাশ করব না।' ব্রুজোঁর সহকারী বিনোর মন্তব্য, 'শিল্ডের সফলতম দল ইস্টবেঙ্গল। ২৯ বারের চ্যাম্পিয়ন। সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব আমাদের কাঁধে।' অস্কারও সেই সুরেই গলা মেলালেন।

আইএফএ শিল্ডে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম
শ্রীনিধি ডেকান এফসি

সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : কল্যাণী স্টেডিয়াম
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, 'আইএফএ শিল্ডকে আমরা একেবারেই হালকাভাবে নিচ্ছি না। সুপার কাপের আগে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার প্রয়োজন ছিল। এখানে সেটাও হবে।'

পাঁচ বিদেশি ও সিনিয়ারদের পাশাপাশি কলকাতা লিগে খেলা বেশ কয়েকজন তরুণ ফুটবলারকেও শিল্ডের জন্য নথিভুক্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। শ্রীনিধির বিরুদ্ধে দল নিয়ে হয়তো খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটবেন না ব্রুজোঁ। ঝুঁকি না নিয়ে চার বিদেশি রেখে দল সাজানোর সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে মাঝমাঠে শুরু থেকে তিন বিদেশি খেলিয়ে ভারতীয় স্ট্রাইকারের ওপর আস্থা রাখবেন, না কি মহম্মদ রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরোর সঙ্গে শুরু থেকেই হামিদ আহদাদকে খেলাবেন সেটাই দেখার। ষষ্ঠ বিদেশি হিরোশি ইবুসুকি এখনও কলকাতায় পা না রাখলেও শিল্ডে তাঁকে খেলানোর ব্যাপারে আশাবাদী ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ১৪ অক্টোবর গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচের আগেই চলে আসবেন লাল-হলুদের জাপানি স্ট্রাইকার।

এদিকে, মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবে শিল্ডে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বাদে বাকি পাঁচ ক্লাবের প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন। শিল্ডে অংশগ্রহণকারী বাংলার আরেক ক্লাব ইউনাইটেড স্পোর্টসের কোচ লালকমল ভৌমিক সেখানে বলেছেন, 'জানি আমরা কঠিন গ্রুপে রয়েছি। তবে ফুটবলে কোনওকিছুই অসম্ভব নয়। কলকাতা লিগের খেতাব অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছে। শিল্ডে সেটাই আমাদের আরও উজ্জীবিত করছে।'

আইএফএ শিল্ডের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গল এফসি-র কেভিন সিবলে (বাঁয়ে) ও সৌভিক চক্রবর্তী। মঙ্গলবার।

অভিষেককে টেস্ট দলেও দেখছেন লারা

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : ২৪টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন দেশের হয়ে। যদিও চব্বিশ ম্যাচের কেরিয়ারে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ইতিমধ্যেই সমর্থকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন অভিষেক শর্মা। টি২০ ক্রিকেটে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর জায়গাও তাঁর দখলে। আইসিসি-র সেপ্টেম্বর মাসের 'সেরা ক্রিকেটার'-এর দৌড়েও রয়েছেন (বাকি দুইজন কুলদীপ যাদব ও জিম্বাবোয়ের ব্রায়ান বেনেট)। ব্রায়ান লারার বিশ্বাস, শুধু সাদা বল নয়, আগামী দিনে ভারতীয় টেস্ট দলেও জায়গা করে নেবেন অভিষেক।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মেন্টর, ব্যাটিং কোচ থাকাকালীন 'ছাত্র' হিসেবে পেয়েছেন অভিষেককে। সাফল্যে লারার অবদান, পরামর্শের কথাও বলতে শোনা যায় তরুণ বাঁহাতি ওপেনারকে। মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত এক বহুজাতিক সংস্থার ক্রিকেট পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিতি লারাও উচ্ছ্বসিত তাঁর 'ছাত্র'-কে নিয়ে। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি বলেছেন, 'সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সুবাদে ওকে ভালোভাবে জানি। দুর্দান্ত প্রতিভা। ভারতীয় দলে একঝাঁক প্রতিভা রয়েছে। অভিষেক যার মধ্যে স্পেশাল। ওর কেরিয়ারে যুবরাজের প্রভাব অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, শুধু টি২০, ওডিআই নয়, টেস্ট দলেও জায়গা করে নেবে অভিষেক।'

হায়দরাবাদ এফসি হচ্ছে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : জিন্দাল গোষ্ঠী বিনিয়োগকারী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল, জায়গা বদল করতে পারে হায়দরাবাদ এফসি। প্রত্যাশামতোই, তারা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে জানিয়ে দিল, আগামী আইএসএল বা দেশের সর্বোচ্চ লিগ দিল্লি থেকে খেলবে তাদের দল। এবার থেকে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি হিসাবে দেখা যাবে এই ক্লাবকে। সূত্রের খবর, জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম নয়, এই নতুন ক্লাব খেলতে চায় আম্বেদকর স্টেডিয়াম থেকে। সেখানে তারা কাজও শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আই লিগ সম্ভবত ডিসেম্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ডিসেম্বরে সম্ভবত শুরু হতে চলেছে আই লিগ। সেক্ষেত্রে তা আইএসএলের আগে হবে নাকি পরে তা এখনও পরিষ্কার নয়। আই লিগের জন্য আলাদা করে দরপত্র চাওয়া হবে। যা আইএসএলের দরপত্রের বিষয়টি মিটে গেলেই হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির জরুরি সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করা হয়। এছাড়া দরপত্র পরিচালনকারী কোম্পানি কেপিএমজি তাদের প্রেজেন্টেশন পেশ করে। আগামী ১২ অক্টোবরের বিশেষ সাধারণ সভায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে দেওয়া নতুন সংবিধান গ্রহণ করবে এআইএফএফ। সেই নিয়েও এদিন ফেডারেশন কর্তাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

৩০ বছর পর মুখোমুখি আনন্দ-কাসপারভ

সেন্ট লুইস, ৭ অক্টোবর : ১৯৯৫ সালেই শেষবার চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ এবং গ্যারি কাসপারভ। ৩০ বছর পর ফের সম্মুখ সমরে নামছেন দুই প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের আনন্দ এবং কিংবদন্তি রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার কাসপারভ মুখোমুখি হবেন 'ক্লাচ চেস দ্য লেজেন্ডস' টুর্নামেন্টে। সেন্ট লুইস চেস ক্লাবে বুধবার থেকে সেই লড়াই শুরু হচ্ছে।

১২ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে মোট পুরস্কারমূল্য রাখা হয়েছে ১,৪৪,০০০ ডলার। বিজয়ী পাবেন ৭০,০০০ ডলার। প্রতিদিন চারটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। দুটি র‍্যাপিড এবং দুটি ব্লিৎজ। প্রথম দিনে প্রতিটি জয়ে ১ পয়েন্ট, দ্বিতীয় দিনে ২ পয়েন্ট এবং তৃতীয় দিনে ৩ পয়েন্ট অর্জন করবে। এই স্কোরিং সিস্টেম শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিযোগিতাকে উত্তেজনাপূর্ণ রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গোয়াকে শাস্তি এএফসি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : স্মোক গানের ব্যবহারের জন্য ১০ হাজার ডলার (প্রায় ৮.৮ লক্ষ টাকা) জরিমানা হল এফসি গোয়ার। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের বাছাই পর্বে ওমানের আল সিবের বিপক্ষে ম্যাচের সময়ে ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এই ঘটনা ঘটে। যার জেরে গোয়াকে এই জরিমানা করল এএফসি-র শৃঙ্খলারক্ষা ও এথিকস কমিটি।

এই কমিটির হাতেই এখন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ভাগ্য। ইতিমধ্যেই তুর্কমেনিস্তানের আহল এফসি জানিয়ে দিয়েছে, তারা হোম ও অ্যাওয়ে দুই ম্যাচ ইরানে গিয়ে খেলতে চায়। ফলে ইরানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মোহনবাগানের দাবি সম্ভবত কোনওভাবেই ধোপে টিকবে না। তাছাড়া এর আগে মুম্বই সিটি এফসি ইরানে এএফসি-র ম্যাচ খেলে এসেছে, সেটাও নিশ্চিতভাবেই দেখানো হবে। এখন দেখার গোয়ার পরে মোহনবাগানের শাস্তির ব্যাপারে এএফসি কতটা কঠোর হয়।

সাহায্য চেয়ে করলেন ফেসবুক পোস্ট

বাবার সঙ্গে মেসির সাক্ষাৎ চান মেয়ে

তমোঘ্ন ব্রহ্ম

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : জীবনে আমরা কমবেশি সকলেই কারোর না কারোর ফ্যান। কিন্তু কেউই হয়তো ইছাপুরের শিবশংকর পাত্রর মতো ফ্যান নই। পেশায় চা বিক্রেতা এই মানুষটির জীবন জুড়ে লিওনেল আন্দ্রেস মেসি। বছর ছাপান্নর শিবশংকর প্রতিবছর মেসির জন্মদিনে তাঁর যত বয়স হয়, এলাকার মানুষের সঙ্গে তত পাউন্ডের কেক কাটেন।

লিওনেল মেসির এক জন্মদিনে তাঁর মূর্তিকে কেক খাওয়াচ্ছেন শিবশংকর পাত্র।

যেমন চলতি বছরের ২৪ জুন ৩৮ পাউন্ডের কেক কেটেছেন। সেইসঙ্গে প্রতিবছর ওইদিনে নিজেকে নানানরকম সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গেও যুক্ত রাখেন।

শিবশংকরের কথায়, '২০১১ সালে মেসি ভারতে এসেছিলেন। সেইসময় পুরো বাড়ির রং নীল-সাদা করে ফেলি। এলাকার মানুষের কাছে আমার বাসস্থান আর্জেন্টিনা বাড়ি। খুব ইচ্ছে ছিল ২০২২ সালে কাতারে গিয়ে বিশ্বকাপ দেখার। কিন্তু আর্থিক কারণে সেই স্বপ্নপূরণ না হওয়ায় বাড়িতে মেসির উচ্চতার সমান একটি মূর্তি বসিয়েছি।' তাঁর এই প্রেমের কথা পৌঁছে গিয়েছে আর্জেন্টিনাতেও। তারপরও আজ অবধি ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়নি শিবশংকরের, যা নিয়ে আক্ষেপ আছে তাঁর।

এই আক্ষেপ মেটাতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁর মেয়ে নেহা। ডিসেম্বরে মেসি কলকাতায় আসছেন। সেই সময় বাবার সঙ্গে মেসির সাক্ষাৎ করাতে চান তিনি। সম্প্রতি ফেসবুকে এজন্য কেউ তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন কিনা সেটা জানতে চেয়ে পোস্ট করেন। নেহার কথায়, 'বাবার জীবনে ফুটবল আর মেসি ছাড়া কিছু নেই। আমাদের মধ্যেও সেই ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, এমনকি আমার ছেলের নামও লিও। বাবার জন্য এইটুকু করা আমার কর্তব্য।'

কিন্তু নেহা চাইলেও আদৌ তাঁর কিংবা তাঁর বাবার স্বপ্নপূরণ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। মেসিকে কলকাতায় নিয়ে আসার মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এই বিষয়টি তাঁর হাতে নেই। তবে তিনি চেষ্টা করবেন, আপাতত টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

> ২০১১ সালে মেসি ভারতে এসেছিলেন। সেইসময় পুরো বাড়ির রং নীল-সাদা করে ফেলি। এলাকার মানুষের কাছে আমার বাসস্থান আর্জেন্টিনা বাড়ি।
>
> **শিবশংকর পাত্র**

ব্যর্থ বৈভব, এগিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত

ম্যাকে, ৭ অক্টোবর : একদিনে ১৭ উইকেট। ভারত-অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ গত ম্যাচে শতরান করা বৈভব সূর্যবংশীও।

দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে শুরুতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট খুইয়ে চাপে পড়ে যায় অজি ব্রিগেড। অ্যালেক্স লি ইয়ংয়ের ৬৬ রানে ভর করে কোনওমতে ১০০ রান পার করে তারা। ১৩৫ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। ভারতের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন হেনিল প্যাটেল ও খিলান প্যাটেল।

ভারতীয় ব্যাটাররাও অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করতে পারেননি। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে করেন ৪ রান। অপর ওপেনার বিহান মলহোত্র করেন ১১। দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করলেও ১৪ বলে ২০ রান করে ফিরতে হয় বৈভবকে। দিনের শেষে ভারতের স্কোর ৭ উইকেটে ১৪৪। ৯ রান এগিয়ে ভারত।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 80H 48982 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এখন প্রায় সব জায়গাতেই কোটিপতি তৈরি করছে, আর মানুষ এখন মেগা পুরস্কার জেতার ব্যাপারে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষকে তাদের জীবন উন্নত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা স্বরূপ বাউরি - কে 10.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পিছিয়ে থাকা সিঙ্গাপুরই এখন দুশ্চিন্তা ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সিঙ্গাপুর পৌঁছে এদিন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন জাতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল।

গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শিবির শুরু করেন খালিদ। গার্ডেন সিটিকে বেছে নেওয়ার কারণই ছিল, আবহাওয়ার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের অনেকটাই মিল থাকা। তবু দিনদুয়েক ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে সড়োগড়ো করতে গতকাল বিকেলেই সুনীল ছেত্রীদের নিয়ে ওখানে পৌঁছে গেলেন জাতীয় দলের হেড কোচ। আপাতত গ্রুপের শীর্ষস্থানে থাকা সিঙ্গাপুরকে হারানোই প্রথম এবং একমাত্র লক্ষ্য ভারতীয় দলের। এই ম্যাচ জিততে পারলে তবেই গোয়ার ফতোরদায় হোম ম্যাচের গুরুত্ব থাকবে। আর যদি সিঙ্গাপুর এই ম্যাচ জিতে যায় তাহলে তারা পৌঁছে যাবে ৭ পয়েন্টে। যা তাদের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেকটাই সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফিফা ক্রমতালিকার বিচারে গ্রুপের বাকিদের মতো সিঙ্গাপুরও (১৫৮) ভারতের থেকে পিছিয়ে। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচে মানোলো মার্কুয়েজের কোচিংয়ে ভারতের বিশ্রী পারফরমেন্সই এখন তাদের খাদের কিনারে এসে দাঁড় করিয়েছে।

সিঙ্গাপুর জাতীয় দল মূলত আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম সেরা দল। চারবার আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা দলটাকে নিয়ে তাই চিন্তায় থাকতেই হচ্ছে জাতীয় দলের হেড কোচকে। শুধু তাই নয়, এই সিঙ্গাপুর এর আগে একবারই এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলে। সেবার গ্রুপ পর্যায় থেকে বিদায় নিলেও একটা জয় ছিল তাদের। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বুধিয়া স্পোর্টস ক্লাব। ছবি : মুরতুজ আলম

খেতাব বুধিয়া স্পোর্টসের

সামসী, ৭ অক্টোবর : চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া কল্কিমোড় যুব কমিটির একদিনের কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বুধিয়া স্পোর্টস ক্লাব। ফাইনালে তারা ২-১ গেমে হারিয়েছে মহারাজপুরকে। চ্যাম্পিয়নরা পেয়েছে ট্রফি সহ ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার। রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফির সঙ্গে ৯ হাজার টাকা পুরস্কার। পুরস্কার তুলে দেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল হাই, প্রধান ছবি সরকার প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন কোয়ালিটি

চ্যাংরাবান্ধা, ৭ অক্টোবর : ভাই ভাই সংঘ ও পাঠাগারের ভাই ভাই কাপ নকআউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল নিউ চ্যাংরাবান্ধা কোয়ালিটি ব্যাটেলিয়ান। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ির নিউ প্লেয়ার ইউনিটকে। চ্যাংরাবান্ধা লাল স্কুল ময়দানে কোয়ালিটির গোল করেন হেমরাজ ভুজেল ও ফাইনালের সেরা পঙ্কজ থাপা। প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন হেমরাজ। চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফির সঙ্গে ৪০ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে এবং রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফির সঙ্গে ২০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

খেতাব নিয়ে নিউ চ্যাংরাবান্ধা কোয়ালিটি ব্যাটেলিয়ান। ছবি : শতাব্দী সাহা

জোড়া জয় সব্যসাচীর

শীতলকুচি, ৭ অক্টোবর : মাল্লিরহাট ইয়ং এমপাওয়ারমেন্ট এসডিএস ফুটবল প্রতিযোগিতায় মঙ্গলবার গ্রুপ সি-র ম্যাচে চামটা নিউ সব্যসাচী সংঘ ৩-১ গোলে মাল্লিরহাট ইয়ং এমপাওয়ারমেন্ট ক্লাবকে হারিয়েছে। সব্যসাচীর শাকিল হোসেন, মাধব দাস ও তসলীম আরিফ গোল করেন। মাল্লিরহাটের একমাত্র গোল রেজাউল মিঞাঁর। দ্বিতীয় ম্যাচে খোড়ারপাড় নর্থবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে জয় পেয়েছে গোলেনাওহাটি জিপির বিরুদ্ধে। খোড়ারপাড়ের সালাম মিঞাঁ ও জয়রাজ বর্মন গোল করেন। শেষ ম্যাচে চামটা নিউ সব্যসাচী সঙ্ঘ ৪-০ গোলে হারায় খোড়ারপাড় নর্থ বেঙ্গল ক্লাবকে। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সব্যসাচীর তসলিম আরিফ। তাদের বাকি গোল তানসেন মিঞাঁ ও শাকিল হোসেনের।